# মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৪তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

আগস্ট ২০১১

মাসিক
আত-তাহরীক

১৪তম বর্ষ : ১১তম সংখ্যা

## সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **প্রবন্ধ :**

- পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(২৫/১৪ কিস্তি)* ০৩
  -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত *(৭ম কিস্তি)* ১৪
  - মুযাফফর বিন মুহসিন
- ফৎওয়া : গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বিকাশ *(৩য় কিস্তি)* ১৮
  - শিহাবুদ্দীন আহমাদ
- ওয়াহ্হাবী আন্দোলন : উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং মুসলিম বিশ্বে এর প্রভাব *(৪র্থ কিস্তি)* ২১
  -আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- ছাওম ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ২৫
  -আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- যাকাত ও ছাদাক্বা ২৭
  -আত-তাহরীক ডেস্ক
- ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল ২৮
  -আত-তাহরীক ডেস্ক

✡ **মহিলা ছাহাবী :**

- মায়মূনা বিনতুল হারেছ (রাঃ) ২৯
  *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম*

✡ **মনীষী চরিত :**

- আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (৩য় কিস্তি) ৩৪
  *-নূরুল ইসলাম*

✡ **কবিতা :** ৪১

- ঈদ এসেছে ঈদ
- ঈদের খুশী
- একটি দিনের জন্য
- মাহে রামাযান

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪২

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩

✡ **মুসলিম জাহান** ৪৫

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৬

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

# সম্পাদকীয়

## (১) বাংলাদেশের সংবিধান হৌক ইসলাম

মে ২০০৬ (৯/৮ সংখ্যা) 'দরসে কুরআন' কলামে আমাদের শিরোনাম ছিল 'জাতিসংঘের সংবিধান হৌক ইসলাম'। আজ আমরা সম্পাদকীয়তে বলছি 'বাংলাদেশের সংবিধান হৌক ইসলাম'। কেন বলছি? শুনুন তাহ'লে-

সংবিধান হ'ল একটি জাতি ও রাষ্ট্রের আয়না স্বরূপ। যার মধ্যে তাকালে পুরা দেশটাকে চেনা যায়। যদিও ছোট্ট পকেট সাইজ ঐ বইটির বাস্তবে কোন গুরুত্ব দেখা যায় না। কেননা কোন সরকারই এর কোন তোয়াক্কা করেন না। প্রত্যেকে স্ব স্ব চিন্তা-চেতনা বা দলীয় ইশতেহার বাস্তবায়নের নামে দেশ শাসন করেন। তবে এটি কাজে লাগে মূলতঃ বিচার বিভাগের। কেননা তারা সংবিধানের দেওয়া গাইড লাইনের বাইরে কোন বিচার করতে পারেন না। এটা কাজে লাগে সংসদে আইন রচনার ক্ষেত্রে ও প্রেসিডেন্ট কর্তৃক তা অনুমোদনের ক্ষেত্রে। কেননা তখন সংবিধানের বাইরে গিয়ে আইন রচনা করা বা তা অনুমোদন করা যায় না। এটা প্রয়োজন হয় জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পরিচিতির ক্ষেত্রে। আমাদের দেশটি ইসলামী রাষ্ট্র, না ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আমাদের পাসপোর্টে সেটা লেখা থাকে। যা দেখে বিদেশী রাষ্ট্রগুলি আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচিতি লাভ করে।

বাংলাদেশের ১ম সংবিধান রচিত হয় ১৯৭২ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের জন্য ১৯৭০ সালে নির্বাচিত এম.পি-দের মাধ্যমে। যদিও উচিত ছিল স্বাধীন দেশে নতুনভাবে নির্বাচিত এম.পি-দের মাধ্যমে নতুন সংবিধান রচনা করা। ঐ সংবিধানে হঠাৎ করে রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতি যুক্ত করা হয়। যথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ। অথচ এইগুলি ১৯৫২ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ২১ দফা, ৬ দফা প্রভৃতি ৭টি বড় বড় আন্দোলনের ইশতেহারের কোথাও ছিল না। এমনকি ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত 'স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে'ও ছিল না। তাহ'লে এলো কোত্থেকে? সোজা কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, এগুলি এসেছিল ভারতীয় সংবিধান থেকে। যাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র। যদিও বাস্তবে সেখানে আছে চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদ, চরম পুঁজিবাদ ও অন্ধ দলতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্র। বর্তমান সংবিধানে আমাদের দেশের নাম হ'ল 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। জানি না এর প্রকৃত অর্থ কী? কেননা এদেশে কোন রাজা নেই। তাহ'লে আমরা কার প্রজা? এর সাথে 'গণ' শব্দটি জুড়ে দিয়ে তালগোল পাকিয়ে বুঝানো হচ্ছে যে, 'জনগণই সকল ক্ষমতার

মালিক'। অথচ জনগণই এদেশে সবচেয়ে নির্যাতিত শ্রেণী। আর মালিক হ'ল দলনেতা ও দলীয় ক্যাডাররা।

১৯৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত উক্ত সংবিধান অনুযায়ী দেশ চলে বাংলাদেশের সবচাইতে জনপ্রিয় নেতার শাসনাধীনে। কিন্তু দেশ পতিত হয়েছিল ইতিহাসের সবচাইতে নিকৃষ্টতম অবস্থায়। ফলে ঘটে যায় '৭৫-এর আগষ্ট ও নভেম্বর বিপ্লবের বিয়োগান্তক ঘটনাসমূহ। আসেন নতুন শাসক। পরিবর্তন আসে সংবিধানে। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বিলুপ্ত করে সেখানে বলা হয়, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি' (৮/১-ক)। বলা হ'ল যে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশী' বলিয়া পরিচিত হইবেন (৬/২), 'বাঙ্গালী' বলে নন। অতঃপর নির্বাচিত ৪র্থ জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাসকৃত ১৯৮৮ সালের ৫ই জুন তারিখে সংবিধানের ৮ম সংশোধনী হিসাবে যুক্ত হয় 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' (২/ক)। এবারের পঞ্চদশ সংশোধনীতে '৭২-এর ফেলে আসা চার মূলনীতি ফিরিয়ে আনা হয়েছে। 'আল্লাহ্র উপরে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' উঠিয়ে দিয়ে সেখানে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সাথে সাথে 'বিসমিল্লাহ' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম'ও রাখা হয়েছে। পুরা জগাখিচুড়ী আর কি? মহাজোটের নির্বাচনী ইশতেহারের ২৫টি ওয়াদার মধ্যে সংবিধান সংশোধনের কোন এজেণ্ডা ছিল না। তাহ'লে কেন বিরোধী দলবিহীন সংসদে সরকার গত ৩০শে জুন '১১ তড়িঘড়ি করে এটা পাস করে অহেতুক উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল। যেখানে জনগণের জান-মাল-ইযযতের গ্যারান্টি নেই, সেখানে এসব দিকে কোন দেশপ্রেমিক সরকার নযর দেন কীভাবে? অথচ এই সংশোধনীতে মহাজোটের শরীক দলসমূহের মধ্যে রয়েছে তীব্র মতভেদ। এতে বামপন্থীরাও খুশী হয়নি, ইসলামপন্থীরাও খুশী হয়নি। তাহ'লে সরকার কাকে খুশী করতে এতবড় রিস্ক নিল? ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি, ইসলাম বিরোধী নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও ভারতের সাথে ট্রানজিট চুক্তি করে এবং সাথে সাথে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি, শেয়ারবাজারে ধ্বস, নারীর প্রতি সহিংসতার ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনী সহিংসতার বিগত সকল রেকর্ড অতিক্রম, ইত্যাকার হাযারো সমস্যায় জর্জরিত সরকারের উচিত ছিল সবকিছু ছেড়ে সর্বাগ্রে দেশে সুশাসন ও সুবিচার কায়েম করা। বিগত সরকার অন্যায় করেছে বলে আমরাও অন্যায় করব, এরূপ আচরণ ভাল নয়। বরং দলীয় সরকার যত বেশী নিরপেক্ষ আচরণ করবে, তত বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করবে। যাইহোক সরকার যখন সংবিধানে হাত দিয়েছে, তখন দেশের জন্মগত নাগরিক হিসাবে আমাদেরও কিছু বক্তব্য রয়েছে। সংক্ষেপে যা নিম্নে পেশ করা হ'ল:

সংবিধান হবে দেশের জনগণের মুখপত্র স্বরূপ। যেখানে দেশের জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাস ও আমল-আচরণের প্রতিফলন থাকবে। পঞ্চদশ সংশোধনীতে সেটা নেই। দ্বিতীয়তঃ এটি মহাজোট ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারের বিরোধী। কেননা সেখানে বলা হয়েছিল মহাজোট কখনোই 'কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন করবে না'। অথচ 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' পুরাপুরিভাবে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতে সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Any movement in society directed away from otherworldliness to life on earth... 'এটি এমন একটি সামাজিক আন্দোলনের নাম, যা মানুষকে আখেরাতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র পার্থিব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়'। আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে ধর্মকে পৃথক করাই (فصل الدين عن الدولة) সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অথচ মুসলিম জীবনের ভিত্তিই হ'ল ইসলাম ধর্মের উপরে। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন *(মায়েদাহ ৩)*। যার বিধান সমূহ থেকে মুসলমানের জীবনের কোন একটি দিক ও বিভাগ মুক্ত নয়। তার রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবার নীতি সবকিছুই ইসলামী হেদায়াত দ্বারা আলোকিত। উক্ত হেদায়াতের বাইরে গেলে সে জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে। দুনিয়াতে সে ফিৎনায় পতিত হবে ও আখেরাতে জাহান্নামে দগ্ধীভূত হবে। পক্ষান্তরে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' হ'ল মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত একটি বস্তুবাদী জীবনাচারের নাম। যেখানে অহি-র বিধানের প্রবেশাধিকার নেই। যার একমাত্র লক্ষ্য হ'ল যেনতেন প্রকারেণ 'দুনিয়া' হাছিল করা। এ দেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। আর ইসলামী চেতনাই এদেশের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। এই চেতনাকে সমুন্নত করাই যেকোন নির্বাচিত সরকারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল পাকিস্তানী শাসকদের যুলুম থেকে মযলূমদের বাঁচার চেতনা। ইসলাম ত্যাগ করে কুফরী মতবাদ গ্রহণের চেতনা নয়। রাওয়ালপিণ্ডির যুলুম থেকে বাঁচার জন্য অন্য কারু দাসত্ব বরণের চেতনা নয়। '৭২-এর সংবিধানের উপরে কোন গণভোট হয়নি। বর্তমান পঞ্চদশ সংশোধনীর উপরেও কোন গণভোট হয়নি। অথচ জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাস ও দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়ে যা খুশী করার অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কাউকে দেয়নি।

তাই আমাদের পক্ষ হ'তে দেশের সকল দলের নেতাদের প্রতি অনুরোধ ও দাবী থাকবে, এদেশের মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী 'পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ'-কেই সংবিধানের মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করুন। যদি আপনারা একমত হ'তে না পারেন, তাহ'লে বর্তমান সরকারকে

বলব, দেশের মানুষ ইসলামী সংবিধান চায়, না ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান চায়, এর উপর গণভোট দিন। এই গণভোট যেন স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত হয়। যারা বলেন, ইসলামী শাসন অমুসলিমদের জন্য ক্ষতিকর হবে এবং তাতে অমুসলিমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবে, তারা 'ইসলাম' সম্পর্কে অজ্ঞ। দুষ্টমতি লোকেরাই কেবল ইসলামী শাসনকে ভয় পায়, ভাল মানুষেরা নয়। ইসলাম বিশ্বমানবতার কল্যাণে আল্লাহ প্রেরিত জীবন বিধানের নাম। এই বিধান না থাকাতেই বিশ্বে আজ অশান্তি র দাবানল জ্বলছে। তবে এজন্য নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই আক্বীদা ও আমলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সনিষ্ঠ অনুসারী প্রকৃত মুসলিম হ'তে হবে, শিরক ও বিদ'আতপন্থী কিংবা নামধারী মুসলিম নয়। নেতাদের বলব, রাজনীতিকে পরকালীন মুক্তির অসীলা হিসাবে গ্রহণ করুন। ইসলামের বিরোধিতা করে মৃত্যুবরণ করলে আখেরাতে আপনাদের পরিণতি কি হবে একবার ভাবুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামের খাদেম হিসাবে কবুল করুন- আমীন!! *(স.স.)*।

## (২) দল ও প্রার্থী বিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করুন!

লাগাতার ২ দিন, ৩ দিন, ৪ দিন সহ মোট ৭০ দিন হরতাল, অবরোধ ও লাগাতার ২২ দিন সহ ২৬ দিন অসহযোগ মিলে মোট ৯৬ দিনের তাণ্ডব ও তাতে সহিংসতায় নিহত শতাধিক ও আহত সহস্রাধিক মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে ১৯৯৬ সালের ২৬শে মার্চ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সম্পর্কিত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল পাস হয় এবং ৩০শে মার্চ তাতে প্রেসিডেন্টের সম্মতির পর বিলটি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিলটি পাসের পর তৎকালীন বিরোধী নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'ন্যায় ও সত্যের সংগ্রাম সবসময় জয়ী হয়'। নিঃসন্দেহে এটি অতীব সত্য কথা যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এদেশের মানুষের কাছে শান্তির রক্ষাকবচ হিসাবে গণ্য। মানুষ তাকিয়ে থাকে, কখন ঐ ৯০ দিন আসবে। দলীয় হিংস্রতা ও সীমাহীন দুর্নীতির কবল থেকে তারা বাঁচবে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান বিরোধী নেত্রী ছিলেন এর ঘোর বিপক্ষে। কিন্তু সকল বিরোধী দলের লাগাতার সহিংসতায় অতিষ্ট হয়ে তিনি অবশেষে এতে সম্মত হন ও বিল পাস করেন। ইতিহাসের চাকা কিভাবে ঘুরে গেল যে, তখনকার বিরোধী নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর হাতেই আবার সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলের অপমৃত্যু ঘটল। পার্থক্য এই যে, এবার কেউ এ বিল বাতিলের জন্য আন্দোলন করেনি বা দাবীও তোলেনি। এমনকি কোন কারণও ঘটেনি। স্রেফ নিজেদের খেয়াল-খুশীতে ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এটা করা হয়েছে। সংবিধান নিয়ে নেতাদের এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা সংবিধানের পবিত্রতার দাবীর প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের শামিল।

প্রশ্ন হ'ল, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলের মূল স্পিরিট কি ছিল? এক কথায় যার উত্তর হ'ল 'নিরপেক্ষ নির্বাচন' হওয়া। ঐ সময় সকল বিরোধী দল একমত ছিলেন যে, দলীয় সরকারের অধীনে কোনরূপ নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। বরং এটাই বাস্তব কথা যে, দলীয় সরকারের অধীনে কখনোই প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকতে পারে না।

প্রশ্ন হ'ল, একথা যদি তখন সঠিক হয়ে থাকে, তাহ'লে এখন বেঠিক হ'ল কেন? এর মাধ্যমে নাকি রাজনীতিবিদগণ কলংকমুক্ত হলেন। ভাল কথা- আপনাদের নিষ্কলুষ হওয়ার সার্টিফিকেট কে দিল? একই নেতারা তখন ছিলেন কলংকিত, আজ কেমন করে নিষ্কলংক হ'লেন? সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর আজ আছে, কাল যখন থাকবে না, তখন কেমনটি হবে?

হাঁ, সকল দলের নেতাদের ও সেই সাথে জনগণের কল্যাণে আমরা একটি প্রস্তাব রাখতে চাই। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখবেন এটা মেনে নিলে এর মধ্যে আমাদের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে এবং সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি নেতৃত্বে আসার সুযোগ পাবে। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ : **দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করুন**। নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনতা দিন। তারা রাষ্ট্রের জ্ঞানী-গুণীদের কাছ থেকে ইভিএম পদ্ধতিতে হৌক বা অন্য কোন বিশ্বস্ত মাধ্যমে হৌক, প্রথমে একটি বিষয়ে মতামত নিন যে, তারা এদেশে ইসলামী খেলাফত চান, না নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত শাসন ব্যবস্থা চান। দ্বিতীয় মতামত নিন যে, তারা কাকে আমীর বা প্রেসিডেন্ট হিসাবে চান। এরপরে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে একইভাবে মতামত নিন। তবে জ্ঞানী-গুণীদের মতামত হবে অগ্রগণ্য। জ্ঞানী-গুণীদের অধিকাংশ এখন দলীয় জ্বরে আক্রান্ত। কিন্তু যখন নির্দলীয় এবং প্রার্থীবিহীন নির্বাচন হবে এবং তাদের উপরেই সবকিছু নির্ভর করবে এবং এটিকে পরকলীন দায়িত্বানুভূতির সাথে গ্রহণ করা হবে, তখন আশা করি তাদের কাছ থেকে সুচিন্তিত মতামত আসবে। এভাবে আমীর বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর তিনি একটি মুসলিম দেশের উপযোগী পরামর্শ পরিষদ নিয়োগ দিবেন ও তাদের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করবেন। এম, পি নির্বাচনের প্রচলিত প্রথা থাকবেনা। সরকারী ও বিরোধী দল বলে কিছু থাকবেনা। ক্ষমতা চেয়ে নেবার বা আদায় করে নেবার মানসিকতা থাকবে না। রাজনৈতিক দলগুলি প্রকৃত অর্থে জনসেবায় ব্রতী হবে। নেতৃত্ব নিয়ে কোনরূপ হিংসা-হানাহানির সুযোগ থাকবে না। বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকবে। জনগণ সুবিচার পাবে ইনশাআল্লাহ। *(দ্রঃ ইসলামী খেলাফত' বই ও সম্পাদকীয় : জানু'১১)*।

# পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

*মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

(২৫/১৪ কিস্তি)

## ২৫. হযরত মুহাম্মাদ
### (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

### খন্দকের যুদ্ধ (غزوة الأحزاب)

**(৫ম হিজরীর শাওয়াল মোতাবেক ৬২৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস)**

মদীনা থেকে বনু নাযীর ইহুদী গোত্রটিকে খায়বরে নির্বাসনের মাত্র ৭ মাসের মাথায় খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খন্দকের এই যুদ্ধ ছিল মদীনার উপরে পুরা আরব সম্প্রদায়ের এক সর্বব্যাপী হামলা এবং দীর্ঘ প্রায় এক মাস ব্যাপী কষ্টকর অবরোধের এক দুঃসহ অভিজ্ঞতাপূর্ণ অভিযান। এই যুদ্ধে শত্রু সৈন্যের সংখ্যা ছিল ১০,০০০। যা ছিল মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মিলে মোট জনসংখ্যার চাইতে বেশী। মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০০০। কিন্তু তারা যে অভিনব ঈরানী যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করেন, তা পুরা আরব সম্প্রদায়ের নিকটে ছিল অজানা। ফলে তারা হতাশাগ্রস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে অবশেষে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধের নেপথ্যচারী ছিল মদীনা থেকে বিতাড়িত বনু নাযীর ইহুদী গোত্রের নেতারা। মদীনার শনৈঃশনৈ উন্নতি দেখে হিংসায় জর্জরিত খায়বরে বিতাড়িত বনু নাযীরের ইহুদী নেতারা ২০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মক্কার কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ এবং নাজদের বেদুঈন গোত্র বনু গাত্বফান ও অন্যান্য বড় বড় গোত্রের কাছে প্রেরণ করে। তারা সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকলের সাধারণ শত্রু মুসলিম শক্তিকে নির্মূল করার জন্য প্ররোচিত করে। ফলে সমস্ত আরবে মদীনার বিরুদ্ধে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। অতঃপর আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কেনানা ও তেহামা গোত্রের মিত্রবাহিনী মিলে ৪০০০ এবং বনু সুলায়েম ও বনু গাত্বফানের বিভিন্ন গোত্রের ৬০০০ মোট দশ হাযার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী সমুদ্র তরঙ্গের মত গিয়ে মদীনায় আপতিত হয়।

অপরপক্ষে মদীনার হুঁশিয়ার নেতৃত্ব গোয়েন্দা রিপোর্টের মাধ্যমে আগেই সাবধান হয়ে ঈরানী ছাহাবী সালমান ফারেসীর পরামর্শ মোতাবেক মদীনার উত্তর পার্শ্বে ওহোদের দিকে দীর্ঘ পরিখা খনন করে এবং তার পিছনে ৩০০০ সুদক্ষ সৈন্য মোতায়েন করে। এর কারণ ছিল এই যে, তিনদিকে পাহাড় ও খেজুর বাগিচা দ্বারা বেষ্টিত মদীনার কেবল উত্তর দিকেই খোলা ছিল এবং এদিক দিয়েই শত্রুদের হামলার আশংকা ছিল। মুসলিম বাহিনী তীর-ধনুক নিয়ে সদাপ্রস্তুত থাকেন, যাতে শত্রুরা পরিখা টপকে বা ভরাট করে কোনভাবেই মদীনায় ঢুকতে সক্ষম না হয়। মুসলিম বাহিনীর এই নতুন কৌশল দেখে কাফের বাহিনী হতচকিত হয়ে যায়। ফলে তারা যুদ্ধ করতে না পেরে যেমন ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে থাকে, তেমনি রসদ ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে আতংকিত হ'তে থাকে। মাঝে-মধ্যে পরিখা অতিক্রমের চেষ্টা করতে গিয়ে তাদের ১০ জন নিহত হয়। অমনিভাবে তাদের তীরের আঘাতে মুসলিম পক্ষে ৬ জন শহীদ হন। এ যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, أَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُنْتَصِرٌ، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ 'কাফেররা বলে যে, আমরা আজ সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিশোধকামী'। 'কিন্তু দেখবে যে সত্বর ঐ সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হবে এবং তারা পিঠ ফিরে পালিয়ে যাবে' *(ক্বামার ৫৩/৪৪-৪৫)*। উক্ত আয়াত নাযিলের ২৫ দিন পর হঠাৎ উত্তপ্ত বায়ুর প্রচণ্ড ঘুর্ণিঝড় আল্লাহ্র গযব আকারে নেমে আসে। যা অবরোধকারী সেনাদলের তাঁবু সমূহ উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। এভাবে তাদের মদীনা ধ্বংসের ব্যাপক প্রস্তুতি ধূলিসাৎ হয়ে যায় এবং মদীনা সমস্ত আরবে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

এটাই ছিল খন্দক যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে বহু শিক্ষণীয় ঘটনা, যা আমরা একটু পরে আলোচনা করব। তবে এ যুদ্ধেরই আনুষঙ্গিক যুদ্ধ হ'ল বনু কুরায়যার যুদ্ধ, যার কারণ ও পটভূমি খন্দক যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তৈরী হয়। সেকারণ আমরা এখন বনু কুরায়যা যুদ্ধের ঘটনা বিবৃত করব। অতঃপর উভয় যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ও শিক্ষণীয় ঘটনাবলী উল্লেখ করব।

### বনু কুরায়যার যুদ্ধ (غزوة بنى قريظة)

[৫ হিজরীর যুলক্বা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ
৬২৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ ও এপ্রিল মাস]

মদীনায় অবস্থিত তিনটি ইহুদী গোত্রের সর্বশেষ গোত্রটি ছিল বনু কুরায়যা। তারা ছিল আউস গোত্রের মিত্র। এদের সঙ্গে রাসূলের চুক্তি ছিল যে, তারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ কালে সর্বদা রাসূলকে সাহায্য করবে। গোত্রনেতা কা'ব বিন আসাদ কোরাযী নিজে উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তাদের বাসস্থান ছিল মুসলিম আবাসিক এলাকার পিছনে। মাসব্যাপী খন্দক যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তারা মুসলিম বাহিনীকে কোনরূপ সাহায্য করেনি। মুনাফিকদের ন্যায় তারাও যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছিল। ইতিমধ্যে বিতাড়িত বনু নাযীর ইহুদী গোত্রের নেতা হুয়াই বিন আখত্বাব খায়বর থেকে অতি সঙ্গোপনে বনু কুরায়যার দুর্গে আগমন করে এবং তাদেরকে নানাভাবে মুসলিম বাহিনীর

বিরুদ্ধে ফুসলাতে থাকে। সে তাদেরকে বুঝায় যে, কুরাইশের নেতৃত্বে সমস্ত আরবের দুর্ধর্ষ সেনাদল সাগরের জোয়ারের মত মদীনার উপকণ্ঠে সমবেত হয়েছে। তারা সবাই এই মর্মে আমার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছে যে, قد عاهدوني وعاقدوني أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه– 'মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদের উৎখাত না করা পর্যন্ত তারা ফিরে যাবে না'।[১] কা'ব বিন আসাদ দুর্গের দরজা বন্ধ করে দেন ও বারবার তাকে ফিরে যেতে বলেন এবং মুহাম্মাদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন। কিন্তু ধুরন্ধর হুয়াইয়ের অব্যাহত চাপ ও তোষামুদীতে অবশেষে তিনি কাবু হয়ে পড়েন। তখন একটি শর্তে তিনি রাযী হন যে, যদি কুরায়েশ ও গাত্বফানীরা ফিরে যায় এবং মুহাম্মাদকে কাবু করতে না পারে, তাহ'লে হুয়াই তাদের সঙ্গে তাদের দুর্গে থেকে যাবেন। হুয়াই এ শর্ত মেনে নেয় এবং বনু কুরায়যা চুক্তিভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়। এখবর রাসূলের কর্ণগোচর হ'লে তিনি আউস ও খাযরাজ গোত্রের দু'নেতা সা'দ বিন মু'আয ও সা'দ বিন ওবাদাহ এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ও খাউয়াত বিন জুবায়েরকে (خوات بن جبير) পাঠান সঠিক তথ্য অনুসন্ধানের জন্য। তিনি তাদেরকে বলে দেন যে, চুক্তিভঙ্গের খবর সঠিক হ'লে তারা যেন তাকে এসে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় এবং অন্যের নিকটে প্রকাশ না করে। তারা সন্ধান নিয়ে এসে রাসূলকে বল্লেন, عضل وقارة অর্থাৎ রাজী'-এর আযল ও ক্বারাহ্র ন্যায় বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা ঘটেছে'।

গোপনীয়তা রক্ষা করা সত্ত্বেও প্রকৃত পরিস্থিতি ক্রমেই সবার নিকটে স্পষ্ট হয়ে গেল। (১) বনু কুরায়যার জনৈক ইহুদী গুপ্তচর মুসলিম নারী ও শিশুদের এলাকায় ঘুরঘুর করতে থাকে। রাসূলের ফুফু ছাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্ত্বালিব তাকে ধরে কাঠের চলা দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলেন। (২) ওদিকে মুনাফিকেরা বলতে লাগল যে, মুহাম্মাদ আমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলেন যে, আমরা কায়ছার ও কিসরার ধন-সম্পদ ভোগ করব। অথচ এখন অবস্থা এই যে, পেশাব-পায়খানার জন্য বের হ'লেও জীবনের ভয় রয়েছে। কোন কোন মুনাফিক বলল, আমাদের বাড়ীঘর শত্রুদের সামনে খোলা পড়ে রয়েছে (إِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ)। সুতরাং আমাদের ঘরবাড়িতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হৌক। এমনকি খাযরাজ গোত্রের বনু সালামার মুসলমানদের মন ভেঙ্গে গেল ও তাদের মধ্যে যুদ্ধ হ'তে ফিরে যাবার চিন্তা শুরু হয়ে গেল। (৩) ইতিমধ্যে মুসলিম বাহিনীর হাতে বনু কুরায়যার ২০টি উট বোঝাই রসদ সম্ভার আটক হয়। যা অবরোধকারী শত্রু বাহিনীর সাহায্যার্থে প্রেরিত হয়েছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক নাযুক অবস্থার সম্মুখীন হন। কেননা পিছন দিকে বিশ্বাসঘাতক বনু কুরায়যার হামলা মুকাবিলা করার মত উপযুক্ত কোন ব্যবস্থাই মুসলমানদের হাতে ছিল না। সম্মুখভাগে বিশাল শত্রু বাহিনী রেখে পিছিয়ে আসাও সম্ভব ছিল না। মুসনাদে আব্দুর রাযযাকে ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, খন্দকের দিন নবী করীম (ছাঃ) ও মুমিনদের এই কঠিন সংকট বিষয়ে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ، أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ– 'তোমরা কি ভেবেছ যে জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের উপরে এখনো তেমন অবস্থা আসেনি, যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে এসেছিল। তাদের স্পর্শ করেছিল বিপদ ও কষ্ট সমূহ এবং তারা ভীত-শিহরিত হয়েছিল। এমনকি তাদের রাসূল ও তাঁর সাথী ঈমানদারগণ বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে? শুনে নাও! আল্লাহ্র সাহায্য অতীব নিকটবর্তী' *(বাক্বারাহ ২/২১৪)*। এ অবস্থায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মুখমণ্ডল আবৃত করে দীর্ঘ সময় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকেন। তারপর 'আল্লাহু আকবর' বলে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره– 'হে মুসলিমগণ! আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ গ্রহণ কর'। অতঃপর তিনি দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এক- কিছু সৈন্যকে মদীনার নিরাপত্তা বিধানের জন্য পাঠিয়ে দেন। দুই- শত্রু সেনাদলের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে তাদের একে অপর থেকে পৃথক করে ফেলা। সে লক্ষ্যে তিনি বনু গাত্বফানের দুই নেতা ওয়ায়না বিন হিছন ও হারেছ বিন 'আওফের সঙ্গে সন্ধির চিন্তা করেন মদীনার উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ দেবার শর্তে। যাতে ওরা ওদের সেনাদল নিয়ে ফিরে যায়। অতঃপর তিনি উক্ত বিষয়ে দুই সা'দের মতামত জানতে চাইলেন। তারা বল্লেন, يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعًا وطاعةً وإن كان شيئ تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه– 'হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আল্লাহ এ বিষয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে তথাস্তু। কিন্তু যদি আপনি এটা আমাদের হিতার্থে করতে চান, তবে এতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই'। তারা বলেন, যখন আমরা এবং এসব লোকেরা শিরক ও মূর্তিপূজার মধ্যে ছিলাম, তখন তারা আমাদের

১. *আর-রাহীক্ব, ৩০৯ পৃঃ।*

একটি শস্যদানারও লোভ করার সাহস করেনি। আর এখন তো আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন ও আপনার মাধ্যমে ইয্যত প্রদান করেছেন, এখন কেন আমরা তাদেরকে আমাদের ধন-সম্পদ প্রদান করব'? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের মতামতকে সঠিক গণ্য করেন ও বলেন, إنما هو شيئ أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة– 'সমগ্র আরব তোমাদের বিরুদ্ধে একই সাথে অস্ত্রধারণ করেছে দেখে শুধু তোমাদের খাতিরেই আমি এরূপ করতে চেয়েছিলাম'।

অতঃপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই সুন্দর এক ব্যবস্থা নেমে এল, যাতে বিশ্বাসঘাতক বনু কুরায়যা ও আক্রমণকারী কুরায়েশ বাহিনীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল এবং উভয় দলের মনোবল ভেঙ্গে গেল। ঘটনা ছিল এই যে, শত্রু পক্ষের বনু গাত্বফান গোত্রের নু'আইম ইবনু মাসঊদ ইবনু আমের আশজাঈ নামক জনৈক ব্যক্তি রাসূলের খিদমতে এসে বলল, হে রাসূল! আমি ইসলাম কবুল করেছি। কিন্তু আমার সম্প্রদায় এ খবর জানে না। এক্ষণে আপনি আমাকে যেকোন নির্দেশ প্রদান করুন (فمرني ما شئت)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, خذل عنا ما استطعت فان الحرب خدعة– 'আমাদের পক্ষ হ'তে সাধ্যমত তুমি ওদের মনোবল ভেঙ্গে দাও। কেননা যুদ্ধ হ'ল কুট-কৌশল মাত্র'। নু'আইমের সঙ্গে বনু কুরায়যার সুসম্পর্ক ছিল। তিনি তাদেরকে যেয়ে বুঝালেন যে, কুরায়েশ ও বনু গাত্বফান হ'ল বহিঃশত্রু। তারা চলে যাবে। কিন্তু মুহাম্মাদ ও মুসলমানেরা হ'ল তোমাদের প্রতিবেশী। এদের সঙ্গেই তোমাদের থাকতে হবে। তোমরা যদি শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলাও, তবে আজ হৌক কাল হৌক মুসলমানেরা তোমাদের প্রতিশোধ নেবেই।

একথা শুনে তারা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, তাহ'লে এখন আমাদের করণীয় কি? নু'আইম বললেন, তোমরা কুরায়েশদের বলে পাঠাও যে, যতক্ষণ না তারা তাদের কিছু লোককে তোমাদের যিম্মায় বন্ধক হিসাবে রাখবে, ততক্ষণ তোমরা তাদের কোনরূপ সহযোগিতা করবে না'। তারা এ প্রস্তাবে খুবই খুশী হ'ল। অতঃপর নু'আইম কুরায়েশ নেতাদের গিয়ে বলল যে, বনু কুরায়যা মুহাম্মাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গের কারণে এখন খুব লজ্জিত। তারা আপনাদের কিছু লোককে বন্ধক হিসাবে নিয়ে মুহাম্মাদের হাতে তুলে দিতে চায়। অতএব আপনারা যেন তাদের এরূপ কোন প্রস্তাবে সম্মত হবেন না। তারপর বনু গাত্বফানের কাছে গিয়ে নু'আইম একই কথা বললেন। অতঃপর বিষয়টির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসের শুক্রবার দিবাগত রাতে কুরায়েশ পক্ষ ইহুদী বনু কুরায়যার নিকটে দূত পাঠালো এই মর্মে যে, আমরা খুব অসুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছি। আমাদের উট-ঘোড়া সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় তোমরা ও আমরা দু'দিক থেকে একই সাথে হামলা চালালে মুহাম্মাদকে কাবু করা সম্ভব। জবাবে তারা বলে পাঠাল, আগামীকাল শনিবার আমাদের পবিত্র দিবস। এদিনে অবাধ্যতার কারণে আমাদের পূর্ব পুরুষকে আল্লাহ শূকর-বানরে পরিণত করেছিলেন। ومع هذا إنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن 'তাছাড়া আপনাদের কিছু লোককে আমাদের নিকটে বন্ধক না রাখা পর্যন্ত আমরা আপনাদের পক্ষে লড়াই করব না'। এখবর দূত মুখে শোনার পর কুরায়েশ ও বনু গাত্বফান বলে উঠল, صدقكم والله نعيم 'আল্লাহ্র কসম! নু'আইম তোমাদের সঙ্গে সত্য কথা বলেছেন'। তারা যথারীতি বন্ধক রাখতে অস্বীকার করল। ফলে বনু কুরায়যা বলে উঠলো, صدقكم والله نعيم 'আল্লাহ্র কসম! নু'আইম সত্য কথা বলেছে'। এভাবে উভয় দলের মধ্যে ফাটল ও বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। এরপর আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে উত্তপ্ত ঘূর্ণিবায়ু নাযিলের ফলে শত্রুপক্ষ শূন্য হাতে জীবন নিয়ে পালিয়ে যায় এবং যুলক্বা'দাহ মাসের সাত দিন বাকী থাকতে বুধবার পূর্বাহ্নে রাসূল (ছাঃ) মদীনায় ফিরে আসেন।[২]

ফিরে এসে উম্মে সালামার ঘরে যোহরের সময় যখন আল্লাহ্র রাসূল গোসল করছিলেন, এমন সময় জিব্রীল এসে বললেন, আপনি অস্ত্র নামিয়ে ফেলেছেন, অথচ ফেরেশতারা এখনো অস্ত্র নামায়নি। দ্রুত বনু কুরায়যার দিকে অগ্রসর হউন।[৩]

তখন রাসূল (ছাঃ) ঘোষণা প্রচার করে দিলেন যে, من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة– 'যারা আমার আদেশ শুনতে ও মানতে প্রস্তুত আছে, তারা যেন বনু কুরায়যায় পৌঁছনোর আগে আছর না পড়ে'। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের উপরে মদীনার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ৩০০০ সৈন্য নিয়ে তিনি বনু কুরায়যা অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। অবশ্য ছাহাবীদের কেউ রাস্তাতেই আছর পড়ে নেন। কেউ পৌঁছে গিয়ে আছর পড়েন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাউকে কিছু বলেননি। কেননা এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সকলের দ্রুত বের হওয়া। অতঃপর যথারীতি

২. *ইবনে হিশাম, বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ৩/৪৪৫-৪৭, সনদ 'মুরসাল'।*
৩. *বুখারী হা/৪১১৭।*

বনু কুরায়যার দুর্গ অবরোধ করা হয়, যা ২৫ দিন স্থায়ী হয়। অবশেষে তারা আত্মসমর্পণ করে এবং তাদের সাবালক ও সক্ষম পুরুষদের বন্দী করা হয় যাদের সংখ্যা ৬০০ থেকে ৭০০-এর মধ্যে ছিল। এদের সম্পর্কে ফায়ছালার দায়িত্ব তাদের মিত্র আউস গোত্রের দাবী অনুযায়ী আওস নেতা সা'দ ইবনে মু'আযকে অর্পণ করা হয়। তিনি তাদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সবাইকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। সেমতে হুয়াই বিন আখত্বাব সহ সবাইকে হত্যা করা হয়।[৪] যদি তারা ফায়ছালার দায়িত্ব রাসূলকে দিত, তাহ'লে হয়ত পূর্বেকার দুই গোত্রের ন্যায় তাদেরও নির্বাসন দণ্ড হ'ত। অতঃপর তাদের কয়েদী ও শিশুদের নাজদে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিয়ে তার বিনিময়ে ঘোড়া ও অস্ত্র ক্রয় করা হয়। উল্লেখ্য যে, অবরোধ কালে মুসলিম পক্ষে খাল্লাদ বিন সুওয়ায়েদ শহীদ হন এবং উক্কাশার ভাই আবু সিনান বিন মিহছান স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন।

প্রথমে ২য় হিজরীর রামাযান মাসে বনু ক্বায়নুক্বা, অতঃপর ৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়ালে বনু নাযীর এবং সর্বশেষ ৫ম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে তৃতীয় ও সর্বশেষ ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যার নির্মূলের ফলে মদীনা ইহুদীমুক্ত হয় এবং মুসলিম শক্তি প্রতিবেশী কুচক্রীদের হাত থেকে রেহাই পায়। এক্ষণে আমরা খন্দক ও বনু কুরায়যা যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য দিক ও শিক্ষণীয় ঘটনাবলী বিবৃত করব।

### খন্দক ও বনু কুরায়যার যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য দিক ও শিক্ষণীয় ঘটনাবলী

**১. ধূলি-ধূসরিত রাসূল :** খন্দক যুদ্ধে প্রতি ১০ জনের জন্য ৪০ হাত করে পরিখা খননের দায়িত্ব ছিল। ছাহাবী বারা বিন আযেব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে খন্দকের মাটি বহনরত অবস্থায় দেখেছি। যাতে তাঁর সারা দেহ বিশেষ করে পেটের চামড়া ধূলি-ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল।[৫]

**২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে গান গেয়ে গেয়ে কাজ করছিলেন :** বারা বিন আযেব (রাঃ) বলেন, খন্দকের মাটি বহনকালে আমি রাসূলকে টান দিয়ে দিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কবিতার নিম্নোক্ত চয়নগুলি আবৃত্তি করতে শুনেছি-

اللهم لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا + وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا + وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

إِنَّ الْأُوْلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا + إِذَنْ أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا–

'হে আল্লাহ! যদি তোমার অনুগ্রহ না থাকত, তাহ'লে আমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হ'তাম না এবং আমরা ছাদক্বাও দিতাম না, ছালাতও আদায় করতাম না'। 'অতএব আমাদের উপরে শান্তি বর্ষণ কর এবং কাফিরদের সঙ্গে যদি আমাদের মুকাবিলা হয়, তাহ'লে আমাদের পা গুলি দৃঢ় রেখো'। 'নিশ্চয়ই প্রথম পক্ষ আমাদের উপরে বাড়াবাড়ি করেছে। যদি তারা ফিৎনা সৃষ্টি করতে চায়, তাহ'লে আমরা তা অস্বীকার করব'।[৬]

**৩. গান গেয়ে প্রার্থনার সুরে উৎসাহ দিলেন রাসূল :**

শীতের সকালে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর খন্দক খননরত ছাহাবীদেরকে উৎসাহ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রার্থনার সুরে গেয়ে ওঠেন,

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ + فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

'হে আল্লাহ! নেই কোন আরাম-আয়েশ পরকালের আয়েশ ব্যতীত। অতএব তুমি মুহাজির ও আনছারদের ক্ষমা করে দাও'। অন্য বর্ণনায় এসেছে,

اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهْ + فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

জবাবে ছাহাবীগণ গেয়ে ওঠেন,

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا + عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدَا

'আমরা তারাই, যারা মুহাম্মাদের হাতে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেছি যতদিন আমরা বেঁচে থাকব'।[৭]

**৪. নেতা ও কর্মী উভয়েই ক্ষুধার্ত :** হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, খননকালে একটি বড় ও শক্ত পাথর সামনে পড়ে। যা ভাঙ্গা অসম্ভব হয়ে পড়ে। রাসূলকে বিষয়টি জানানো হ'লে তিনি এসে তাতে আঘাত করলেন, যাতে তা ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে স্তূপ হয়ে গেল। অথচ ঐসময় ক্ষুধার্ত রাসূলের পেটে পাথর বাঁধা ছিল। আমরাও তিনদিন যাবৎ অভুক্ত ছিলাম।[৮]

**৫. পরিখা খননকালে মু'জেযা :**

(ক) রাসূলের ক্ষুধার ব্যাপারটি অবগত হয়ে ছাহাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করলেন এবং তাঁর স্ত্রী এক ছা' (আড়াই কেজি) যব পিষে আটা তৈরী করলেন। অতঃপর রান্না শেষে রাসূলকে কয়েকজন বিশিষ্ট ছাহাবী সহ গোপনে দাওয়াত দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ সময় পরিখা খননরত ১০০০ ছাহাবীর সবাইকে সাথে নিয়ে এলেন। অতঃপর সবাই তৃপ্তির সাথে খাওয়ার পরেও সাবেক পরিমাণ আটা ও গোশত অবশিষ্ট রয়ে গেল।[৯]

৪. *বুখারী হা/৪১২১।*
৫. *বুখারী হা/৪১০৪।*
৬. *বুখারী হা/২৮৩৭।*
৭. *বুখারী হা/৪০৯৮-৯৯।*
৮. *বুখারী হা/৪১০১।*
৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৭৭ 'ফাযায়েল ও মাসায়েল' অধ্যায়-২৯, মু'জেযা অনুচ্ছেদ-৭।*

(খ) নু'মান ইবনু বাশীরের বোন তার পিতা ও মামার খাওয়ার জন্য একটা পাত্রে কিছু খেজুর নিয়ে এলো। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার কাছ থেকে পাত্রটি নিয়ে খেজুরগুলি একটা কাপড়ের উপরে ছড়িয়ে দিলেন। অতঃপর পরিখা খননরত ছাহাবীদের সবাইকে দাওয়াত দিলেন। ছাহাবীগণ যতই খেতে থাকেন, ততই খেজুরের পরিমাণ বাড়তে থাকে। পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে সকলের খাওয়ার পরেও কাপড়ের উপর ঐ পরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট ছিল, যা প্রথমে ছিল। এমনকি কাপড়ের বাইরেও কিছু পড়ে ছিল।[১০]

(গ) বারা বিন আযেব বলেন, আমাদের সামনে বড় একটা পাথর পড়ল। যাতে কোদাল মারলে ফিরে আসতে থাকে। তখন আমরা রাসূলকে বিষয়টি জানালে তিনি এসে 'বিসমিল্লাহ' বলে পাথরটিতে আঘাত করেন। তাতে তার একাংশ ভেঙ্গে পড়ল। তখন তিনি বলে ওঠেন- আল্লাহু আকবর, আমাকে সিরিয়ার চাবিসমূহ দান করা হয়েছে। আল্লাহ্র কসম! আমি এখন তাদের লাল প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি'। অতঃপর দ্বিতীয়বার আঘাত করেন এবং বলে ওঠেন আল্লাহু আকবর। আমাকে পারস্যের সাম্রাজ্য দান করা হয়েছে। আল্লাহ্র কসম! আমি এখন মাদায়েনের শ্বেত প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর তৃতীয়বার 'বিসমিল্লাহ' বলে আঘাত করলেন এবং পাথরটির বাকী অংশ ভেঙ্গে পড়ল। তখন তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবর! আমাকে ইয়ামন রাজ্যের চাবিসমূহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্র কসম! আমি এখান থেকে রাজধানী ছান'আর দরজা সমূহ প্রত্যক্ষ করছি'।[১১]

**৬. মুমিন ও মুনাফিকদের দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া :**

খন্দক যুদ্ধে বিশাল শত্রু সেনাদল দেখে মুনাফিক ও দুর্বল চেতা ভীরু মুসলমানরা বলে ওঠে, রাসূলের দেওয়া ওয়াদা প্রতারণা বৈ কিছু নয়- এমনকি খাযরাজ গোত্রের বনু সালামারও পদস্খলন ঘটতে যাচ্ছিল। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ إِلاَّ غُرُوْرًا- وَإِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيْدُوْنَ إِلاَّ فِرَاراً-

'এবং মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল, তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা বৈ কিছু নয়' *(আহযাব ৩৩/১২)*। 'তাদের আরেক দল বলল, হে ইয়াছরিব বাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চল। তাদের মধ্যে আরেক দল নবীর কাছে অব্যাহতি চেয়ে বলল, আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত। অথচ সেগুলি অরক্ষিত ছিল না। মূলতঃ পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য' *(আহযাব ৩৩/১৩)*।

অপর পক্ষে মুমিনগণ এটাকে পরীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। যেমন আল্লাহ্র ভাষায়-

إِذْ جَاؤُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللهِ الظُّنُوْنَا- هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْداً- ... وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْأَحْزَابَ قَالُوْا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيْمَاناً وَتَسْلِيْمًا-

'যখন তারা তোমাদের উপরে আপতিত হ'ল উচ্চভূমি থেকে ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন (ভয়ে) তোমাদের চক্ষু ছনাবড়া হয়ে গিয়েছিল ও প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল, আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানারূপ ধারণা করতে শুরু করেছিলে (১০)'। 'সে সময় মুমিনগণ পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে ভীত-কম্পিত হয়েছিল' (১১)। ...'অতঃপর যখন মুমিনরা শত্রু বাহিনীকে প্রত্যক্ষ করল, তখন তারা বলল, এতো সেটাই, যার ওয়াদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এমতাবস্থায় তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল' *(আহযাব ৩৩/১০-১১, ২২)*।

**৭. মুসলিম বাহিনীর প্রতীক চিহ্ন :** খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতীক চিহ্ন (شعار) ছিল, حم- لاَ يُنْصَرُوْنَ হা-মীম। তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না'।[১২] এতে প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধের পতাকা ছাড়াও প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা যায়। যাকে আজকাল 'ব্যাজ' (Badge) বলা হয়।

**৮. বর্শা ফেলে পালালেন কুরায়েশ সেনাপতি :** যুদ্ধ ছাড়াই অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে এক সময় আবু জাহল পুত্র ও কুরায়েশ বাহিনীর অন্যতম দুর্ধর্ষ সেনাপতি ইকরিমা বিন আবু জাহল দু'জন সাথীকে নিয়ে দুঃসাহসে ভর করে একস্থান দিয়ে খন্দক পার হ'লেন। অমনি হযরত আলীর প্রচণ্ড হামলায় তার একজন সাথী নিহত হ'ল। এমতাবস্থায় ইকরিমা তার অন্য সাথীসহ ভয়ে পালিয়ে আসেন এবং তিনি এতই ভীত হয়ে পড়েন যে, নিজের বর্শাটাও ফেলে আসেন।

**৯. ছালাত ক্বাযা হ'ল যখন :** খন্দক যুদ্ধের সময় শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে অব্যাহত নযরদারি ও মুকাবিলার কারণে কোন কোন দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। একবার আছর ও মাগরিবের

১০. *ইবনে হিশাম ২/২১৮।*
১১. *নাসাঈ হা/৩১৭৬, হাদীছ হাসান।*
১২. *আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, ছহীহুল জামে' হা/২৩০৮; মিশকাত হা/৩৯৪৮ 'জিহাদ' অধ্যায় ৪ অনুচ্ছেদ।*

ছালাত এবং একবার যোহর হ'তে এশা পর্যন্ত চার ওয়াক্ত ছালাত। এ সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মুশরিকদের বিরুদ্ধে বদদো'আ করে বলেন, مَلَأَ اللهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَـــارًا 'আল্লাহ ওদের ঘর-বাড়ি ও কবরগুলিকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করে দাও'।[১৩] উল্লেখ্য যে, তখন পর্যন্ত ছালাতুল খাওফ-এর বিধান নাযিল হয়নি। কেননা উক্ত বিধান নাযিল হয় ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলক্বা'দ মাসে হোদায়বিয়ার সফর কালে *(নিসা ৪/১০১-১০২)*।

**১০. আহত সা'দ বিন মু'আযের প্রার্থনা :**

উভয় পক্ষে তীর নিক্ষেপের এক পর্যায়ে আউস নেতা সা'দ ইবনু মু'আয তীর বিদ্ধ হন, যাতে তাঁর হাতের মূল শিরা কর্তিত হয়। যাতে প্রচুর রক্ত পাতের কারণে তিনি মৃত্যুর আশংকা করেন। তখন তিনি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করেন এই মর্মে যে, হে আল্লাহ! যদি কুরায়েশদের সঙ্গে যুদ্ধ এখনো বাকী আছে বলে তুমি জানো, তাহ'লে তুমি আমাকে সে পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখো, যাতে আমি তোমার জন্য তাদের সাথে জিহাদ করতে পারি। وأن كنت وضـــعت الحرب فافجرها واجعل موتي فيهـــا– 'আর যদি যুদ্ধ শেষ হয়ে থাকে, তাহ'লে এই যখম প্রবাহিত করে দাও এবং এতেই আমার মৃত্যু ঘটিয়ে দাও'। এরপর তার মিত্র গোত্র বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকদের প্রসঙ্গে দো'আর শেষাংশে তিনি বলেন, ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة– 'সেই পর্যন্ত আমার মৃত্যু দিয়ো না, যে পর্যন্ত না বনু কুরায়যার ব্যাপারে আমার চক্ষু পরিতৃপ্ত হয়'।

পরবর্তীতে তাঁরই সিদ্ধান্তক্রমে বনু কুরায়যার ৬০০/৭০০ সাবালক ও সক্ষম পুরুষ ইহুদীকে হত্যা করা হয়। মানছূরপুরী এদের সংখ্যা ৪০০ বলেছেন। যা তিনি জাবের (রাঃ)-এর সূত্রে তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে হিব্বানের বরাতে উল্লেখ করেছেন।[১৪]

**১১. ভীতু পুরুষ ও সাহসী মহিলা :**

খন্দকের যুদ্ধকালে মদীনার ফারে' (فـــارع) নামক দুর্গে রাসূলের সভাকবি ও খ্যাতনামা ছাহাবী হাসসান বিন ছাবেতের তত্ত্বাবধানে মুসলিম মহিলা ও শিশুগণ অবস্থান করছিলেন। একদিন সেখানে চুক্তি ভঙ্গকারী বনু কুরায়যার জনৈক ইহুদীকে ঘোরাফিরা করতে দেখে রাসূলের ফুফু ছাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্ত্বালিব রক্ষীপ্রধান ছাহাবী হাসসানকে বলেন, আমাদের তত্ত্বাবধানে এখানে যে কোন সেনাদল নেই, সেকথা এই গুপ্তচর গিয়ে এখুনি তার গোত্রকে জানিয়ে দেবে। এই সুযোগে তারা আমাদের উপরে হামলা করতে পারে। এ সময় রাসূলের পক্ষে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে কাউকে পাঠানোও সম্ভব নয়। অতএব আপনি এক্ষুনি গিয়ে ঐ গুপ্তচরটিকে শেষ করে আসুন। জবাবে হাসসান বলেন, والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هـــذا 'আল্লাহ্র কসম! আপনি তো জানেন যে, আমি একাজের লোক নই'। তার একথা শুনে কালবিলম্ব না করে হযরত ছাফিয়া কোমর বেঁধে নিয়ে তাঁবুর একটা খুঁটি হাতে নিয়ে বের হয়ে যান এবং ইহুদীটির কাছে গিয়ে ভীষণ জোরে আঘাত করে তাকে শেষ করে দেন এবং হাসসানকে এসে বলেন, আপনি গিয়ে তার অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামাদি খুলে নিয়ে আসুন। সে পুরুষ লোক বিধায় আমি তার গায়ে হাত দেইনি'। হাসসান বলেন, مـــا لي بـــسلبه حاجـــة 'তার সরঞ্জামের আমার কোন প্রয়োজন নেই'।[১৫] যাহাবী বলেন, রাবী ওরওয়অ বিন যুবায়ের (রাঃ) তাঁর দাদী ছাফিয়াহ্র সাক্ষাৎ পাননি'। তবে ঘটনাটি যে ছিল খুবই প্রসিদ্ধ এবং ছাফিয়াহ যে ছিলেন ইসলামের প্রথম মহিলা, যিনি একজন পুরুষকে হত্যা করেন, সেটা হাদীছের বর্ণনায় বুঝা যায়। উল্লেখ্য যে, ঐসময় তাসসানের বয়স ছিল ৭১ থেকে ৭৫-এর মধ্যে। সুহায়লী প্রমুখী জীবনীকারগণ উক্ত ঘটনায় হাসসানের ভূমিকা স্বীকার করেননি। তবে যুরক্বানী বলেন যে, ইবনু ইসহাকের উপরোক্ত বর্ণনা ছাড়াও অন্য বর্ণনা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে ও 'হাসান' সনদে বর্ণিত হয়েছে, যা অত্র সনদকে শক্তিশালী করে।[১৬]

এই বীরমাতা হ'লেন রাসূলের আপন ফুফু এবং যুবায়ের ইবনুল আওয়ামের মা ও মহাবীর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর দাদী। তিনি সাইয়িদুশ শুহাদা আল্লাহ্র সিংহ হযরত হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের আপন বোন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে মহিলাদের আত্মরক্ষার জন্য যেকোন প্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার রয়েছে। একইভাবে রয়েছে জাতীয় সম্মান রক্ষায় তাদের অবদানের সুযোগ। তবে এসব ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রথমে সুযোগ দিতে হবে।

**১২. যুদ্ধ হ'ল কুটকৌশলের নাম :**

বনু কুরায়যার চুক্তিভঙ্গে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রাসূলকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এলাহী ব্যবস্থা স্বরূপ আবির্ভূত হন শত্রুপক্ষের জনৈক ব্যক্তি বনু গাত্বফানের নু'আইম বিন মাসঊদ আশজাঈ। তিনি এসে ইসলাম কবুল করেন ও রাসূলের নিকটে যুদ্ধের জন্য নির্দেশ কামনা করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বনু কুরায়যা ও কুরায়েশ বাহিনীর মধ্যকার সহযোগিতা চুক্তি বিনষ্ট করার জন্য কৌশলের আশ্রয় নেবার নির্দেশ দিয়ে

১৩. *বুখারী হা/৪১১১, ৪১১২; মিশকাত হা/৬৩৩।*
১৪. *তিরমিযী হা/১৫৮২; আহমাদ হা/১৪৮১৫।*
১৫. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/২২৮; হাকেম ৪/৫১ সনদ মুরসাল।*
১৬. *দ্রঃ ইবনু হিশাম, টীকা ২/২২৮ পৃঃ।*

বলেন, خذل عنا ما استطعت فـــان الْحَرْبَ خُدْعَةٌ 'তুমি তোমার সাধ্যমত আমাদের পক্ষে তাদের মনোবল বিনষ্ট করে দাও। কেননা যুদ্ধ হ'ল কৌশলের নাম'।

**১৩. সংকটকালের প্রার্থনা :**

নু'আইম ইবনে মাসঊদের সুন্দর কূটনীতির ফলে বনু কুরায়যা ও কুরায়েশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভেদ ও ভাঙ্গন সৃষ্টি হয় এবং উভয় দলের সাহস ও মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। এ সময় মুসলমানগণ আল্লাহ্র নিকটে আকুলভাবে নিম্নোক্ত প্রার্থনা করেন, اللهم استُرْ عَوْراتنا وآمِنْ رَوْعاتنـــا– 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখো এবং আমাদের ভীতিসমূহ দূরীভূত কর'। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্মিলিত শত্রু সেনাদলের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত প্রার্থনা করেন, اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُـــمَّ اهْـــزِمْهُمْ وَزَلْـــزِلْهُمْ 'হে আল্লাহ! হে কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, সম্মিলিত সেনাদলকে পরাভূত কর। হে আল্লাহ, তুমি তাদের পরাজিত কর ও ভীত-কম্পিত কর'।[১৭]

**১৪. আল্লাহ্র অদৃশ্য বাহিনী প্রেরণ :**

নবী ও মুমিনদের দো'আ আল্লাহ কবুল করেন এবং কাফেরদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করেন ও মনোবল ভেঙ্গে দেন। অতঃপর তাদের উপরে উত্তপ্ত বায়ুর ঝাঞ্ঝাবাত প্রেরণ করেন। যা তাদেরকে ময়দান থেকে উৎখাত করে দেয়। সেই সাথে ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করেন, যারা তাদেরকে কম্পবান করে ফেলে ও তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করে। যেমন আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُوْداً لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا–

'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের উপরে আপতিত হয়েছিল। অতঃপর আমরা তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করি, যাদেরকে তোমরা দেখোনি। আল্লাহ তোমাদের সব কাজকর্ম দেখে থাকেন' *(আহযাব ৩৩/৯)*।

**১৫. যুগান্তকারী যুদ্ধ :**

খন্দক যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি তেমন না হ'লেও এটি ছিল একটি যুগান্তকারী যুদ্ধ। কেননা আরবদের সম্মিলিত বাহিনীর এই ন্যাক্কারজনক পরাজয় ছিল মদীনার মুসলিম শক্তিকে সমগ্র আরবে এক অনন্য ও অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দানের শামিল। এতবড় বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করা আরবদের পক্ষে আর কখনো সম্ভব হয়নি। সেদিকে ইঙ্গিত করেই শত্রুদের উৎখাতের পর রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, الْـــآنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَنَا نَحْنُ نَسِيْرُ إِلَيْهِمْ 'এখন থেকে আমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। আমরাই ওদের দিকে সৈন্য পরিচালনা করব'।[১৮]

**১৬. আবু লুবাবাহ্র তওবা :**

অবরুদ্ধ বনু কুরায়যা গোত্র আত্মসমর্পণের পূর্বে পরামর্শের উদ্দেশ্যে ছাহাবী আবু লুবাবাহকে তাদের নিকটে প্রেরণের জন্য রাসূলের নিকটে প্রস্তাব পাঠালো। কেননা আবু লুবাবার বাগ-বাগিচা, সন্তান-সন্ততি এবং গোত্রীয় লোকেরা ঐ অঞ্চলের বাশিন্দা হওয়ায় তাঁর সাথে তারা মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিল। অতঃপর আবু লুবাবাহ সেখানে উপস্থিত হ'লে পুরুষেরা ব্যাকুল হয়ে ছুটে এল। নারী ও শিশুরা করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করতে লাগল। এতে তার মধ্যে ভাবাবেগের সৃষ্টি হ'ল। অতঃপর ইহুদীরা বলল, হে আবু লুবাবাহ! আপনি কি যুক্তিযুক্ত মনে করছেন যে, বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আমরা মুহাম্মাদের নিকটে অস্ত্র সমর্পণ করি'। আবু লুবাবাহ বললেন, হ্যাঁ। বলেই তিনি নিজের কণ্ঠনালীর দিকে ইঙ্গিত করলেন। যার অর্থ ছিল 'হত্যা'। কিন্তু এতে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, একাজটি খেয়ানত হ'ল। তিনি ফিরে এসে রাসূলের কাছে না গিয়ে সরাসরি মসজিদে নববীতে গিয়ে খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে ফেলেন ও শপথ করেন যে, রাসূল (ছাঃ) নিজ হাতে তার বন্ধন না খোলা পর্যন্ত নিজেকে মুক্ত করবেন না এবং আগামীতে কখনো বনু কুরায়যার মাটিতে পা দেবেন না'। ওদিকে তার বিলম্বের কারণ সন্ধান করে রাসূল (ছাঃ) যখন প্রকৃত বিষয় জানতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, যদি সে আমার কাছে আসত, তাহ'লে আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। কিন্তু যেহেতু সে নিজেই একাজ করে বসেছে, সেহেতু আল্লাহ তার তওবা কবুল না করা পর্যন্ত আমি তাকে বন্ধনমুক্ত করতে পারব না'।

আবু লুবাবাহ এভাবে ছয় রাত্রি পর্যন্ত খুঁটির সাথে বাঁধা থাকেন। ছালাতের সময় তার স্ত্রী এসে বাঁধন খুলে দিতেন। পরে আবার নিজেকে বেঁধে নিতেন। এই সময় একদিন প্রত্যুষে তার তওবা কবুল হওয়া সম্পর্কে রাসূলের উপরে অহী নাযিল হয়। তিনি তখন উম্মে সালামাহ্র ঘরে অবস্থান করছিলেন। আবু লুবাবাহ বলেন, এ সময় উম্মে সালামা

১৭. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২৬।*

১৮. *বুখারী, মিশকাত হা/৫৮৭৯।*

নিজ কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, يَا اَبَا لُبَابَةَ! اَبْشِرْ فَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَيْكَ– 'হে আবু লুবাবাহ সুসংবাদ গ্রহণ করো! আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করেছেন'। একথা শুনে ছাহাবীগণ ছুটে এসে আমার বাঁধন খুলতে চাইল। কিন্তু আমি অস্বীকার করি। পরে ফজর ছালাতের জন্য বের হয়ে রাসূল (ছাঃ) এসে আমার বাঁধন খুলে দেন।[১৯]

**১৭. ইহুদীপুত্র ছাহাবী হ'লেন যারা :**

হযরত ছাবেত বিন ক্বায়েস-এর সুফারিশে আব্দুর রহমান বিন যুবায়ের এবং উম্মুল মুনযির সালমা বিন ক্বায়েস-এর সুফারিশে রিফা'আহ বিন সামওয়াল নামক দু'জন ইহুদীপুত্র হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যান ও তারা ইসলাম কবুল করে ছাহাবী হন।

**১৮. শাস্তি থেকে বাঁচলো যারা :**

বনু কুরায়যার আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের পূর্বেই তাদের কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম কবুল করেছিল। কেউ কেউ দুর্গ থেকে বেরিয়েও এসেছিল। তাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকে। এতদ্ব্যতীত 'আতিয়া কুরাযীর নাভির নিম্নদেশের লোম না গজানোর কারণে তিনি বেঁচে যান ও পরে ছাহাবী হবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

**১৯. ইহুদী মহিলার হাতে শহীদ হ'লেন যিনি :**

অবরোধকালে বনু কুরায়যার জনৈকা মহিলা যাঁতার পাট নিক্ষেপ করে ছাহাবী খাল্লাদ বিন সুওয়াইদকে (خلاد بن سويد) হত্যা করে। এর বিনিময়ে পরে উক্ত মহিলাকে হত্যা করা হয়। উল্লেখ্য যে, খাল্লাদ ছিলেন এই যুদ্ধে একমাত্র শহীদ।

**২০. ইহুদী মহিলা রাসূলের স্ত্রী হ'লেন :**

বনু কুরায়যার মহিলাদের মধ্য হ'তে রায়হানা বিনতে আমর ইবনে খানাক্বাহকে (ريحانة بنت عمرو بن خناقة) রাসূল (ছাঃ) নিজের জন্য মনোনীত করেন। কালবীর বর্ণনা মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে তাকে মুক্তি দিয়ে রাসূল (ছাঃ) তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বিদায় হজ্জ পালন শেষে রাসূল (ছাঃ) যখন মদীনায় ফিরে আসেন, তখন তাঁর মৃত্যু হয় এবং রাসূল (ছাঃ) তাকে বাকী' গোরস্থানে দাফন করেন।[২০]

**২১. 'তোমরা তোমাদের (অসুস্থ) নেতাকে এগিয়ে আনো' (قوموا إلى سيدكم) :**

বন্দী বনু কুরায়যা ইহুদীদের মিত্র আউস গোত্রের নেতারা রাসূলের নিকটে বারবার অনুরোধ করতে লাগল যেন তাদের প্রতি বনু কায়নুকার ইহুদীদের ন্যায় আচরণ করা হয়। অর্থাৎ সবকিছু নিয়ে মদীনা থেকে জীবিত বের করে দেওয়া হয়। বনু কায়নুকা ছিল খাযরাজ গোত্রের মিত্র। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমাদেরই এক ব্যক্তি এ বিষয়ে ফায়ছালা করুন। তারা রাযী হ'ল। তখন তিনি আউস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মু'আযের উপরে এর দায়িত্ব দিলে তারা খুব খুশী হ'ল। অতঃপর সা'দ বিন মু'আযকে মদীনা থেকে গাধার পিঠে বসিয়ে সেখানে আনা হ'ল। তিনি খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। সেকারণ তিনি বনু কুরায়যার যুদ্ধে আসতে পারেননি। সা'দ কাছে এসে পৌঁছলে রাসূল (ছাঃ) সবাইকে বললেন, قوموا إلى سيدكم 'তোমাদের (অসুস্থ) নেতাকে এগিয়ে আনো'। অতঃপর তাঁকে গাধার পিঠ থেকে নামিয়ে আনা হ'ল। যখন তাকে গাধার পিঠ থেকে নামিয়ে আনা হ'ল তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, হে সা'দ! إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِكَ 'ঐসব লোকেরা তোমার ফায়ছালার উপরে নিজেদেরকে সমর্পণ করেছে'।[২১] সা'দ বললেন, وحكمى نافذ عليهم؟ 'আমার ফায়ছালা কি তাদের উপরে প্রযোজ্য হবে? রাসূল বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি ফায়ছালা দেন এই মর্মে যে, এদের পুরুষদের হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদের বন্দী করা হবে এবং মাল-সম্পদ সব বন্টিত হবে'।[২২] এ ফায়ছালা শুনে রাসূল (ছাঃ) বলে ওঠেন, لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ 'তুমি সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ্র ফায়ছালা অনুযায়ী ফায়ছালা করেছ'।[২৩] এই ফায়ছালা যে কত বাস্তব সম্মত ছিল, তা পরে প্রমাণিত হয়। মদীনা থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা গোপনে তাদের দুর্গে ১৫০০ তরবারি, ২০০০ বর্শা, ৩০০ বর্ম, ৫০০ ঢাল মওজুদ করেছিল। যার সবটাই মুসলমানদের হস্তগত হয়।

অতঃপর উক্ত বিষয়ে সূরা আনফালের ৫৫-৫৭ এবং সূরা আহযাবের ২৬ ও ২৭ আয়াত নাযিল হয়। দুর্ভাগ্য একদল বিদ'আতী লোক قوموا إلى سيدكم বাক্যটিকে মীলাদের মজলিসে রাসূলের রূহের আগমন কল্পনা করে তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে ক্বিয়াম করার পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকে।

১৯. *আল-বিদায়াহ ৪/১১৯ সনদ মুরসাল।*
২০. *আল-বিদায়াহ ৪/১২৬ সনদ মুরসাল।*
২১. *বুখারী হা/৩৫২০।*
২২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৬৩, ৪৬৯৫।*
২৩. *হাকেম, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৪৫।*

**২২. যাঁর মৃত্যুতে আরশ কেঁপে ওঠে :**

বনু কুরায়যার ব্যাপারে ফায়ছালা শেষে আহত নেতা সা'দ বিন মু'আযের যখম বিদীর্ণ হয়ে যায়। তখন তিনি মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য মসজিদেই চিকিৎসা শিবির স্থাপন করেন। অতঃপর ক্ষত স্থান দিয়ে রক্তস্রোত প্রবাহিত হওয়া অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং এভাবে খন্দক যুদ্ধকালে করা তাঁর পূর্বেকার শাহাদাত নছীব হওয়ার দো'আ কবুল হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اهتز عرش الرحمن لموت سعد 'সা'দের মৃত্যুতে আল্লাহ্র আরশ কেঁপে ওঠে'।[২৪] ফেরেশতাগণ তার লাশ উত্তোলন করে কবরে নিয়ে যান।[২৫]

**২৩. খন্দক যুদ্ধের বিষয়ে কুরআন :**

খন্দকের যুদ্ধ ও বনু কুরায়যার যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সূরা আহযাবে অনেকগুলি আয়াত নাযিল করেছেন। যাতে এই দুই যুদ্ধের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

## বানুল মুছত্বালিক্ব অথবা মুরাইসী' যুদ্ধ

## (غزوة بني المصطلق أو المريسيع)

সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে। কারণ ছিল এই যে, এ মর্মে মদীনায় খবর পৌঁছে যে, বানুল মুছত্বালিক্ব গোত্রের সর্দার হারেছ বিন আবু যাররাব (حارث بن أبي ضراب) রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নিজ গোত্র এবং সমমনা অন্যান্য আরব বেদুঈনদের সাথে নিয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেছেন। বুরাইদা আসলামীকে পাঠিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) উক্ত খবরের সত্যতা যাচাই করলেন। তিনি সরাসরি গোত্র নেতা হারেছ-এর সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়ে রাসূলকে উক্ত বিষয়ে অবহিত করেন। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ৩রা শা'বান তারিখে মদীনা হ'তে সসৈন্যে রওয়ানা হন। সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি। তবে ওহোদ যুদ্ধ থেকে পিছু হটার পর এ যুদ্ধেই প্রথম মুনাফিকদের একটি দল রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করে। ইতিপূর্বে তারা কোন যুদ্ধে গমন করেনি। এ সময় মদীনার দায়িত্ব যায়েদ বিন হারেছাহ অথবা আবু যার গেফারী অথবা নামীলাহ বিন আব্দুল্লাহ লায়ছীর উপরে অর্পণ করা হয়।

যাত্রা পথে গোত্র নেতা হারেছ প্রেরিত একজন গুপ্তচর আটক হয় ও নিহত হয়। এ খবর জানতে পেরে হারেছ বাহিনীতে আতংক ছড়িয়ে পড়ে এবং তার সঙ্গে থাকা আরব বেদুঈনরা সব পালিয়ে যায়। ফলে বানুল মুছত্বালিকের সাথে ক্বাদীদ (قديد)-এর সন্নিকটে সাগর তীরবর্তী মুরাইসী' নামক ঝর্ণার পার্শ্বে মুকাবিলা হয় এবং তাতে সহজ বিজয় অর্জিত হয়। মুশরিক পক্ষে ১০ জন নিহত ও ১৯ জন আহত হয় এবং মুসলিম পক্ষে একজন শহীদ হন। জনৈক আনছার ছাহাবী তাকে শত্রুসৈন্য ভেবে ভুলক্রমে হত্যা করেন।

উক্ত যুদ্ধ সম্পর্কে জীবনীকারগণের বক্তব্য উক্ত রূপ। তবে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন যে, উক্ত বর্ণনা ভ্রমাত্মক মাত্র (وهم)। কেননা প্রকৃত প্রস্তাবে বানুল মুছত্বালিকের সাথে মুসলিম বাহিনীর কোনরূপ যুদ্ধই হয়নি। বরং মুসলিম বাহিনী তাদের উপরে আকস্মিক হামলা চালালে তারা সব পালিয়ে যায় ও তাদের নারী-শিশুসহ বহু লোক বন্দী হয়।[২৬] বন্দীদের মধ্যে গোত্রনেতা হারেছ বিন যাররাবের কন্যা জুওয়াইরিয়া (جويرية) ছিলেন। যিনি ছাবেত বিন ক্বায়েস-এর ভাগে পড়েন। ছাবেত তাকে 'মুকাতিব' হিসাবে চুক্তিবদ্ধ করেন। মুকাতিব ঐ দাস বা দাসীকে বলা হ'ত, যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ স্বীয় মনিবকে দেয়ার শর্তে চুক্তি সম্পাদন করে এবং উক্ত অর্থ পরিশোধ করার পর সে স্বাধীন হয়ে যায়। নবী করীম (ছাঃ) তার পক্ষ থেকে চুক্তি পরিমাণ অর্থ প্রদান পূর্বক তাকে মুক্ত করেন এবং তাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেন। এই বিবাহের ফলশ্রুতিতে মুসলমানগণ বনু মুছত্বালিক গোত্রের বন্দী একশত পরিবারের সবাইকে মুক্ত করে দেন এবং তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। এর ফলে তারা সবাই 'রাসূলের শ্বশুর গোত্রের লোক' (أصهار رسول الله) বলে পরিচিতি পায়।[২৭] বনু মুছত্বালিক যুদ্ধের এটাই হ'ল সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

**মুনাফিকদের অপতৎপরতা**

বানুল মুছত্বালিক যুদ্ধেই প্রথম মুনাফিকদের একটি দলকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। বদর, ওহোদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধের পরে এবং সর্বোপরি মুনাফিকদের সবচেয়ে বড় সহযোগী ইহুদী গোত্রগুলিকে মদীনা থেকে বিতাড়নের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হয়ত ভেবেছিলেন যে, মুনাফিকদের স্বভাবে এখন পরিবর্তন আসবে। কিন্তু কারু অন্তরে একবার কপট বিশ্বাস দানা বাঁধলে তা থেকে নিস্তার পাওয়া যে নিতান্তই অবাস্তব ব্যাপার, মুনাফিকদের আচরণ দ্বারা আবারো তা প্রমাণিত হয়ে গেল। বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে এসে মুনাফিকদের আচরণে কোন পরিবর্তন তো দেখাই যায়নি, বরং তা আরও নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়। নিম্নে আমরা

২৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৯৮।*
২৫. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৬২২৮।*
২৬. *বুখারী হা/২৫৪১; ফৎহুলবারী ৭/৩৪১-৪৩১।*
২৭. *আবুদাঊদ হা/৩৯৩১, সনদ হাসান।*

তাদের পূর্বেকার আচরণ ও পরের আচরণ একই সাথে বর্ণনা করব।

## পূর্বেকার আচরণ

কতগুলি ঘটনার সাহায্যে তুলে ধরাই উত্তম হবে। যেমন-

(১) আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র মিলিতভাবে তাদের নেতা হিসাবে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে বরণ করে নেবার জন্য যখন মণিমুক্তাখচিত মুকুট তৈরী করছিল, সে সময় হিজরত সংঘটিত হওয়ার ফলে সকলে আব্দুল্লাহকে ছেড়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নেতৃত্বে বরণ করে নেয়। এতে রাসূলকেই সে তার নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী করে। ফলে শুরু থেকেই সে রাসূলের বিরুদ্ধে তার দলবল নিয়ে চক্রান্ত শুরু করে। যেমন একদিন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খাযরাজ গোত্রের অসুস্থ নেতা সা'দ বিন ওবাদাহকে দেখার জন্য গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলেন। তখন পথিপার্শ্বে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বসা আব্দুল্লাহ বিন উবাই নাকে কাপড় চাপা দিয়ে রাসূলকে তাচ্ছিল্য করে বলে ওঠে, لا تغبروا علينا 'আমাদের উপরে ধূলোবালি উড়িয়ো না'।[২৮]

(২) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন মজলিসে লোকদের কুরআন শুনাতেন, তখন সেখানে সে উপস্থিত হয়ে বলত, اجلس في بيتك ولا تغشنا في مجلسنا– 'তোমার বাড়ীতে তুমি বসো। আমাদের মজলিসে ঢুকো না'। এগুলি ছিল তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার আচরণ। অতঃপর ২য় হিজরীর ১৭ রামাযান শুক্রবার বদরযুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অকল্পনীয় বিজয় লাভে সে ভীত হয়ে পড়ে এবং দলবল সহ দ্রুত এসে রাসূলের নিকটে ইসলাম কবুল করে। কিন্তু এটা ছিল বাহ্যিক, তার মনের ব্যাধি আগের মতই অক্ষুণ্ন ছিল। তবে তার প্রকাশভঙ্গীতে কিছুটা পরিবর্তন আসলো। যেমন-

(৩) জুম'আর দিন খুৎবা দানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে দণ্ডায়মান হওয়ার পূর্বেই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই অযাচিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বলত, هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله وأعزكم به، فانصروه وعزروه، واسمعوا له وأطيعوا، 'ইনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তোমাদের মাঝে উপস্থিত। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন ও গৌরবান্বিত করেছেন। অতএব তোমরা তাঁকে সাহায্য করবে ও তাঁকে শক্তিশালী করবে। তোমরা তাঁর কথা শুনবে ও তাঁকে মেনে চলবে'। বলেই সে বসে পড়ত। তারপর রাসূল (ছাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন।

(৪) ৩য় হিজরীর ৭ই শাওয়াল শনিবার ওহোদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐদিন ফজরের সময় পথিমধ্যে শাওত্ব (الشوط) নামক স্থান হ'তে যুদ্ধের ময়দানে রওয়ানাকালে সে তার ৩০০ সৈন্য নিয়ে পিছে হটে যায়। সে ভেবেছিল বাকীরাও তার পথ ধরবে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যুদস্ত হবেন। কিন্তু তা হয়নি। বরং কুরায়েশরা কেবল সাময়িক বিজয়ের সান্ত্বনা নিয়ে ফিরে যায় শূন্য হাতে। তাতে রাসূল (ছাঃ) ও মুসলিম বাহিনীর মনোবলে সামান্যতম চিড় ধরেনি। বরং যুদ্ধের পরের দিনই তারা কুরায়েশ বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়ে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত ধাওয়া করেন। খবর পেয়ে আবু সুফিয়ান ভয়ে তার বাহিনী নিয়ে দ্রুত মক্কা অভিমুখে পালিয়ে যায়। এসব দেখে শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই আবারো ভীত হয়ে পড়ে। ফলে পরবর্তী জুম'আর দিন সে পূর্বের ন্যায় উঠে দাঁড়িয়ে রাসূলের প্রশংসাসহ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আহ্বান জানায়। কিন্তু এবার মুছল্লীগণ তাকে আর ছাড় দিল না। মসজিদের সকল প্রান্ত হ'তে আওয়ায উঠল اجلس أي عدو الله، لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت، 'বস হে আল্লাহ্র দুশমন! তুমি একাজের যোগ্য নও। তুমি যা করেছ তাতো করেছই'। লোকদের বিক্ষোভের মুখে সে বকবক করতে করতে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় বলতে থাকল, আমি যেন এখানে কোন অপরাধী এসেছি। আমি তাঁরই সমর্থনে বলার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম'। তখন বাইরে দাঁড়ানো জনৈক আনছার তাকে বললেন, তোমার ধ্বংস হৌক! ফিরে চল। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। মুনাফিক নেতা বলল, والله ما أبتغي أن يستغفر لي 'আল্লাহ্র কসম! আমি চাই না যে তিনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন'। এ প্রসঙ্গে সূরা মুনাফিকূন ৫-৬ আয়াত নাযিল হয়। (وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ ...)

(৫) বনু নাযীর ইহুদী গোত্রকে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ উস্কে দিয়ে বলেছিল, তোমরা রাসূলের কথামত মদীনা থেকে বের হয়ে যেয়ো না। বরং রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। আমার দু'হাযার সৈন্য রয়েছে, যারা তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করবে। এছাড়াও বনু কুরায়যা ও বনু গাত্বফানের লোকেরা সাহায্য করবে। আল্লাহ্র ভাষায়,

২৮. *বুখারী হা/৬২০৭।*

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلاَ نُطِيْعُ فِيْكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ-

'আপনি মুনাফিকদের দেখেননি যারা তাদের কিতাবধারী কাফের ভাইদের বলে, তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরাও তোমাদের সাথে অবশ্যই বের হবো এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনোই কারু কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব'। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী' *(হাশর ৫৯/১১)*।

মুনাফিকদের উস্কানিতে বনু নাযীর সহজভাবে বেরিয়ে না গিয়ে যুদ্ধের ঘোষণা দিল। ফলে তারা মুসলিম বাহিনীর অবরোধের মুখে পড়ে অবশেষে ৪র্থ হিজরী রবীউল আউয়াল মাসে চিরদিনের মত মদীনা থেকে নির্বাসিত হ'ল। অথচ মুনাফিকরা কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে যায়নি। এ প্রসঙ্গে সূরা হাশর ১৬-১৭ আয়াত নাযিল হয়। (كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ ...)

(৬) ৫ম হিজরীর শাওয়াল ও যুলক্বা'দাহ মাসে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধের সময় মুনাফিকেরা নানাবিধ কথা বলে সাধারণ মুসলমানদের মন ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করে। এমনকি খাযরাজ গোত্রের বনু সালমা গোত্রের লোকদের মন ভেঙ্গে যায় ও তারা ফিরে যাবার চিন্তা করতে থাকে। তারা এতদূর পর্যন্ত বলে ফেলে যে, রাসূল আমাদেরকে যেসব ওয়াদা দিয়েছেন, সবই প্রতারণা বৈ কিছু নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সূরা আহযাব ১২ হ'তে ২০ আয়াত পর্যন্ত নাযিল করে মুনাফিকদের মুখোশ খুলে দেন। (وَإِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ إِلَّا غُرُوْرًا...)

(৭) ৫ম হিজরীতে যখন যয়নব বিনতে জাহশের সঙ্গে রাসূলের বিবাহ হয়, তখন উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ রাসূলের চরিত্র হননের চেষ্টা করে। এমনকি তারা এমন নোংরা কথাও রটিয়ে দেয় যে, 'যয়নবকে হঠাৎ দেখা মাত্র মুহাম্মাদ তার সৌন্দর্যে এমন মুগ্ধ হয় যে, সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মন দেয়া-নেয়া হয়ে গেল। পোষ্য পুত্র যায়েদ একথা জানতে পেরে সাথে সাথে স্ত্রী যয়নবকে তালাক দিয়ে দিল এবং মুহাম্মাদ যয়নবকে বিয়ে করে নিল'।

যায়েদ ছিল নবুঅতের পূর্বকাল থেকেই রাসূলের পোষ্যপুত্র। জাহেলী যুগে পোষ্যপুত্রের স্ত্রী নিজ পুত্রের স্ত্রীর ন্যায় হারাম গণ্য হ'ত। এই অযৌক্তিক কুপ্রথা ভাঙ্গার জন্যই আল্লাহ্র হুকুমে এই বিবাহ হয় *(আহযাব ৩৩/৩৭)*। কিন্তু মুনাফিকেরা উল্টা ব্যাখ্যা দিয়ে কুৎসা রটাতে থাকে। তাদের এই কুৎসা রটনা সাধারণ মুসলমানদের প্রভাবিত করে। যা আজও কিছু মুনাফিক কবি-সাহিত্যিক ও রাজনীতিকদের উপজীব্য হয়ে রয়েছে। যয়নবকে বিয়ে করার এই ঘটনার মধ্যে ইহুদী-নাছারাদেরও প্রতিবাদ ছিল। যারা নবী ওযায়ের ও ঈসাকে 'আল্লাহ্র পুত্র' মনে করত *(তওবাহ ৯/৩০)*। অথচ সৃষ্টি কখনো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পুত্র হ'তে পারে না। যেমন অপরের ঔরসজাত সন্তান কখনো কারু নিজ সন্তান হ'তে পারে না। তৃতীয়তঃ ইসলামে চারটির অধিক স্ত্রী একত্রে রাখা নিষিদ্ধ। আর যয়নব ছিলেন রাসূলের পঞ্চম স্ত্রী। অথচ এটি যে ছিল রাসূলের জন্য বিশেষ কারণে বিশেষ অনুমতি *(আহযাব ৩৩/৫০)* সেকথা তারা পরোয়া করত না। ফলে এটিও ছিল তাদের অপপ্রচারের অন্যতম সুযোগ। এসবই হচ্ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নেতৃত্বে।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি ছিল বানুল মুছত্বালিক যুদ্ধের পূর্বেকার। এক্ষণে আমরা দেখব প্রথম বারের মত বানুল মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে যাবার অনুমতি পেয়ে এই মুনাফিকেরা সেখানে গিয়ে কি ধরনের অপতৎপরতা চালিয়েছিল।

*(ক্রমশঃ)*

# জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত

*মুযাফফর বিন মুহসিন*

(৭ম কিস্তি)

## ছালাতের ফযীলত

**ছালাতের ফযীলত সংক্রান্ত উদ্ভট ও মিথ্যা কাহিনী সমূহ :**

জনগণকে ছালাতের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য 'ফাযায়েলে আমলের' মধ্যে এমন কিছু তথ্য ও কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, আজগুবি ও অবাস্তব। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

(১) জামা'আতের সাথে এক ওয়াক্ত ছালাতের নেকী তিন কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাযার চারশ' বত্রিশ গুণ।[২৯]

**পর্যালোচনা :** হাদীছে বলা হয়েছে যে, জামা'আতে ছালাত আদায় করলে একাকী পড়ার চেয়ে ২৫ গুণ বা ২৭ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যাবে।[৩০] অন্য হাদীছে রয়েছে, পঁচিশটি ছালাতের নেকী হবে।[৩১] উক্ত দুই হাদীছের ফযীলতের উদ্ভট ব্যাখ্যা দিয়ে কোটি কোটি বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

(২) সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব (রহঃ) পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এশা ও ফজরের ছালাত একই ওযূ দ্বারা পড়েছেন।[৩২]

(৩) চল্লিশ জন তাবেঈ সম্পর্কে অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা এশা ও ফজর একই ওযূতে পড়তেন।[৩৩]

(৪) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ত্রিশ বছর কিংবা চল্লিশ বছর কিংবা পঞ্চাশ বছর এশা ও ফজর ছালাত একই ওযূতে পড়েছেন।[৩৪] তাঁর সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে, ওযূর পানি ঝরার সময় তিনি বুঝতে পারতেন এর সাথে কোন্ পাপ ঝরে যাচ্ছে।[৩৫]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষের আল-আক্বাঈদ বইয়ে আবু হানীফা (রহঃ)-এর গুণাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তিনি একাধারে ৩০ বছর রোযা রেখেছেন এবং ৪০ বছর যাবত রাতে ঘুমাননি। ইবাদত বন্দিগীতে রজনী কাটায়ে গিয়েছেন। প্রতি রামাযানে ৬১ বার কুরআন মাজীদ খতম করতেন। অনেক সময় এক রাক'য়াতেই কুরআন মাজীদ এক খতম দিতেন। তিনি ৫৫ বার হজ্জ করেছেন। জীবনের শেষ হজ্জের সময় কা'বা শরীফে দু'রাক'য়াত নামায এভাবে পড়েন যে, প্রথম রাক'য়াতে এক পা ওঠায়ে প্রথম অর্ধাংশ কুরআন মাজীদ পাঠ করেন। তারপর দ্বিতীয় রাক'য়াতে অপর পা ওঠায়ে বাকি অর্ধাংশ কুরআন মাজীদ পাঠ করেন। যে স্থানে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে, সেখানে এক হাজার বার কুরআন মাজীদ খতম করেছেন। তিনি ৯৯ বার আল্লাহ তা'য়ালাকে স্বপ্নে দেখেছেন'।[৩৬]

(৫) ইমাম শাফেঈ (রহঃ) রামাযান মাসে ছালাতের মধ্যে পবিত্র কুরআন ৬০ বার খতম করতেন।[৩৭]

(৬) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) দৈনিক ৩০০ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। ৮০ বছর বয়সে তিনি দৈনিক ১৫০ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন।[৩৮]

(৭) সাঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) এক রাক'আতে পুরা কুরআন খতম করতেন।[৩৯]

(৮) আবু আত্তার সুলামী (রহঃ) চল্লিশ বছর পর্যন্ত সারা রাত ক্রন্দন করে কাটাতেন এবং দিনে সর্বদা ছিয়াম পালন করতেন।[৪০]

(৯) বাকী ইবনু মুখাল্লাদ (রহঃ) দৈনিক তাহাজ্জুদ ও বিতর ছালাতের তের রাক'আতে কুরআন খতম করতেন।[৪১]

(১০) মুহাম্মাদ ইবনু সালামা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর ছাত্র ছিলেন । তিনি ১০৩ বছর বয়সে মারা যান। ঐ বয়সে তিনি প্রতিদিন ২০০ রাক'আত করে ছালাত আদায় করতেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর তার একটানা তাকবীরে তাহরীমা ছুটেনি। মায়ের মৃত্যুর কারণে মাত্র একবার ছুটে গিয়েছিল। জামা'আতে না পড়ার জন্য তিনি ঐ ছালাত ২৫ বার পড়েন।[৪২]

(১১) ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) সারা রাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকতেন। এমনকি খেলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর তার ফরয গোসলের প্রয়োজন হয়নি।[৪৩]

(১২) জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তির পায়ে ফোঁড়া হয়েছিল। ডাক্তারগণ পরামর্শ দিলেন, পা না কাটা হলে জীবনের হুমকি রয়েছে। তখন তার মা বললেন, যখন ছালাতে দাঁড়াবে তখন কেটে নিতে হবে। অতঃপর তিনি যখন ছালাতে দাঁড়ালেন তখন তারা তার পা কেটে ফেললে তিনি মোটেও টের পেলেন না।[৪৪]

উল্লেখ্য যে, আলী (রাঃ) সম্পর্কে এধরনের একটি কাহিনী প্রচার করা হয় যে, যুদ্ধে তার পায়ে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। সেই তীর বের করা যাচ্ছিল না। অবশেষে তিনি ছালাতে দাঁড়ালে তার পা থেকে তীর বের করা হল অথচ তিনি টের পেলেন না। এই কাহিনীও মিথ্যা।

**পর্যালোচনা :** সুধী পাঠক! উক্ত কাহিনীগুলো মুসলিম বিশ্বের বরণীয় মনীষীদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্ন হল,

২৯. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১২৫; (উর্দূ), ফাযায়েলে নামায অংশ, পৃঃ ৪৫।
৩০. ছহীহ বুখারী হা/৪৭৭, 'ছালাত' অধ্যায়, 'বাজারের মসজিদে ছালাত' অনুচ্ছে এবং হা/৬৪৫, 'আযান, অধ্যায়, 'জামা'আতে ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১০৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৮৫, ৩/৪৪ পৃঃ।
৩১. আবুদাঊদ হা/৫৬০।
৩২. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬০; (উর্দূ), পৃঃ ৬৮।
৩৩. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬০, (উর্দূ), পৃঃ ৬৮।
৩৪. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬০, (উর্দূ), পৃঃ ৬৮।
৩৫. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ৭৮।
৩৬. রচনা ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহাম্মদ আবু ইউসুফ খান, আল-আকাইদ আল-ইসলামিয়্যাহ (ঢাকা : আল-বারাকা লাইব্রেরী, ৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০), পৃঃ ৪৫।
৩৭. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬১, (উর্দূ), পৃঃ ৬৮।
৩৮. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬১, ১৫৮, (উর্দূ), পৃঃ ৬৬ ও ৬৮।
৩৯. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫৮, (উর্দূ), পৃঃ ৬৬।
৪০. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬১, (উর্দূ), পৃঃ ৬৮।
৪১. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬০, (উর্দূ), পৃঃ ৬৭।
৪২. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১২৫-১২৬, (উর্দূ), পৃঃ ৪৬।
৪৩. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫৭, (উর্দূ), পৃঃ ৬৫-৬৬।
৪৪. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫৬, (উর্দূ), পৃঃ ৬৫।

তারা কি আদৌ এভাবে তাদের ইবাদতী জীবন অতিবাহিত করেছেন? তাদের দ্বারা কি এধরনের বাড়াবাড়ি সম্ভব? যেমন- **(ক)** দীর্ঘ ৪০/৫০ বছর যাবৎ এশার ছালাতের ওযূ দ্বারা ফজরের ছালাত আদায় করা। বছরের পর বছর একটানা ছিয়াম পালন করা ইত্যাদি। মানবীয় কারণ উল্লেখ না করে যদি প্রশ্ন করা হয়- শরী'আতে এভাবে সারা রাত ধরে ইবাদত করার অনুমোদন আছে কি? রাসূল (ছাঃ) ও তার ছাহাবীদের পক্ষ থেকে এরূপ কি কোন নযীর আছে? আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে রাত্রের কিছু অংশ বাদ দিয়ে ইবাদত করতে বলেছেন (মুযযাম্মিল ২-৪)। রাসূল (ছাঃ) ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনু আছ (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا 'তুমি ছিয়াম পালন কর আবার ছিয়াম ছেড়ে দাও, তুমি রাত্রে ইবাদত কর আবার ঘুমাও। কারণ তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার উপর তোমার দুই চোখের হক আছে, অনুরূপ তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে'।[৪৫] রাসূল (ছাঃ) অন্য হাদীছে বলেন, 'যে ব্যক্তি সর্বদা ছিয়াম পালন করে তার ছিয়ামের কোন মূল্য নেই। একথা তিনি দুইবার বলেন'।[৪৬]

**(খ)** প্রতিদিন ৩০০, ২৫০ কিংবা ২০০ রাক'আত ছালাত আদায় করা। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম এধরনে কোন ইবাদত করেছেন মর্মে প্রমাণ নেই। জানা আবশ্যক যে, রাসূল (ছাঃ)-এর তরীক্বা ব্যতীত যেকোন ইবাদত প্রত্যাখ্যাত।[৪৭] বরং শরী'আতের বিধিবদ্ধ নিয়মকে অবজ্ঞা করে যে বেশী বেশী ইবাদত করবে নিঃসন্দেহে সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত থেকে বহিষ্কৃত হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) ইবাদতের কথা জেনে তিন ব্যক্তি খুব কম মনে করেছিল এবং তারা বেশী বেশী ইবাদত করতে চেয়েছিল। এদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলে দিলেন, 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৪৮]

**(গ)** ছালাতে কুরআন খতম করা। এক রাক'আতে পুরো কুরআন খতম করা এবং রামাযান মাসে শুধু তারাবীহ্র ছালাতে ৬০ বার খতম করা। এ হিসাবে প্রত্যেক রাতে দুইবার করে খতম করতে হয়েছে। এটা সম্ভব কি-না তা যাচাই করবেন পাঠকবৃন্দ। তবে স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)ও এভাবে কুরআন তেলাওয়াত করে রাতের ছালাত আদায় করেননি। তিনি একবার এক রাক'আতে সর্বোচ্চ সূরা বাক্বারাহ, নিসা ও আলে ইমরান পড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪৯] জনৈক ছাহাবী সাত দিনের কমে কুরআন খতম করতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) তাকে অনুমতি দেননি।[৫০] তিনি তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতে নিষেধ করেছেন।[৫১] তাছাড়া আয়েশা (রাঃ) বলেন,

وَلاَ أَعْلَمُ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِى لَيْلَةٍ وَلاَ صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ.

আমি জানি না যে, রাসূল (ছাঃ) কোন এক রাত্রিতে পুরো কুরআন খতম করেছেন, কোন রাত্রে পুরো রাত ছালাত আদায় করেছেন এবং রামাযান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে সম্পূর্ণ মাস ছিয়াম পালন করেছেন।[৫২] এই নিয়মতান্ত্রিক নির্ধারিত ইবাদত করার মাধ্যমেই তিনি হয়েছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তাকওয়াশীল।[৫৩]

প্রশ্ন হল- যে সমস্ত মহা মনীষী সম্পর্কে উক্ত অলীক কাহিনী রচনা করা হয়েছে তারা কি শরী'আতের এই বিধানগুলো জানতেন না? তারা কি রাসূল (ছাঃ) ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবীদের চেয়ে বেশী পরহেযগার হতে চেয়েছিলেন? (নাঊযুবিল্লাহ)। বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে যে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে তা আসলেই দুঃখজনক। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বইয়ে কিভাবে তা সম্পৃক্ত হতে পারে? বলা যায় তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল এ সমস্ত অলীক কাহিনী আবিস্কার করেছে।

(১৩) ছাবেত আল-বুনানী (রহঃ) আল্লাহ্র সামনে অধিক ক্রন্দন করতেন আর বলতেন, হে আল্লাহ কবরে যদি কাউকে ছালাত আদায় করার অনুমতি দান করে থাকেন তাহলে আমাকে অনুমতি দিন। আবু সিনান বলেন, আল্লাহ্র কসম! ছাবেতকে যারা দাফন করেছেন তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। দাফনের সময় কবরের একটি ইট পড়ে গেল। আমি দেখতে পেলাম তিনি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছেন। তার কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, আব্বা ৫০ বছর যাবৎ রাত্রি জাগরণ করেছেন এবং উক্ত দো'আ করেছেন।[৫৪]

---

৪৫. ছহীহ বুখারী হা/৫১৯৯, ২/৭৮৩ পৃঃ, 'বিবাহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৮৮; মিশকাত হা/২০৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৫৬, ৪/২৫৩ পৃঃ, 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ।

৪৬. ছহীহ বুখারী হা/১৯৭৭, ১/২৬৫ পৃঃ, 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'ছিয়ামের ক্ষেত্রে পরিবারের হক' অনুচ্ছেদ-৫৬।

৪৭. ছহীহ মুসলিম হা/৪৪৬৮, ২/৭৭।

৪৮. ছহীহ বুখারী হা/৫০৬৩, ২/৭৫৭ পৃঃ, 'বিবাহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; ছহীহ মুসলিম হা/৩৪৬৯, 'বিবাহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১ এবং হা/২৫০০; মিশকাত হা/১৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৭, ১/১০৯ পৃঃ - أَمَا وَاللَّهِ إِنِّيْ لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي

৪৯. ছহীহ মুসলিম হা/১৮৫০, ১/২৬৪ পৃঃ, 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, 'রাত্রির ছালাতে ক্বিরাআত লম্বা করা মুস্তাহাব' অনুচ্ছেদ-২৭।

৫০. ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৬, পৃঃ ৯৫ ও ৯৬, 'ছালাত' অধ্যায়, 'কয় দিনে কুরআন খতম করা ভাল' অনুচ্ছেদ-১৭৮।

৫১. তিরমিযী হা/২৯৪৯, ২/১২৩ পৃঃ, 'ক্বিরাআত' অধ্যায়ের শেষ হাদীছ; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৭; মিশকাত হা/২২০১, 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়, 'কুরআন পাঠের আদব' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৯৭, ৫/৩৬ পৃঃ।

৫২. ছহীহ মুসলিম হা/১৭৭৩, ১/২৫৬ পৃঃ, 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, 'রাত্রির ছালাত ও যে ছালাত না পড়ে ঘুমে যায়' অনুচ্ছেদ-১৮; মিশকাত হা/১৫২৭, 'বিতর' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১১৮, ৩/১৩১ পৃঃ।

৫৩. ছহীহ বুখারী হা/৫০৬৩, ২/২৫৭ পৃঃ, 'বিবাহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৭, ১/১০৯ পৃঃ।

৫৪. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫৯, (উর্দূ), পৃঃ ৬৭।

(১৪) একজন স্ত্রীলোককে দাফন করা হল । তার ভাই দাফনের কাজে শরীক ছিল। এ সময় তার টাকার থলি কবরের মাঝে পড়ে যায়। পরে বুঝতে পেরে চুপে চুপে কবর খুলে বের করার চেষ্টা করে। যখন সে কবর খুলল তখন কবরটি আগুনে পরিপূর্ণ ছিল। সে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের নিকট আসল এবং ঘটনা বর্ণনা করল। তখন তার মা উত্তরে বলল, সে ছালাতে অলসতা করত এবং ছালাত ক্বাযা করত।[৫৫]

**পর্যালোচনা :** কবর জীবন মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী জীবন। এই জীবন মানুষের বাস্তব জীবনের বিপরীত। দুনিয়ার কোন মানুষ বারযাখী জীবন সম্পর্কে খবর রাখে না। কবরের শান্তি বা শাস্তি কোনকিছু কেউ টের পায় না। সেখানকার অবস্থা দেখা তো দূরের কথা মানুষ ও জিনের পক্ষে কানে শুনাও সম্ভব নয়।[৫৬]

(১৫) শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ (রহঃ) ছিলেন বিখ্যাত বুযুর্গের একজন। তিনি বলেন, আমার একবার খুব ঘুমের চাপ হল। ফলে রাত্রের নিয়মিত তাসবীহগুলো পড়তে ছুটে গেল। তখন স্বপ্নে আমি সবুজ রেশমী পোশাক পরিহিতা এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতীকে দেখলাম। তার পায়ের জুতাগুলো পর্যন্ত তাসবীহ পাঠ করছে। সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছে, তুমি আমাকে পাওয়ার চেষ্টা কর, আমি তোমাকে পাওয়ার চেষ্টা করছি। অতঃপর সে কয়েকটি প্রেমমূলক কবিতা পাঠ করল। এই স্বপ্ন দেখে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, রাত্রে আর কখনো ঘুমাব না। অতঃপর তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত এশার ওযূ দিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করেন।[৫৭]

(১৬) জনৈক বুযুর্গ বলেন, এক রাত্রিতে গভীর ঘুমের কারণে আমি জেগে থাকতে পারলাম না। ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে দেখলাম। এমন মেয়ে আমি কখনো জীবনে দেখিনি। তার দেহ থেকে তীব্র সুগন্ধি ছড়াচ্ছে। এমন সুগন্ধি আমি কখনো অনুভব করিনি। সে আমাকে একটি কাগজের টুকরা দিল। তাতে কবিতার তিনটি চরণ লেখা ছিল। যেমন- তুমি নিদ্রার স্বাদে বিভোর হয়ে জান্নাতের বালাখানা সমূহ ভুলে গেছ, যেখানে তোমাকে চির জীবন থাকতে হবে, যেখানে কখনো মৃত্যু আসবে না। তুমি ঘুম হতে উঠ, কুরআন তেলাওয়াত কর, তাহাজ্জুদ ছালাতে কুরআন তেলাওয়াত করা ঘুম হতে অনেক উত্তম। তিনি বলেন, এই ঘটনার পর হতে আমার কখনো ঘুম আসে না। কবিতাগুলো স্মরণ হয় আর ঘুম দূরিভূত হয়ে যায়।[৫৮]

**পর্যালোচনা :** কি চমৎকার রোমাঞ্চকর উপন্যাস! সুন্দরী মেয়ের প্রলভন দেখিয়ে মানুষকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসার কি সুন্দর অভিনব কৌশল! আল্লাহ্‌র ভয় ও ইসলামী বিধানের আনুগত্যের কোনই প্রয়োজন নেই। শুধু সুন্দরী নর্তকীকে পাওয়ার জন্য সে ইবাদত করবে। এটা কি কোন ইসলামী সভ্যতা?

সুধী পাঠক! ফাযায়েলে আমলে এ ধরনের অসংখ্য মিথ্যা কাহিনী রয়েছে। এই মিথ্যা ফযীলতের ধোঁকা দিয়ে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে প্রতারণার জালে আবদ্ধ করা হচ্ছে। এই পাতানো মরণ ফাঁদ হতে বিরত থেকে প্রমাণসহ ছহীহ দলীলের অনুসরণ করার জন্য আমরা সরলপ্রাণ মুমিন ভাইদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিম উম্মাহকে উক্ত মিথ্যা ও কাল্পনিক ধর্ম থেকে রক্ষা করুন-আমীন!!

**ছালাতের ছহীহ ফযীলত সমূহ:**

ছালাত তরককারীর হুকুম ও পরিণাম সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এক্ষণে ছালাতের ফযীলত সংক্রান্ত কুরআন-সুন্নাহ্‌র কয়েকটি বাণী নিম্নে পেশ করা হল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. 'আর আপনি ছালাত আদায় করুন। নিশ্চয় ছালাত অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহ্‌র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ' *(আনকাবূত ৪৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. 'আর আপনি দিনের দুই প্রান্তে এবং রাত্রির কিছু অংশে ছালাত আদায় করুন। নিঃসন্দেহে সৎকর্ম সমূহ মন্দ কর্মসমূহকে দূর করে দেয়' *(হূদ ১১৪)*।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَة وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আ হ'তে পরবর্তী জুম'আ, এক রামাযান হ'তে পরবর্তী রামাযান এর মধ্যকার যাবতীয় পাপের কাফফারা স্বরূপ। যদি সে কাবীরা গোনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকে'।[৫৯]

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَاب أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْـسَ مَرَّات هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِه شَىْءٌ قَالُوْا لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِه شَـىْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো বাড়ীর সামনে দিয়ে প্রবাহিত নদীতে দৈনিক

৫৫. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১১৮।
৫৬. ছহীহ বুখারী হা/১৩৩৮, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬৬ ও ১৩৭৪; মিশকাত হা/১২৬ ও ১৩১।
৫৭. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫২, (উর্দূ), পৃঃ ৬২।
৫৮. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫৩, (উর্দূ), পৃঃ ৬৩।
৫৯. ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৪, ১/১২২ পৃঃ, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; মিশকাত হা/৫৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৮, ২/১৫৮ পৃঃ, 'ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

পাঁচবার গোসল করলে তোমাদের দেহে কোন ময়লা বাকী থাকবে কি? তারা বললেন, না বাকী থাকবে না। তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের তুলনা ঠিক অনুরূপ। আল্লাহ এর দ্বারা গোনাহ সমূহ বিদূরিত করেন'।[৬০]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّيْ فَيَقُوْلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.

উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমাদের প্রভু অত্যন্ত খুশি হন ঐ ছাগলের রাখালের প্রতি যে পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে ছালাতের আযান দেয় এবং ছালাত আদায় করে। তখন মহান আল্লাহ ফেরেশতাগণকে বলেন, তোমরা লক্ষ্য করো- সে আযান দেয় এবং ছালাত কায়েম করে এবং আমাকে ভয় করে। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করালাম।[৬১]

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ...قَالَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ فَالْوُضُوْءُ حَدِّثْنِي عَنْهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوْءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيْمِهِ ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِى هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

আমর ইবনু আবাসা (রা) হ'তে বর্ণিত, ... আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! ওযূ সম্পর্কে বলুন। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন পানি সংগ্রহ করে কুলি করে এবং নাকে পানি দেয় অতঃপর নাক ঝাড়ে, নিশ্চয়ই তখন তার মুখমণ্ডল, মুখের ভিতরের ও নাকের ভিতরের গোনাহ সমূহ ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন চেহারা ধৌত করে যেরূপ আল্লাহ নির্দেশ দান করেছেন, তখন তার মুখমণ্ডলের পানির সাথে পাপগুলো দাড়ির কিনারা দিয়ে ঝরে পড়ে। অতঃপর যখন সে দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করে তখন তার দুই হাতের পাপ সমূহ আঙ্গুলের ধার দিয়ে পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে মাথা মাসাহ করে তখন তার মাথার পাপসমূহ চুলের পাশ দিয়ে ঝরে পড়ে। অবশেষে যখন সে দুই পা ধৌত করে দুই গিরা পর্যন্ত তখন তার গোনাহ সমূহ তার আঙ্গুল সমূহের কিনারা দিয়ে ঝরে পড়ে। অতঃপর সে যখন ছালাতের জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে এবং তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করে তিনি যেমন মর্যাদার অধিকারী। সেই সাথে নিজের অন্তরকে আল্লাহ্র জন্য নিবিষ্ট করে, তখন সে তার পাপ হ'তে অনুরূপ মুক্ত হয়ে যায় যেন তার মা তাকে সেদিন জন্ম দিয়েছে।[৬২]

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّيْ فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي.

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, নিশ্চয় আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছি এবং আমার কাছে একটি অঙ্গীকার রেখেছি যে, যে ব্যক্তি ওয়াক্তমত সেই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে আমি তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি সেগুলোর সংরক্ষণ করবে না তার জন্য আমার নিকট কোন অঙ্গীকার নেই'।[৬৩]

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلَاةً فَإِذَا صَلَّاهَا فِيْ فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَغَتْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা পঁচিশ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করার ন্যায়। যখন উক্ত ছালাত কোন নির্জন ভূখণ্ডে আদায় করে অতঃপর রুকূ ও সিজদা পূর্ণভাবে করে তখন সেই ছালাত পঞ্চাশ ছালাতের সমপরিমাণ হয়।[৬৪]

ছালাত সংক্রান্ত আরো অনেক ফযীলত ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখেই আমাদেরকে আমল করতে হবে। যঈফ ও জাল হাদীছ এবং কাল্পনিক মিথ্যা কাহিনীর কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ আমাদেরকে বিশুদ্ধভাবে ছালাত আদায় করার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

*[চলবে]*

৬০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৫২৮, ১/৭৬ পৃঃ, 'ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৫৫৪, ১/২৩৫ পৃঃ, 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫২; মিশকাত হা/৫৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৯, ২/১৫৮ পৃঃ।

৬১. আবূদাঊদ হা/১২০৩, ১/১৭০ পৃঃ; নাসাঈ হা/৬৬৬; মিশকাত হা/৬৬৫, 'আযানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬১৪, ২/২০২ পৃঃ।

৬২. ছহীহ মুসলিম হা/১৯৬৭, ১/২৭৬, 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, 'আমর ইবনু আবাসার ইসলাম গ্রহণ' অনুচ্ছেদ-৫২; মিশকাত হা/১০৪২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৭৫, ৩/৩৮ পৃঃ।

৬৩. ছহীহ আবূদাঊদ হা/৪৩০, সনদ হাসান, 'ছালাত' অধ্যায়, 'ওয়াক্ত হেফাযত করা' অনুচ্ছেদ।

৬৪. আবূদাঊদ হা/৫৬০, সনদ ছহীহ।

# ফৎওয়া : গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বিকাশ

*শিহাবুদ্দীন আহমাদ**

(৩য় কিস্তি)

**তাক্বলীদের যুগ :**

তাক্বলীদ (التقليد) শব্দের আভিধানিক অর্থ হ'ল অন্ধ অনুসরণ। পারিভাষিক অর্থে قبول قول الغير من غير دليـــل অর্থাৎ কারো কোন কথাকে বিনা দলীলে গ্রহণ করার নাম হ'ল তাক্বলীদ।

তাক্বলীদের যুগ বলতে মাযহাবী তাক্বলীদকে বুঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাক্বলীদের যুগ শুরু হয়েছে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পর। যদিও অন্ধ অনুসরণের সূচনা ঘটে আরো পূর্বে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতেই। ছাহাবায়ে কেরামের পর তাবেঈন, তাবে'-তাবেঈন ও তৎপরবর্তী যুগে ইসলামী শরী'আতের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামকে 'ইমাম' হিসাবে আখ্যায়িত করা হ'ত। এ সকল মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদকে কেন্দ্র করে পরবর্তী যুগে তাক্বলীদের ভিত্তিতে ফৎওয়া প্রদানের যে রীতি প্রচলিত হয় তাকেই তাক্বলীদ বলা হয়। আর এ যুগকে বলা হয় তাক্বলীদের যুগ।

খলীফা মামূনের যুগে (১৯৮-২১৮ হিঃ) গ্রীক দর্শনের যে আরবীয় অনুবাদ শুরু হয়েছিল, এ যুগে তার সাথে যুক্ত হয় ইহুদী, খৃষ্টানী, মজুসী, যবরদশতী, হিন্দুস্থানী জয়াথ্রুষ্ট, তুর্কী, ইরানী আরও বিভিন্ন রকমের অনৈসলামী দর্শনের বইপত্র, যা আরবীতে অনূদিত হয়ে ইসলামী বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতকে আন্দোলিত করে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, এসব জ্ঞান বিদ্বানদেরকে পথভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করে। তারা ছাহাবা যুগের গৃহীত পথ ছেড়ে দিয়ে স্ব-স্ব জ্ঞানের মাধ্যমে সার্বিক বিষয়ে সমস্যার সমাধান তালাশ করতে শুরু করেন। যার ফলে সৃষ্ট কালাম ও দর্শন শাস্ত্রের কুটতর্ক, বিভিন্ন মুজতাহিদ ইমামের ফিক্বহী মতপার্থক্য, ছূফীবাদের প্রসার ইত্যাদি মুসলমানদের সামাজিক ঐক্য ছিন্নভিন্ন করে দেয়।[৬৫]

এছাড়াও ইসলামী রাজ্যের অস্বাভাবিক বিস্তার, অসংখ্য মানুষের ইসলামে দীক্ষিত হওয়া এবং বিভিন্ন ধর্ম, জাতি, বর্ণের মানুষের আদর্শ ও মতাদর্শ ইসলামের মাঝে অনুপ্রবেশ–প্রভৃতি সমগ্র আরব জাহান তথা মুসলিম জাহানে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।[৬৬] ফলে নানা ঘটনা-উৎপ্রেক্ষার উত্থান-পতনে মহাকালের ইতিহাসে নিত্য-নতুন বিষয় প্রযুক্ত হ'তে থাকে। এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে আবির্ভাব ঘটেছিল তাক্বলীদের। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানব মনের স্বভাবগত একটি আদি বৈশিষ্ট্য হ'ল পূর্বসূরীদের মধ্যকার অনুসরণীয় ব্যক্তিদেরকে বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে বসানো। এই শ্রদ্ধা কখনো স্বাভাবিক শ্রদ্ধা-অনুরাগের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে, আবার কখনো তা সীমা ছাড়িয়ে পৌঁছে যায় এক পূজনীয় অস্পৃশ্য সিংহাসনে, যা থেকেই জন্ম নেয় মূর্তিপূজা, কবরপূজা, ওলী-আওলিয়া পূজা, গায়রুল্লাহ্র পূজা প্রভৃতি নানাবিধ শিরকী প্রবণতা।

আল্লামা হাজাভী আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের যুগের পরিসমাপ্তি এবং তাক্বলীদের সূচনার যুগ সন্ধিক্ষণকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'ওলামায়ে কেরামের উপর তাক্বলীদের প্রভাব গেঁড়ে বসল এবং এতেই তারা স্বস্তিবোধ করলেন। তাক্বলীদের এই প্রভাব অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকায় ৪র্থ হিজরী শতকে ইজতিহাদের প্রচেষ্টা ক্রমেই হ্রাস পেতে লাগল। অধিকাংশ বিদ্বান ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ, আহমাদ বিন হাম্বল এবং অন্যান্য ইমামদের প্রচলিত মাযহাবসমূহের দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগলেন। আর সেসকল মাযহাবের উছূলকে তারা এমনভাবে অনুসরণ করা শুরু করলেন যেন তা থেকে আর বের হওয়ার নয়। ফলে এসকল ইমামের কথা কিতাব ও সুন্নাতের মত অলংঘনীয় দলীলে পরিণত হ'ল। ক্রমে ক্রমে ইসলামী শরী'আতের সাথে মুসলিম উম্মাহ্র এক বিরাট দূরত্ব তৈরী হ'ল, যা তাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত থেকে বিস্মৃতই করে দিল। আবার ভাষার বিভিন্নতার কারণে কিতাবুল্লাহ থেকেও মানুষ দূরে সরতে থাকল। ফলে আল্লাহ প্রেরিত রাসূলের পরিবর্তে ফক্বীহদের লিখিত গ্রন্থ ও মতামতসমূহই পরিণত হ'ল ইসলামী শরী'আতে। যাদের মাঝে ইমামদের মতামত বোঝা ও ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা ছিল তারা 'মুজতাহিদুল মাযহাব' হিসাবে পরিগণিত হ'লেন। আর স্বাধীন ইজতিহাদ এমনভাবে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ল যে, ইমাম নববী তাঁর 'শারহে মুহায্যাব' গ্রন্থে বলেন, '৪র্থ হিজরী শতকে তার আর অস্তিত্বই ছিল না।' এমনকি বিধর্মীদের কথার মতই তা অগ্রহণীয় হয়ে পড়েছিল (وهو كلام غير مسلم)।[৬৭]

তাক্বলীদের এই আগ্রাসন বিস্তার লাভ করার পিছনে কিছু মৌলিক কারণ রয়েছে। যা নিম্নরূপ–

**প্রথমত :** মুজতাহিদ ইমামদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে চরম বাড়াবাড়ি। **দ্বিতীয়ত :** সঠিক ইলমী রীতি অনুসরণ না করে ইমামদের রায়কেন্দ্রিক ফিক্বহী গ্রন্থ প্রণয়ন এবং তাতে জাল-যঈফ হাদীছের বিপুল সমাবেশ ঘটানো। **তৃতীয়ত :** ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী ইসলামী খেলাফত দুর্বল হয়ে পড়া এবং আমীর-উমারা ও শাসকবর্গের মাযহাবী পরিচয়ে পরিচিত হওয়া। **চতুর্থত :** মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণকারীদের অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়া এবং নিজ নিজ ইমামের মতকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে লেগে পড়া। **পঞ্চমত :** কতিপয় ওলামার এই দাবী তোলা যে, 'প্রত্যেক মুজতাহিদই সঠিক, তাদের ভুলও গ্রহণযোগ্য এবং

* *পি-এইচ.ডি. গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

*৬৫. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৮৮; ড. ওমর সোলায়মান আল-আশকার, তারীখুল ফিক্বহিল ইসলামী (কুয়েত : দারুন নাফায়েস, ১৯৯১), ১১৫-১১৬ পৃঃ।*

*৬৬. তারীখুল ফিক্বহিল ইসলামী, পৃঃ ১১৫-১১৬; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৮৬-৮৮; ইবনুল কাইয়্যিম, ইলামুল মু'আক্কেঈন, পৃঃ ১৪৫।*

*৬৭. তারীখুল ফিক্বহিল ইসলামী, পৃঃ ১১৬।*

অনুসরণযোগ্য'।[৬৮] এছাড়া ইজতিহাদের দাবী নিয়ে দ্বীনী জ্ঞানে স্বল্প অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, অযোগ্য লোকদের আবির্ভূত হওয়া, কাযীর পদ লাভের আশায় কতিপয় দুনিয়াদার আলেম নামধারীদের মাযহাবপন্থী শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মাযহাবী ভড়ং ধরা, সাধারণ মানুষ কর্তৃক হাদীছ বিষয়ে অজ্ঞ লোকদের কাছে ফৎওয়ার জন্য শরণাপন্ন হওয়া প্রভৃতি কারণে ইজতিহাদভিত্তিক ফৎওয়ার স্থলে ইমামদের তাক্বলীদভিত্তিক ফৎওয়া জনসমাজে অধিক বিস্তার লাভ করে।[৬৯] শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র ভাষায়, أفهم اطمأنوا بالتقليد، ودب التقليد في صدورهم دبيب النمل وهم لا يشعرون. 'তারা তাক্বলীদের মাঝেই প্রশান্তি খুঁজে নিল এবং নিজের অজান্তে ই তাক্বলীদের রোগ তাদের অন্তরে পিপীলিকার ন্যায় সন্তর্পণে অনুপ্রবেশ করল'।[৭০]

তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণের এই যুগে মুক্বাল্লিদ ফৎওয়া প্রদানকারীদের মধ্যে পাঁচটি শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। শ্রেণীগুলি হ'ল–

**এক.** আল-মুজতাহিদূন ফিল মাযহাব (المجتهدون في المذهب) অর্থাৎ যারা স্বীয় মুজতাহিদের ফিক্বহ সংক্রান্ত অনুসৃত মত ও পথের অনুসারী হয়েও বিভিন্ন বিষয়ে নিজের ইমামের সাথে মতদ্বৈততা পোষণ করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের অনুসৃত মাযহাবের মূলনীতি হ'তে বিচ্যুত হননি। তাদের অন্যতম হ'ল হানাফী মাযহাবের ইমাম হাসান ইবনু যিয়াদ, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ প্রমুখ। তবে ইমাম যুফার স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ ছিলেন। মালিকীদের মধ্য হ'তে ইমাম আব্দুর রহমান ইবনুল কালিম ও শাফিঈদের মধ্য হ'তে ইউসুফ ইবন ইয়াহইয়া আল-বুওয়ায়তী ও ইসমাঈল ইবনু ইয়াহইয়া আল-মালিনী প্রমুখ প্রসিদ্ধ।[৭১]

**দুই.** আল-মুজতাহিদূন ফিল মাসাইল (المجتهدون في المسائل) অর্থাৎ মাসআলাসমূহে ইজতিহাদকারীগণ। যখন কোন মাযহাবের ইমাম হ'তে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ও সাধারণ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট পথ নির্দেশনা পরিলক্ষিত না হ'ত, তখন 'মুজতাহিদ ফিল-মাসাইল' স্বীয় ইমামের মৌলিক নীতির অনুসরণে ফৎওয়া প্রদান করতেন।[৭২]

**তিন.** আছহাবুত তাখরীজ (أصحاب التخريج) অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত বিধি-বিধানের ব্যাখ্যাকারীগণ, যাদের প্রধান কাজ হ'ল নিজেদের অনুসৃত মাযহাবের সংক্ষিপ্ত বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা এবং অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য বিষয়কে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা।

**চার.** আছহাবুত তারজীহ (أصحاب الترجيح) অর্থাৎ মৌলিক বিষয়ে অগ্রাধিকার দানকারী মুজতাহিদগণ। যারা স্বীয় মত ও পথের বিভিন্ন মুজতাহিদ ইমামগণের বিতর্কিত মতসমূহের মধ্য হ'তে কোন একটি বিশেষ মতকে মৌলিক প্রমাণাদির নিরিখে গ্রহণযোগ্য বলে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।

**পাঁচ.** আছহাবুত তাক্বলীদ আল-মুখাছছাছ (أصحاب التقليد المخصص) অর্থাৎ খাঁটি তাক্বলীদপন্থী ওলামা। যারা ফৎওয়া প্রদানকালীন স্বীয় ইমামের মত ও পথের বাইরে কখনো যান না।

বলা আবশ্যক যে, মাযহাবী তাক্বলীদের জন্য মহামতি ইমামগণ কোনমতেই দায়ী নন। কারণ আমরা স্পষ্ট করেই জেনেছি যে, চার ইমামের কোন ইমামই তাঁর মাযহাব অনুসরণের কথা বলেন। বরং তাঁরা প্রত্যেকেই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করতে বলেছেন।

ইমাম গাযযালী বলেন, চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পরবর্তী সময়ে আব্বাসীয় খলীফাগণ বিশেষ করে হানাফী-শাফেঈ বিতর্কে ইন্ধন যোগাতে থাকেন। ফলে উভয়পক্ষে অনেক ঝগড়া-বিবাদ ও লেখনী পর্যন্ত পরিচালিত হয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী বলেন, চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার লোকেরা কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের উপরে নির্দিষ্টভাবে মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। কোন বিষয় সামনে এলে যে কোন বিদ্বানের নিকট হ'তে লোকেরা ফৎওয়া জিজ্ঞেস করে নিতেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত তারা আর কারুরই অনুসরণ করতেন না। কিন্তু পরবর্তীতে এর ব্যতিক্রম ঘটে গেল। যেমন (ক) ফিক্বহ বিষয়ে মতবিরোধ (খ) বিচারকদের অন্যায় বিচার (গ) সমাজ নেতাদের মূর্খতা (ঘ) হাদীছশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ 'মুহাদ্দিছ' ও 'ফক্বীহ' নামধারী লোকদের নিকটে ফৎওয়া তলব ইত্যাদি কারণে হকপন্থী কিছু লোক বাদে অধিকাংশ মানুষ হক্ব-বাতিল যাচাই করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে এবং প্রচলিত যে কোন একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করেই ক্ষান্ত হয়।[৭৩] অবশেষে মাযহাবী তাক্বলীদের বাড়াবাড়ির পরিণামে হানাফী-শাফেঈ দ্বন্দ্বে ও শী'আ মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে ৬৫৬ হিজরীতে হালাকু খাঁর আগমনে বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস হয়ে যায়।[৭৪]

ফলে তাক্বলীদের যুগে মুফতীগণ মূলতঃ মাযহাবকেন্দ্রিক ফৎওয়া প্রদানেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা হাদীছ বর্ণনায়

---

*৬৮. তদেব, পৃঃ ১৪৬-৬২।*

*৬৯. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ (বৈরূত : দারু ইহয়াইল উলূম, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৯ইং), ১/৪৪০ পৃঃ।*

*৭০. তদেব।*

*৭১. খুলাছাতু তারীখিত তাশরীইল ইসলামী, পৃঃ ৯৫; মুফীদুল মুফতী, পৃঃ ৬২।*

*৭২. মজতাহিদীন ফিল মাসাইলের মধ্যে হানাফী মাযহাবের ইমাম আহমাদ ইবনু ওমর আল-খাসসাফ, ইমাম তাহাবী ও আবুল হাসান আল-ফারাযী, মালিকীদের মধ্য হ'তে আবুল ওয়ালীদ আল-বাজী আল-লুযামী, কূদরী আবু বাকর ইবনুল আরাবী, ইবনু রুশদ এবং শাফিঈদের মধ্য হ'তে ইমাম আবূ ইসহাক আল-ইসফারাইনী, আবূ হামেদ আল-গাযালী (রহঃ) প্রমুখ প্রসিদ্ধ।*

*৭৩. ই'লামুল মুআক্কেঈন, পৃঃ ১৪৫; আহলেহাদীছ আন্দোলন, ৮৮-৮৯ পৃঃ।*

*৭৪. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৮৮-৮৯।*

ছহীহ-যঈফ বাছাইয়ের কোন তাকীদ অনুভব করতেন না। কেবলমাত্র পূর্ববর্তী ফক্বীহদের রায় অন্ধের মত মুখস্থ রাখতেন এবং সেই মোতাবেক ফৎওয়া দিতেন। তাদের রায়ের বরখেলাফ করা, এমনকি তার সত্যতা যাচাই করাকেও তারা অপরাধ গণ্য করতেন।[৭৫] অথচ ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم– 'তাক্বলীদের মাধ্যমে ফৎওয়া প্রদান জায়েয নয়। কেননা তাক্বলীদ ইলম নয়। আর ইলম ব্যতীত ফৎওয়া প্রদান হারাম।[৭৬] তাক্বলীদ কোন ইলমই নয় এবং মুক্বাল্লিদকে আলেম বলা হয় না- এ বিষয়ে মানুষের মাঝে কোন মতভেদ নেই'। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, إن التقليد جهل وليس لعلم 'তাক্বলীদ হ'ল মূর্খতা; ইলম বা জ্ঞান নয়'।[৭৭]

এই বিপরীতমুখী স্রোতের মুখেও আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম তাদের সর্বোচ্চ সাধ্য দিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের চর্চাকে সমাজে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তারা মাযহাবী শাসক অধ্যুষিত সাম্রাজ্যে কাযীর পদ থেকে নিজেদেরকে সযত্নে দূরে রাখতেন। এজন্য যেসকল হক্বপিয়াসী মানুষ মাযহাবপন্থী সরকারী আলেমদের ফৎওয়া অনুসরণ না করে হাদীছভিত্তিক ফৎওয়া অনুসন্ধান করতে চাইত, তারা আহলেহাদীছ আলেমদের কাছে যেতেন এবং তাদের ফৎওয়া অনুসরণ করতেন। এমনকি অনেক ঐতিহাসিকের মতে, বর্তমান যুগে বেসরকারীভাবে ফৎওয়া প্রদানের যে রীতি সর্বত্র প্রচলিত রয়েছে, তার সূচনা আহলেহাদীছ আলেমদের মাধ্যমেই ঘটেছিল আব্বাসীয় শাসনামলে তাক্বলীদী আগ্রাসনের যুগে।[৭৮]

**এ যুগে রচিত প্রসিদ্ধ ফিক্বহী গ্রন্থসমূহ :**

এ যুগে শাফেঈ মুফতীগণ অনুসরণ করতেন আবু ইসহাক আশ-শীরাযী (মৃঃ ৪৭৬ হিঃ)-কে এবং আবু হামেদ আল গায্যালীর (৫০৫ হিঃ) লিখিত কিতাবসমূহকে। হাম্বলীগণ অনুসরণ করতেন, ইবনু কুদামার (৬২০ হিঃ) লিখিত কিতাবুল মুক্বনি' কিতাবের। আর হানাফীরা অনুসরণ করতেন ইমাম ত্বহাভী (৩২১ হিঃ), ইমাম কারখী (৩৪০ হিঃ), আবু বকর আল-জাছ্ছাছ (৩৭০ হিঃ), আবুল হাসান আল-কুদূরী[৭৯] (৩৪০ হিঃ) আবু বকর আল-মারগেনানী[৮০] (৫৯৩ হিঃ) প্রমুখের লিখিত 'মুখতাছার' ফিক্বহী গ্রন্থসমূহের। মালেকী মাযহাবের ইবনে রুশদের (৫৯৫ হিঃ) প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ ও নিহায়াতুল মুক্বতাছিদ' এ সময়ই রচিত হয়।

অপরদিকে এ যুগে হাদীছের খেদমতে যে সকল ওলামায়ে কেরাম আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে ইবনুল আছীর (৬০৬ হিঃ)-জামে'উল উছূল, হাফেয আল-হায়ছামী (৮০৭ হিঃ)-মাজমাউ'য যাওয়ায়েদ, খত্বীব তাবরীযী (৮ম শতাব্দী হিঃ)-মিশকাতুল মাছাবীহ। এছাড়া ইবনে হাযম (৪৫৬ হিঃ) রচিত 'আল-মুহাল্লা', ইবনে কুদামা রচিত 'আল-মুগনী' ও ইমাম নববী (৬৩১ হিঃ) রচিত 'আল মাজমূ' শারহুল মুহায্যব'-এর মত গুরুত্বপূর্ণ ফিক্বহী গ্রন্থসমূহ এসময় রচিত হয়। এই গ্রন্থগুলি অন্যান্য মাযহাবী তাক্বলীদপন্থী ফিক্বহ গ্রন্থগুলোর মত কেবলই মাযহাবকেন্দ্রিক ছিল না বরং দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণের জন্য হাদীছভিত্তিক সঠিক ইলমী রীতি অবলম্বনপূর্বক লিখিত হয়েছিল। তাই আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম এসব কিতাবকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

*[চলবে]*


## সুখবর! সুখবর!!

**'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** প্রকাশিত বই, সিডি, ডিভিডি, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক প্রভৃতি ঢাকার নিম্নোক্ত স্থানে পাওয়া যাচ্ছে।

১. বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঢাকা যেলা কার্যালয় : ২২০, বংশাল (২য় তলা), ১৩৮, মাজেদ সরদার লেন, ঢাকা-১১০০। ফোন : ৯৫৬৮২৮৯
মোবাইল : ০১৭১৭-৮৩৩৬৫২
০১১৯৯-৪৪৬২৬০

২. মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, প্রজেক্ট মোড়, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫।


৭৫. *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, পৃঃ ১/৪৪২; মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন আল-কাসেমী, আল-ফৎওয়া ফিল ইসলাম, তাহক্বীক : মুহাম্মাদ আব্দুল হাকীম ক্বাযী (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬ ইং), পৃঃ ৪৩।*
৭৬. *ই'লামুল মুআক্কে'ঈন ১/৪৬।*
৭৭. *ইরশাদুল ফুহূল, পৃঃ ২৩৬।*
৭৮. *http://ar.wikipedia.org/wiki/ فتوى*
৭৯. *তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম 'মুখতাছারুল কুদূরী'।*
৮০. *তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম 'আল-হিদায়াহ'।*

# ওয়াহ্হাবী আন্দোলন : উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং মুসলিম বিশ্বে এর প্রভাব

*আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব**

(৩য় কিস্তি)

**দিরঈইয়া :** ১১৫৭ হিঃ/১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি উয়ায়না[৮১] থেকে বের হয়ে এক স্বাধীনচেতা আমীর মুহাম্মাদ বিন সঊদের শাসনাধীন ছোট্ট নগরী 'দিরঈইয়া'-তে উপস্থিত হ'লেন[৮২] এবং স্বীয় ছাত্র আহমাদ ইবনু সুওয়াইলিমের গৃহে আশ্রয় নিলেন। শীঘ্রই আশ-পাশের অঞ্চলসমূহে তার আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়ল। আম জনসাধারণ জ্ঞানার্জনের জন্য এই গৃহে জড়ো হতে শুরু করল। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর আবাসস্থল তাওহীদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হ'ল। এই ধাপে এসে তাঁর সংস্কার আন্দোলন দাওয়াতের ময়দান ছেড়ে ইলমী ময়দানে এসে উপনীত হয়। ইতোমধ্যে তাঁর খ্যাতির কথা পৌঁছে গেল আমীর মুহাম্মাদ বিন সঊদের দরবারেও। তাঁর সুখ্যাতির কথা জানতে পেরে আমীর মুহাম্মাদ সাগ্রহে স্বয়ং শায়খের দরসগাহে উপস্থিত হলেন[৮৩] এবং তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, أبشر ببلاد خير من بلادك وأبشر بالعز والمنعة– 'আপনাকে খোশ আমদেদ, আপনার দেশের চেয়ে উত্তম এই দেশে। আমি আপনার জন্য মর্যাদা ও প্রতিরক্ষার সুসংবাদ দিচ্ছি।' জবাবে শায়খ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, وأنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر المبين وهذه كلمة التوحيد وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد– 'আর আমি আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি মর্যাদা লাভ, ক্ষমতা অর্জন ও সুস্পষ্ট বিজয়ের। এই সেই তাওহীদের কালেমা; যার দিকে সর্বপ্রথম রাসূলগণ আহবান জানিয়েছিলেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই। যে ব্যক্তি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে ও আমলে পরিণত করবে এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগিতা করবে, সে রাজ্যসমূহ ও জনগণের উপর ক্ষমতা লাভ করবে।'[৮৪] অতঃপর তিনি তাওহীদ ও শিরকের উপর নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন। তাঁর তেজোদীপ্ত ভাষণে আমীর মুহাম্মাদ বিমোহিত হয়ে পড়লেন এবং হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, يا شيخ إن هذا دين الله ورسوله الذي لا شك فيه وأبشر بالنصر لك ولما أمرت به والجهاد لمن خالف التوحيد 'হে শায়খ! নিঃসন্দেহে এটাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রচারিত দ্বীন। আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন যে, আপনি যা নির্দেশ করবেন সে ব্যাপারে আমি আপনার সহযোগিতায় থাকব এবং তাওহীদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্যও প্রস্তুত থাকব'।[৮৫] অতঃপর তিনি শায়খের হাতে হাত রেখে বায়'আত গ্রহণ করে স্বীয় রাজ্যে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং কিতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য অঙ্গিকারাবদ্ধ হ'লেন। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত এই ঐতিহাসিক বায়'আতই 'দিরঈইয়া চুক্তি' হিসাবে পরিচিত, যা দুই মুহাম্মাদের ভাগ্যকে একসূত্রে গ্রথিত করে দিয়েছিল।[৮৬] আর এর মাধ্যমেই আরব উপদ্বীপের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইতিহাস এক নতুন মোড় নিল। সূচনা হ'ল আধুনিক ইসলামী রেনেসাঁ ও আরবীয় গণজাগরণের পাদপীঠে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগান্ত কারী অধ্যায়ের।[৮৭]

এই চুক্তির পর ছোট্ট দিরঈইয়া রাজ্য অতি শীঘ্রই ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতির দিকে ধাবিত হতে লাগল। আর রাষ্ট্রশক্তির আনুকূল্য শায়খের দাওয়াতী তৎপরতাকেও বাধামুক্ত করে দিল। ফলে নাজদের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষের ঢল নামা শুরু হ'ল তার

---

* *এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

৮১. এই শহরটি বর্তমানে দিরঈইয়া নগরীর একটি উপশহর। দিরঈইয়া থেকে প্রায় ৩০ কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিমে এর অবস্থান।

৮২. ওছমান বিন আব্দুল্লাহ বিন বিশর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১/৪১; উল্লেখ্য যে, দিরঈইয়া নগরী সঊদী আরবের রাজধানী রিয়ায থেকে প্রায় ২০ কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বর্তমানে এটি রিয়াদ প্রভিন্সেরই অন্তর্ভুক্ত একটি যেলা। সঊদী রাজপরিবারের প্রাচীন আবাসস্থল হওয়ায় সঊদী সরকার এই শহরকে পর্যটন শহরে পরিণত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এখানে বেশ কিছু প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে। এজন্য ২০০০ সালে ইউনেস্কো এই যেলার তুরাইফ অঞ্চলকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য সাইট' হিসাবে ঘোষণা করেছে। *দ্রঃ উইকিপিডিয়া*।

৮৩. ইবনে বিশর বর্ণনা করেন, আমীরের স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ও বুদ্ধিমতী। তিনিই আমীরকে শায়খের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে বলেন, 'এই লোকটিকে আল্লাহই এখানে নিয়ে এসেছেন, তিনি আমাদের জন্য গণীমত। আপনি এখনই আল্লাহ নির্ধারিত এই গণীমত সংগ্রহ করুন *(ইবনে বিশর, ১/৪২)* তবে মুনীর আল-আজলানী ও আল-উছায়মীন বলেন, এ ঘটনা যথেষ্ট প্রমাণসাপেক্ষ নয়, বরং অবস্থাদৃষ্টে জোর দিয়ে বলা যায় যে, মুহাম্মাদ বিন সঊদই তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। *দ্রঃ আল-উছায়মীন, প্রাগুক্ত, ৫৪ পৃঃ*।

৮৪. ইবনে বিশর, প্রাগুক্ত, ১/৪২ পৃঃ ।

৮৫. ইবনে বিশর, প্রাগুক্ত, ১/৪২ পৃঃ; হুসায়েন বিন গান্নাম, প্রাগুক্ত, ৮৭ পৃঃ।

৮৬. মুহাম্মাদ বিন সঊদ এ দু'টি শর্তারোপের মাধ্যমে শায়খের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন– ১. যদি আল্লাহ কখনো বিজয় দান করেন তবে শায়খ যেন তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র না যান। ২. ফসল তোলার সময় জনগণের কাছ থেকে বার্ষিক যে কর নেয়া হয় তা যেন রদ না করেন। শায়খ প্রথম শর্তে একমত হলেন, তবে দ্বিতীয় শর্তের সাথে সরাসরি একমত না হয়ে বললেন, আশা করি আল্লাহ আপনাকে অনেক বিজয়ের মুখ দেখাবেন, আর তাতে আপনি এত গণীমত লাভ করবেন যে আপনার কর আদায়ের প্রয়োজনই হবে না *(ইবনে গান্নাম, ৮৭ পৃঃ)*। আহমাদ আত্তার, উছায়মীন, ভ্যাসিলিভ প্রমুখ লেখকবৃন্দ শায়খের এই নৈতিক দৃঢ়তার প্রশংসা করে বলেন, 'এরূপ পরিস্থিতিতেও যা ন্যায় ও সত্য– তা প্রকাশ করতে শায়খের পিছপা না হওয়া প্রমাণ করে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্র উপর অটল থাকার ব্যাপারে তিনি কতটা সতর্ক ছিলেন। *দ্রঃ Jamaal Al-Din M. Zarabozo, Ibid, P. 40*।

৮৭. ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সালমান, প্রাগুক্ত, ১২৬ পৃঃ।

দরসগাহে। সাধারণ মানুষের মধ্যে তাওহীদের শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে তিনি খুব সহজ-সরল ভাষায় সবকিছু উপস্থাপন করতেন। যেমন ইসলামের প্রথম কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর মর্মকথা তিনি এভাবে বুঝাতেন– 'লা ইলাহা' অর্থাৎ 'নেই কোন ইলাহ' দ্বারা যাবতীয় উপাস্যকে[৮৮] বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে, আর 'ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত' দ্বারা কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র জন্যই সকল ইবাদত সাব্যস্ত করা হয়েছে, যার কোন শরীক নেই। সুতরাং তাওহীদের অপরিহার্যতা ও শিরক বর্জনের আবশ্যকতা বুঝার জন্য কেবল এই কালেমার মূলকথা বুঝাই যথেষ্ট।[৮৯]

তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠদানের সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাজ্যসমূহের প্রশাসনিক দায়িত্বশীলদেরকে পত্র প্রেরণ শুরু করলেন।[৯০] পরবর্তী দু'টি বছরও তিনি ব্যস্ত থাকলেন একাধারে দরস-তাদরীস, ইলমী বিতর্ক, আলেম-ওলামা, আমীর-ওমারাদের কাছে চিঠি-পত্র প্রেরণ, পুস্তিকা প্রণয়ন প্রভৃতিতে। নাজদ সহ রিয়ায, আল-ক্বাছীম, হায়েল, সুদায়ের, আহসা, মক্কা, মদীনাসহ আরবের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর দাওয়াত পৌঁছে গেল। হজ্জের সময় আগত হাজীদের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে তথা মিসর, সুদান, সিরিয়া, ইরাক, ইয়ামান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি শিরক-বিদ'আত অধ্যুষিত এলাকায় তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ল।[৯১] সাধারণ মানুষের মত অনেক আলেম-ওলামাও তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এলেন। ১১৫৮ হিজরীতে পার্শ্ববর্তী উয়ায়না রাজ্যের আমীর ওছমান তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং স্বীয় রাজ্যে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েমের অঙ্গীকার করেন। এছাড়া হুরায়মিলা ও মানফূহার অধিবাসীরাও তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করল।[৯২] এভাবে জাযীরাতুল আরবে ওয়াহ্হাবী আন্দোলন এক মযবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে গেল।

যদিও মুহাম্মাদ বিন সঊদ ছিলেন দিরঈইয়ার প্রশাসনিক প্রধান, তবে কার্যতঃ শায়খই ছিলেন এই রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। রাজ্যের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ত তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদলের সাথে তিনিই রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে সাক্ষাৎ করতেন।[৯৩] এভাবে বাতাস যখন এ আন্দোলনের অনুকূলে প্রবাহিত হচ্ছিল, চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছিল হক্বের দাওয়াত, মানুষ বিমুগ্ধচিত্তে অবলোকন করছিল নতুন এই আন্দোলনের অভূতপূর্ব ফলাফল; তখন এই নাজদ এবং আরব উপদ্বীপেরই বিভিন্ন অঞ্চলে ঈর্ষান্বিত বিদ'আতপন্থী আলেম-ওলামা, বিভ্রান্ত আমল-আক্বীদার শিখণ্ডী ছূফী কবরপুজারী এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাধর আমীর-ওমারা তাঁর চূড়ান্ত বিরোধিতায় লিপ্ত হ'ল। তারা তাঁকে খারেজী, কাফের, বিদ'আতী নানা অপবাদ দিয়ে সাধারণ মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল এবং এ আন্দোলনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সংঘাতের চক্রান্ত করল।[৯৪] আল্লামা রশীদ রেযা বলেন, فنهدت لمناهضته واضطهاده القُوى الثلاث: قـــوة الدولة والحكام، وقوة أنصارها من علماء النفاق، وقـــوة العوام الطغاة، وكان أقوى سلاحهم في الرد عليـــه أنـــه خالف جمهـــور المـــسلمين– 'তাঁর বিরোধিতায় যে তিনটি শক্তির উদ্ভব ঘটেছিল, তারা হ'ল– ১. রাষ্ট্রশক্তি ও প্রশাসনযন্ত্র, ২. সরকারের লেজুড় মুনাফিক আলেম-ওলামা, ৩. উগ্র জনসাধারণ। তাঁর বিরোধিতায় তাদের সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র ছিল এই যুক্তি যে, তিনি জমহুর তথা অধিকাংশ মুসলমানের আক্বীদা পরিপন্থী মত পোষণ করেছেন (?)।[৯৫]

এমতাবস্থায় শায়খ একদিকে আত্মরক্ষা অন্যদিকে দাওয়াতী কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অনুসারীদেরকে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন।[৯৬] ১১৫৯ হিজরীর (১৭৪৮ খৃঃ) মুহাররাম মাসে সর্বপ্রথম সশস্ত্র জিহাদের মুখোমুখি হলেন এ আন্দোলনের অনুসারীরা।[৯৭] দিরঈইয়া ও অন্যান্য স্থান থেকে হিজরত করে আসা শহুরে ও বেদুঈন অনুসারীরা গোত্রীয় বিভক্তির উঁচু দেওয়াল গুঁড়িয়ে ঈমানের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।[৯৮] এ এক অপূর্ব দৃশ্য, যা প্রায় সহস্র বছর পূর্বে ইসলামের স্বর্ণযুগে পরিদৃষ্ট হয়েছিল। এভাবে আমীর মুহাম্মাদ বিন সঊদের আন্তরিক সহযোগিতায় ওয়াহ্হাবী আন্দোলন অবশেষে চূড়ান্ত স্তর তথা জিহাদের স্তরে উপনীত হ'ল।

৮৮. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনার যোগ্য মনে করা বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করা, আল্লাহ্র আইনকে উপেক্ষা করে মানবরচিত আইনকে শ্রেষ্ঠ মনে করা, এসবই শিরকের পর্যায়ভুক্ত অপরাধ।

৮৯. আহমদ বিন হাজার আলে বুত্বামী, প্রাগুক্ত, ৩১ পৃঃ, আল-হুকায়েল, প্রাগুক্ত, ৬০ পৃঃ।

৯০. তাঁর দাওয়াত প্রদানের ভঙ্গি ছিল খুবই স্বহৃদয় ও দরদপূর্ণ। তিনি যথাসম্ভব চাইতেন তাঁর বিরোধীদের সাথে সরাসরি আলোচনায় বসতে, যাতে তাদের ভুলগুলো যথার্থভাবে ধরিয়ে দিতে পারেন। কেননা লেখনীর মাধ্যমে সব সময় ভুল ধারণা দূর করা যায় না। *দ্রঃ আব্দুল মুহসিন ইবনে বায, রাসায়েলুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দিল ওয়াহ্হাব আশ-শাখছিয়্যাহ দিরাসাহ দাআভিয়াহ (রিয়াযঃ দারুল ইশবেলিয়া; ২০০০ খৃঃ), ১/১৩৫-১৩৬ পৃঃ।*

৯১. আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, প্রবন্ধ : আল-ইসলাম ফিল ক্বারনিল ইশরীন, মাওসূ'আতু আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ আল-ইসলামিয়াহ (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ : ১৯৭০ খৃঃ), ৪/৬০৮ পৃঃ।

৯২. ইবনে বিশর, প্রাগুক্ত, ১/৪২ পৃঃ।

৯৩. হুসায়েন বিন গান্নাম, প্রাগুক্ত, ৮৯ পৃঃ; ইবনে বিশর, প্রাগুক্ত, ১/৪৬ পৃঃ।

৯৪. হুসায়েন বিন গান্নাম, প্রাগুক্ত, ৮৯ পৃঃ।

৯৫. ছিয়ানাতুল ইনসান' গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য; গৃহীত : আহমদ বিন হাজার আলে বুত্বামী, প্রাগুক্ত, ১২২ পৃঃ।

৯৬. তবে এই সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল আত্মরক্ষামূলক। শায়খ নিজেই আব্দুর রহমান আল-সুওয়াইদীকে লেখা এক পত্রে বলেন, আজ পর্যন্ত আমরা কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইনি কেবলমাত্র মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্য ছাড়া *(আল-হুকায়েল, প্রাগুক্ত, ৬৩ পৃঃ)*।

৯৭. আল-হুকায়েল, প্রাগুক্ত, ৬৩ পৃঃ; রিয়াযের শাসক দাহ্হাম বিন দাওয়াস মানফুহাহ রাজ্যে আক্রমণ চালালে এই যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

৯৮. Jamaal Al-Din M. Zarabozo, Ibid, P.44.

১১৭৯/১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে আমীর মুহাম্মাদ বিন সঊদ মৃত্যুবরণ করেন এবং তদস্থলে তদীয় পুত্র আব্দুল আযীয শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনিও পিতার মতই শায়খের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করতেন। তাঁর আমলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের উপর দিরঈইয়ার নিরংকুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর হাতেই ১১৮৭ হিঃ/১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর লড়াই চলার পর অত্যাচারী শাসক দাহ্হাম বিন দাওয়াসের কর্তৃত্বাধীন রিয়ায নগরী পদানত হয়। এই বিজয়ের পর শায়খ তাদরীস ও তা'লীমের কাজে পুরোপুরিভাবে আত্মনিয়োগ করেন। যদিও আমীর আব্দুল আযীয যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর অনুমতি ও পরামর্শ ছাড়া সিদ্ধান্ত নিতেন না।[৯৯]

১২০৬ হিঃ/১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর[১০০] পূর্ব পর্যন্ত মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব প্রায় ৫০ বছর যাবৎ দাওয়াত ও জিহাদের এই বন্ধুর ময়দানে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। আমীর মুহাম্মাদ বিন সঊদের মৃত্যুর পর তাঁর পরবর্তী বংশধরগণও তাঁকে সমানভাবে সহযোগিতা করেন এবং তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে বিরাট ভূমিকা রাখেন। তাঁর তাক্বওয়া, সত্যনিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রম, মেধা, সাহস, দৃঢ়চিত্ততা, পার্থিব মোহহীনতা আর ইখলাছের বরকতে মানুষ বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা কুসংস্কার ও বিকৃত রসম-রেওয়াজ থেকে পবিত্র হয়ে দলে দলে আবার বিশুদ্ধ ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন শুরু করল। শিরক ও বিদ'আতের যাবতীয় জঞ্জালকে ধূলিসাৎ করে তদস্থলে তাওহীদ ও সুন্নাতের নতুন রাজপথ নির্মাণ করল। জাযীরাতুল আরব আর হারামাইন শরীফাইন থেকে কবর-মাযার পূজা সংস্কৃতির উচ্ছেদ সাধিত হ'ল চিরতরে। আর তদস্থলে নির্মিত হ'ল নতুন মসজিদ ও ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র। প্রতিষ্ঠিত হ'ল যাকাত আদায় কেন্দ্র ও ইসলামী আদালত।[১০১] দেশের প্রান্তে প্রান্তে দ্বীনী হুকুম-আহকাম শিক্ষাদানের জন্য দাঈ ও বিচারক প্রেরিত হ'ল। মানুষ দ্বীনকে নতুন করে চিনতে শিখল। মরুময় আরবের বিস্তীর্ণ বালুকাসমুদ্রে দেখা দিল চক্ষু শীতল করা এক প্রশান্ত মরুদ্যান। ফিরে এল সহস্র বছর পূর্বে গত হওয়া সেই দ্বীনী নবজাগরণের প্রাণোচ্ছ্বাস। সর্বত্র বইতে লাগল হক্ব ও ন্যায়ের অনাবিল ফল্গুধারা।

৯৯. মাসঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, ৫৭ পৃঃ।

১০০. ৯২ বছর বয়সে এই আজীবন মুজাহিদ যখন নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যান তখন তিনি কোন উত্তরাধিকার সম্পদ রেখে যাননি। যুদ্ধকালীন গণীমত হিসাবে প্রাপ্ত সম্পদ তিনি অকাতরে বিলিয়ে দিতেন অন্যের সাহায্যার্থে। আর ততদিন তিনি দেখে ফেলেছেন তার দাওয়াত নজদের সর্বত্র ও আল-আহসার অধিকাংশ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার অনুসারীরা হেজাযের শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। *দ্রঃ ইবনে গান্নাম, পৃঃ ৯০; Jamaal Al-Din M. Zarabozo, P. 56.*

১০১. ছালেহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দিল আযীয আলে শায়েখ, বাহছুন হাওলাশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল ওয়াহ্হাব ও হারাকাতিহিল মুজাদ্দিদাহ (রিয়াদ : ১৪১৯ হিঃ), গৃহীত : www.saaid.net

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের হাত ধরে এভাবেই আরবের বুকে আল্লাহর দ্বীনের এক অনন্যসাধারণ বিজয় সাধিত হ'ল। সূচিত হ'ল মুসলিম বিশ্বের জন্য এক অনুসরণীয়, অনুপ্রেরণাদায়ক দৃশ্যপট, যা মহাকালের বুকে গেঁথে দিয়েছে ইসলামের আরো একটি মহত্তম বিজয়ের শুভ্র নিশান।

**তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ :**

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন দরস-তাদরীস আর দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে। হক্বের দাওয়াতকে সর্বমহলে পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি প্রচলিত প্রায় সব মাধ্যমই ব্যবহার করেছিলেন। খুৎবা প্রদান, পত্র প্রদান, প্রতিনিধি প্রেরণ, শিক্ষাদান, ইলমী বিতর্ক, গ্রন্থ রচনা এবং সর্বশেষ জিহাদের ময়দানে পদার্পণ– অর্থাৎ এমন কোন ক্ষেত্র বাকী ছিল না যেখানে তিনি পদচারণা করেননি। বাস্তব কর্মজগতে এই ব্যস্ত তার ফলে তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ প্রচলিত অর্থে 'গ্রন্থ' হয়ে উঠেনি; বরং তা হয়েছে মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছনোর একটি মাধ্যম। তাই তাঁর প্রায় রচনাই দেখা যায় খুব সংক্ষিপ্ত, সহজ-সরল এবং সর্বজনবোধ্য ভাষায় রচিত। এজন্য লেখক হিসাবে তাঁর মূল্যায়নে স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত বিশিষ্ট আমেরিকান গবেষক জামালুদ্দীন জারাবোজো যথার্থই লিখেছেন, তাঁর প্রকৃত জ্ঞানবত্তা ও লেখনী শক্তির পরিচয় তাঁর লিখিত গ্রন্থের চেয়ে বরং চিঠি-পত্রেই অধিক প্রকাশ পেয়েছে।[১০২]

তাঁর রচনায় ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ বা ইবনুল ক্বাইয়িম প্রমুখ সংস্কারকের মত পাণ্ডিত্য অথবা ছূফীবাদী, মুতাকাল্লিম, ফিক্বহবিদ বা গ্রীক দর্শনের প্রভাবপুষ্ট দার্শনিকদের মত জটিল ভাববিলাস, যুক্তি-তর্ক ও উন্নত ভাষাশৈলীর সমাহার নেই; কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে, যা লিখেছেন তা একেবারেই জটিলতামুক্ত, অকপট, সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। একমাত্র পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহকেই উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন বলে কোনরূপ অতিরঞ্জন, অতিকথন সেখানে স্থান পায়নি। তাঁর লেখকসত্তার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে এখানেই। তবে সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর সংক্ষিপ্ত এ ক'টি পুস্তিকাই এমন একটি বিপ্লবী আন্দোলনের জীবন্ত স্বাক্ষর বহন করে চলেছে, যা সমগ্র মুসলিম বিশ্বজুড়ে এক বিরাট পট-পরিবর্তনকারী ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনে সফল নেতৃত্ব দিয়েছে। তাই জামালুদ্দীন আফগানী সম্পর্কে আমীর শাকীব আরসালানের করা একটি প্রসিদ্ধ মন্তব্য শায়খের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য– فإنه لم يكن يحفل بوفرة التصانيف وإنما كان يؤلف أمما ويصنف ممالك অর্থাৎ 'তিনি অধিক লেখনীর

১০২. Jamaal Al-Din M. Zarabozo, Ibid, P.141.

বহর রেখে যেতে পারেননি বটে; কিন্তু রচনা করে গেছেন জাতিসমূহ আর রাষ্ট্রসমূহের ভিত্তি'।[১০৩]

তাঁর লিখিত পুস্তকসংখ্যা ১৬টির অধিক। যার মধ্যে 'কিতাবুত তাওহীদ' (كتاب التوحيد) সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থটিকে তাঁর আন্দোলনের সারনির্যাস বলা চলে। এর বেশ কয়েকটি আরবী ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। যার মধ্যে 'ফাতহুল মাজীদ' গ্রন্থটি আরববিশ্বে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যসূচীভুক্ত।[১০৪] তার পরবর্তী রচনা 'কাশফুশ শুবহাত'(كشف الشبهات) পূর্ববর্তী গ্রন্থেরই উপসংহার হিসাবে লিখিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল– উছূলুছ ছালাছাহ ওয়া আদিল্লাতুহা (الأصول الثلاثة وأدلتها), কিতাবুস সীরাহ (كتاب السيرة)-যেটি সীরাতে ইবনে হিশামের তালখীছ (সংক্ষিপ্তসার) হিসাবে রচিত হয়েছে, আল-হাদিউন নবভী (الهدي النبوي)-যেটি যাদুল মা'আদের তালখীছ হিসাবে রচিত হয়েছে এবং মাসায়েলুল জাহেলিয়াহ (مسائل الجاهلية)- যেটি প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব কর্তৃক 'ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব' শিরোনামে বাংলায় অনুদিত হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ লেখনী আক্বীদা বিষয়ক। বাকিগুলো তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ এবং ইতিহাস বিষয়ক। এছাড়া দেশ-বিদেশের আলেম-ওলামা ও আমীর-ওমারাদের নিকট তাঁর প্রেরিত চিঠিপত্রসমূহকে একত্রিত করেছেন তাঁর ছাত্র হুসাইন বিন গান্নাম স্বীয় গ্রন্থে। যা পরবর্তীতে পৃথকভাবে ৩৭৩ পৃষ্ঠায় গ্রন্থাবদ্ধ হয়ে 'চিঠিপত্র সমগ্র' নামে প্রকাশিত হয়েছে।[১০৫] ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে রিয়াযের মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শায়খের রচনাসমগ্র, চিঠিপত্র ও ফৎওয়াসমূহ একত্রিত করে ১২ খণ্ডের একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।[১০৬]

**শায়খের সহযোগীবৃন্দ ও ছাত্রবৃন্দ :**

শায়খ এক দিক দিয়ে খুব ভাগ্যবান ছিলেন এই জন্য যে, তিনি তাঁর দাওয়াত প্রসারে যোগ্য সাথী পেয়েছিলেন, যা পৃথিবীর অধিকাংশ সংস্কারকের ভাগ্যে জুটেনি। দিরঈইয়ার আমীরের সাথে বায়'আতবদ্ধ হওয়ার পর আমীরসহ আমীরের তিন ভ্রাতা মুশারী, ছুনিইয়ান ও ফারহান তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেন। দিরঈইয়ার ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যারা তাঁর অন্তরঙ্গ সহযোগী ছিলেন তাদের মধ্যে মুহাম্মাদ আল-হুযাইমী, আব্দুল্লাহ বিন দুগায়ছীর, সুলায়মান আল-উশায়ক্বারী ও মুহাম্মাদ বিন হুসায়েনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃটিশ কুটনৈতিক ফিলবী লিখেছেন, 'এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের এক এক জন বীর যোদ্ধা, যাদের নাম আজও পর্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়। এঁদের উত্তরাধিকারীরাও ওয়াহ্হাবী রাজত্বের কেন্দ্রস্থলে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী বিবেচিত হ'তেন।[১০৭]

শায়খের ছাত্ররাও তাঁর জন্য বিরাট সম্পদে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর অগণিত ছাত্রের মধ্যে শতাধিকই নবগঠিত ওয়াহ্হাবী রাজ্যের বিশিষ্ট আলেম ও বিচারক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ দিকপালদের মধ্যে আমীর মুহাম্মাদ বিন সঊদের পুত্র আব্দুল আযীয ও তদীয় পুত্র সঊদ বিন আব্দুল আযীয ছিলেন তাঁরই ছাত্র ।[১০৮]

এছাড়া শায়খের ছাত্র হিসাবে তাঁর চারজন সন্তান এবং তাঁদের সন্তানেরাও এ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। জেষ্ঠ্য সন্তান হুসাইন দৃষ্টিহীন হওয়া সত্ত্বেও যোগ্য আলেমে দ্বীন হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন এবং দিরঈয়ার বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তদীয় পুত্র আলী, হাসান, আব্দুর রহমান প্রত্যেকেই রাষ্ট্রীয় বড় বড় দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। দ্বিতীয় সন্তান আব্দুল্লাহ খ্যাতনামা আলেম ও লেখক ছিলেন। তিনি সঊদ বিন আব্দুল আযীযের সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধের পর শত্রুসৈন্যদের হাতে বন্দী হন। পরে যুদ্ধবন্দী হিসাবে মিসরে নীত হন এবং সেখানেই কারারুদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তৃতীয় সন্তান আলীও খুব মুত্তাকী ও পরহেযগার আলেম ছিলেন। তাঁকে বিচারক পদের জন্য নির্বাচন করা হ'লেও তাক্বওয়াশীলতার কারণে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। কনিষ্ঠ সন্তান ইবরাহীমও একজন শিক্ষাগুরু ছিলেন। ঐতিহাসিক ওছমান বিন আব্দুল্লাহ বিন বিশর ছিলেন তাঁরই ছাত্র। তিনিও বিচারকের দায়িত্ব নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। শায়খের পৌত্রদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতি লাভ করেছিলেন শায়খ আব্দুর রহমান বিন হাসান যিনি একাধারে রিয়ায নগরীর বিচারক ও খ্যাতনামা লেখক ছিলেন। তাঁর সন্তানরাও আপন আপন ক্ষেত্রে খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন।[১০৯]

অন্যান্য খ্যাতনামা ছাত্রদের মধ্যে আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আল-হুসাইন, হামাদ বিন নাছির বিন ওছমান বিন মু'আম্মার, মুহাম্মাদ বিন সুওয়াইলিম, আব্দুর রহমান বিন খুমাইয়িস, হুসায়েন বিন গান্নাম প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

*[চলবে]*

১০৩. মাসঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯।
১০৪. এটি রচনা করেছেন শায়খেরই পৌত্র শায়খ আব্দুর রহমান বিন হাসান আলে শায়েখ (মুঃ ১২৮৫হিঃ/১৮৬৮খৃঃ)।
১০৫. আহমদ বিন হাজার আলে বুত্বামী, প্রাগুক্ত, ৩১ পৃঃ; আব্দুল মুহসিন বিন উছায়মীন বিন বায তাঁর এই চিঠিসমূহের উপর পৃথক গবেষণা থিসিস রচনা করেছেন, যা ২০০০ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। দ্রঃ *Jamaal Al-Din M. Zarabozo, P.141.*
১০৬. মাসঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, ১৭১ পৃঃ।
১০৭. প্রাগুক্ত, ৫৫ পৃঃ।
১০৮. Jamaal Al-Din M. Zarabozo, Ibid, P.154.
১০৯. মাসঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, ৭২ পৃঃ; Jamaal Al-Din M. Zarabozo, Ibid, P.154.

# ছাওম ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান

*শামসুল আলম**

ইসলাম যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত, রামাযান মাসের 'ছাওম' তার মধ্যে অন্যতম। 'ছাওম'-এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শারঈ অর্থে ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানাপিনা, যৌনাচার ও যাবতীয় শরী'আত নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড হ'তে বিরত থাকাকে ছাওম বলা হয়। ছাওম একজন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর 'ছিয়াম' ফরয করা হ'ল যেমনভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা আল্লাহভীতি অর্জন করতে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*।

ছিয়ামের মধ্যে মানুষের জন্য বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অথচ আমরা ছিয়াম পালন না করার জন্য নানা অজুহাত দাঁড় করাই! এ অজুহাতগুলোর মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে- ছিয়াম রাখলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়, স্বাস্থ্যের জন্য এটি ক্ষতিকর, ছিয়াম গ্যাষ্ট্রিক রোগসহ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে। এ কথাগুলো যারা বলে থাকেন, তারা ভুল করেন।

ছিয়াম কেবল ইসলাম ধর্মেই নয়; বরং পৃথিবীর অতীত-বর্তমান সকল ধর্ম ও সমাজে ছিয়াম বা উপবাস রীতি প্রচলিত ছিল এবং আজও আছে। যেমন রোমান, ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয়দের মধ্যে ছিয়াম রাখার প্রথা বিদ্যমান ছিল। হিন্দু-বৌদ্ধ, ইহুদী-খৃষ্টান, জৈন, কনফুসিয়াস সব ধর্মেই উপবাস রীতি এখনও প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে ইনসাইক্লোপেডিয়া অব বৃটানিকা'র নিবন্ধকার 'ফাস্টিং' নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, 'পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যাতে ছিয়াম নেই'। মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী বলেন, 'ছিয়াম আদম (আঃ) থেকেই চলে আসছে'।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ছিয়াম বা উপবাস ধর্মে আস্থাশীল সর্বকালের সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত একটি সার্বজনীন প্রথা হিসাবে বিদ্যমান। তবে ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মে এর নিয়ম-পদ্ধতি ভিন্ন। এক্ষণে আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ছিয়ামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করতে চাই। যাতে ছিয়ামের বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা ও স্বাস্থ্যগত উপকারিতা সকলের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অনেকে মনে করে, ছিয়াম রাখলে দেহের রোগ বৃদ্ধি পায়, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায় প্রভৃতি। এ কারণে কোন কোন ডাক্তারের পরামর্শে ও নিজেদের হীনমন্যতায় কেউ কেউ ছিয়াম রাখতে চায় না কিংবা সামান্য কারণে ছিয়াম ভেঙ্গে ফেলে। তবে কঠিন রোগের কথা ভিন্ন। সে অবস্থায় ছিয়াম রাখার ব্যাপারে শরী'আতেও ছাড় দেয়া হয়েছে। মুসাফির ও পীড়িত ব্যক্তিদের জন্য ছিয়াম রাখার বাধ্যবাধকতা নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হ'লে কিংবা সফরে থাকলে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে' *(বাক্বারাহ ১৮৪)*।

মূলতঃ ছিয়াম পালন অতি কষ্টসাধ্য বা শ্রম সাপেক্ষ নয়। এই সাধনায় একজন ধনী, বিলাসী, অতিভোজী ব্যক্তি খুব সহজেই বুঝতে পারেন, না খেয়ে থাকার বা অভুক্ত থাকার কষ্টটা কি। আর এই অনুভূতির অভ্যন্তরে থাকে মানবকল্যাণে হস্তদ্বয় সম্প্রসারণ করার পরম শিক্ষা। ছিয়ামের হুকুম-আহকাম পালনে নিজেকে কেবল কষ্ট, পরিশ্রম ও দুঃসহ ক্লেশে ফেলা হয় না; বরং দেহে যে সামান্য কষ্ট অনুভূত হয় পরিণামে তা হয়ে উঠে ফলপ্রসূ। অধুনা উন্নত বিজ্ঞান এ সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৯৫৮-১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ডাঃ গোলাম মুহাম্মাদ মুআযযাম ও তাঁর সহযোগীদের রামাযান মাসে মানব শরীরের উপর ছিয়ামের প্রভাব সম্পর্কে পরিচালিত গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, ছিয়ামের কারণে মানব শরীরের কোন ক্ষতি হয় না, কেবল ওযন সামান্য কমে, তাও উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। বরং শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমাতে ছিয়াম আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ (Diet Control) অপেক্ষা বহু দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ। ১৯৬০ সালে তাঁদের গবেষণায় এটাও প্রমাণিত হয় যে, ছিয়াম দ্বারা পেটের শূলবেদনা বৃদ্ধি পায়- এ ধারণা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক। কারণ উপবাসে পাকস্থলীর এসিড কমে এবং খেলে এটা বাড়ে- এই সত্য কথাটা অনেক চিকিৎসকই চিন্তা না করে শূলবেদনার রোগীকে ছিয়াম রাখতে নিষেধ করেন। ১৭ জন ছিয়াম পালনকারীর পেটের রস পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যাদের পাকস্থলীতে এসিড খুব বেশী, ছিয়ামের ফলে তাদের এই উভয় দোষই সেরে গেছে। এই গবেষণায় আরও প্রমাণিত হয় যে, ছিয়াম দ্বারা রক্তের 'পটাশিয়াম' কমে যায় এবং তাতে শরীরের ক্ষতি সাধিত হয়- এই ধারণাও অমূলক। কারণ পটাশিয়াম কমার প্রতিক্রিয়া প্রথমে দেখা যেতে থাকে হৃদপিণ্ডের উপর, অথচ ১১ জন ছিয়াম পালনকারীর হৃদপিণ্ড অত্যাধুনিক ইলেকট্রোকার্ডিও গ্রাম যন্ত্রের সাহায্যে (ছিয়ামের পূর্বে ও ছিয়াম রাখার ২৫ দিন পর) পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ছিয়াম দ্বারা এদের হৃদপিণ্ডের ক্রিয়ার কোনই ব্যতিক্রম ঘটেনি। সুতরাং বুঝা গেল যে, ছিয়াম দ্বারা রক্তের যে পটাশিয়াম কমে, তা অতি সামান্য এবং স্বাভাবিক সীমারেখার মধ্যে। তবে ছিয়াম দ্বারা কোন কোন মানুষ কিছুটা খিটখিটে মেযাজের হয়ে যায়, তা রক্তে সামান্য শর্করা কমার দরুণই হয়ে থাকে। কিন্তু তা স্বাস্থ্যের

* সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পক্ষে মোটেই ক্ষতিকর নয়। অন্য কোন সময় ক্ষুধা পেলেও এরূপ হয়ে থাকে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ডাঃ হিপোক্রেটিস বহু শতাব্দী পূর্বে বলেছেন, The more you nourish a deseased body, the worse you make it. অর্থাৎ অসুস্থ দেহে যতই খাবার দিবে, ততই রোগ বাড়তে থাকবে।

ছিয়াম একজন মানুষের শুধু পাকস্থলি বা হৃদপিণ্ডকে সক্রিয়ই রাখে না; বরং অন্যান্য প্রায় সকল রোগের জন্যও যথেষ্ট উপকারী। যেমন-

**মস্তিষ্কের কার্যক্রম :** ছিয়াম মস্তিষ্কের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধিক খাদ্য গ্রহণে শরীরের ওপর যেমন চাপ বৃদ্ধি পায়, তেমনি এই চাপ মস্তিষ্কের ওপরও পড়ে। এজন্যই বলা হয়, Empty stomuch is the powerhouse of knowledge. 'ক্ষুধার্ত উদর জ্ঞানের আঁধার'।

**কোলেস্টেরল কমায় :** মানবদেহে চর্বি ও কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে গেলে হৃদরোগ, রক্তচাপ, বহুমূত্র রোগসহ নানা জটিল রোগের সৃষ্টি হয়। ছিয়াম চর্বি বা কোলেস্টেরল-এর পরিমাণ কমিয়ে শরীরকে বিভিন্ন রোগ থেকে নিরাপদ রাখে।

**লিভার ও কিডনীর ক্ষেত্রে :** কিডনীর মাধ্যমে শরীরে প্রতি মিনিটে ১-৩ লিটার রক্ত সঞ্চালিত হয়। খারাপ পদার্থগুলি মূত্রথলিতে প্রেরণ করে। ছিয়ামাবস্থায় কিডনী ও লিভার বিশ্রাম পায়। ফলে এ সময়ে অঙ্গদ্বয় বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে।

**ডায়াবেটিস রোগে ছিয়াম :** বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। আর ডায়াবেটিস রোগীর জন্য ছিয়াম যথেষ্ট উপকারী। কারণ ছিয়াম অবস্থায় ডায়াবেটিসের জন্য উপকারী বহু ইনস্যুলিন তৈরী হয়।

**ধূমপান ও নেশা জাতীয় দ্রব্য পরিহার :** ছিয়ামের জন্য সকল প্রকার ধূমপান ও নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন বন্ধ থাকে। ফলে মানুষের দেহে জটিল রোগ যেমন- ক্যান্সার, হার্ট-স্ট্রোক, ব্রেইন স্ট্রোক সহ বহু জটিল রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

**ভাজা-পোড়া খাবার পরিত্যাগ :** সকল ডাক্তার একমত যে, ছিয়াম পালনের পর ভাজা-পোড়া খাবার পরিবেশন স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। যেমন- বাজারের হোটেল-রেস্তোরাঁয় তৈল একাধিকবার ব্যবহার করা হয়। এই তৈল আবার উত্তপ্ত করা হয় ৩০০-৪০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায়। অথচ তৈলের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ২০-২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। তেল হচ্ছে এক প্রকার স্নেহ জাতীয় পদার্থ। এটি উচ্চ তাপমাত্রায় 'Acrolene' নামে এক ধরনের জৈব হাইড্রোকার্বন তৈরী করে। এটি স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটা ধীরে ধীরে মানুষের হজমশক্তি নষ্ট করে ফেলে। ফলে পেটে বদহজম, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, ডায়রিয়া, পাকস্থলি জ্বালা-পোড়া সহ নানা প্রকার জটিল রোগের সৃষ্টি হয়। সুতরাং খাবারের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকা যরূরী। ডাক্তারদের মতে, ইফতারীর সময় খেজুর, পানি, হালকা ও শরবত জাতীয় খাদ্য খাওয়া ভাল।

**ছিয়াম সম্পর্কে বিভিন্ন ডাক্তার ও মনীষীদের উক্তি :** বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক ইবনে সিনা রোগী দেখার সময় রোগীকে ৩ সপ্তাহের জন্য উপবাস বা ছিয়াম থাকতে বলতেন। ডাঃ নাফিউন বলেন, শরীর ভাল থাকে তিনটি কারণে। এর অন্যতম একটি হ'ল- এক মাস ছিয়াম রাখা। ডাঃ মেঘনাথ সাহা বলেন, ছিয়াম বা উপবাসে আমি নিজে উপকৃত হয়েছি। ছিয়াম/উপবাস থাকলে পেটে গোলমাল থাকে না'। পণ্ডিত বিদ্যাসাগর কাশ্মীরী বলেন, 'ছিয়াম পালন পৃথিবীর সমস্ত উপবাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ'। জনাব ফিরোজ রাজ মহাত্মাগান্ধীর জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি (মহাত্মাগান্ধী) ছিয়াম রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। মহাত্মাগান্ধী বলেন, 'যদি তোমরা শরীরকে সতেজ ও সচল রাখতে চাও তাহ'লে শরীরকে ন্যূনতম আহার দাও এবং পূর্ণদিবস ছিয়াম রাখ'।

**নৈতিক শিক্ষায় ছিয়াম :** হেনরী মূর বলেন, মানুষের চরিত্র গঠনে ছিয়াম খুবই ফলদায়ক ব্যবস্থা। ডাঃ এমারসন বলেন, ছিয়ামে মানুষের মনের ওপর দারুণ প্রভাব পড়ে। যেমন- কর্মে মনোযোগ আসে, পশুত্ব দূরীভূত হয়, সমাজ গঠনে সহায়তা করে। ইমাম গায্যালী বলেন, ছিয়াম মুসলমানদের কেবল পরকালের মুক্তির পথ দেখায় না, নৈতিক চরিত্র গঠনেও এর দারুণ ভূমিকা রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ছিয়ামের ফযীলত কেবল আখেরাতেই নয়; বরং তা দুনিয়াতে মানব দেহের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রদ। তাই আমাদের সুস্থ, সুন্দর, দেহ-মন ও স্বাস্থ্য নিয়ে অতি সহজ ও শান্তিময় জীবন গড়ার ব্যবস্থা হিসাবে মহান আল্লাহ তা'আলা ছিয়াম প্রদান করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের উপর সাধ্যের বাইরে কিছুই চাপিয়ে দেননি। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা- 'আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান ও তোমাদের পক্ষে যা কঠিন তা তিনি চান না' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

অতএব আমরা যেন সকলে রামাযানের মাহাত্ম্য বজায় রেখে সকল গর্হিত কাজকে ছুঁড়ে ফেলে ছিয়াম সাধনায় নিমগ্ন থেকে সুস্থ-সুন্দর দেহ ও মন-মানসিকতার অধিকারী হয়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সফলকাম হ'তে পারি- আল্লাহ আমাদেরকে সে তাওফীক দান করুন- আমীন!

# যাকাত ও ছাদাক্বা

*আত-তাহরীক ডেস্ক*

'যাকাত' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান, যা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। 'ছাদাক্বা' অর্থ ঐ দান যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

**যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্য :**

যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ– 'আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'।[১১০]

**যাকাতের প্রকারভেদ :**

যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১. স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা ২. ব্যবসায়রত সম্পদ ৩. উৎপন্ন ফসল ৪. গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত (ওশর) ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

**যাকাতের নিছাব :**

১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। ২. ব্যবসায়রত সম্পদ-এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। ৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব, যা হিজাযী ছা' অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ'লে নিছফে ওশর বা $^{১}/_{২০}$ অংশ নির্ধারিত। ৪. গবাদি পশু : (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।[১১১]

**যাকাতুল ফিৎর :**

এটিও ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা' বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলী (আড়াই কেজি) হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ'তে প্রদান করতে হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে জমা দেয়ার নির্দেশ দান করেছেন'। ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে যাকাতুল ফিৎর ফরয। এর জন্য 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া শর্ত নয়।

**ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহ :**

পবিত্র কুরআনে সূরায়ে তওবা ৬০নং আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথা-

**১. ফক্বীর :** নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী, **২. মিসকীন :** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারে না, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিকভাবে তাকে সচ্ছল বলেই মনে হয়, ৩. **'আমেলীন :** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, **৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ।** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট, **৫. দাসমুক্তির জন্য।** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*, **৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি :** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবে, ৭. ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা ৮. **দুস্থ মুসাফির :** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐগুলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূতভাবে কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।[১১২]

**বায়তুল মাল জমা করা :**

ফিৎরা ঈদের এক বা দু'দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ'তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হ'ত।[১১৩]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বণ্টন করাই হ'ল বায়তুল মাল বণ্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বণ্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে।

---

১১০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*
১১১. *বিস্তারিত নিছাব দ্রঃ 'বঙ্গানুবাদ খুৎবা' অধ্যায় দেখুন।*
১১২. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬; মির'আৎ হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ১/২০৫-৬।*
১১৩. *দ্রঃ বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা, মির'আৎ ১/২০৭ পৃঃ।*

# ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

*আত-তাহরীক ডেস্ক*

ঈদায়নের ছালাত ১ম হিজরী সনে চালু হয়। এটা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে তা আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন।[১১৪] তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন।[১১৫]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[১১৬] তা সহ কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[১১৭] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত।[১১৮] অবশ্য মুক্তাদীগণ কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন।[১১৯]

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়।[১২০] ঈদের ছালাতের আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চৈকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।[১২১] কোন কোন ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরেও ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করে থাকেন। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী বলেন যে, এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল।[১২২]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ-উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[১২৩] এই দু'দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[১২৪] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রত্যেকের চাদর না থাকলে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। ঋতুবর্তী মহিলারা কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন।[১২৫] মিশকাতের খ্যাতনামা ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دعوة المسلمين কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবা ও নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[১২৬]

ঈদায়নের ছালাত আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বৃষ্টির কারণে একবার ব্যতীত সর্বদা ময়দানে পড়েছেন। এই ময়দানটি মদীনার মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা বরাবর পাঁচশ' গজ দূরে 'বাত্বহান' সমতল ভূমিতে অবস্থিত।[১২৭] সুতরাং বৃষ্টি বা অন্য কোন যরূরী কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব হ'লে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা যাবে।[১২৮] কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে মহানগরী বা অন্যত্র মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী আমল। জামা'আত ছুটে গেলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।[১২৯]

জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হওয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টিই পড়েছেন। তবে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি।[১৩০]

ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন 'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা' *(অর্থ: আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)*।[১৩১] এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[১৩২] কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকে ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

**ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর :** প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। এরপরে 'আঊযুবিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে। তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।[১৩৩]

---

১১৪. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৭-১৮।*
১১৫. *বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৪।*
১১৬. *তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০৮।*
১১৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১।*
১১৮. *নায়লুল আওত্বার ৪/২৫১।*
১১৯. *ঐ ৩/৫৫।*
১২০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪৩১।*
১২১. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫১; নায়ল ৪/২৫১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৯।*
১২২. *মির'আৎ ২/৩৩০-৩১।*
১২৩. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৩৯।*
১২৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৪৮।*
১২৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১।*
১২৬. *মির'আৎ ২/৩৩১।*
১২৭. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৮-১৯; মির'আৎ ২/৩২৭।*
১২৮. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৮।*
১২৯. *বুখারী, ফৎহসহ ২/৫৫০-৫১।*
১৩০. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৬, নায়ল ৪/২৩১।*
১৩১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৫।*
১৩২. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩২২।*
১৩৩. *মির'আৎ হা/১৪৫৭, ২/৩৩৮-৮১, হাকেম ১/২৯৮।*

# মায়মূনা বিনতুল হারেছ (রাঃ)

*ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম*

**ভূমিকা :**

নবীপত্নী উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা বিনতুল হারেছ (রাঃ) ছিলেন বহু দুর্লভ গুণের অধিকারিণী এক বিদুষী মহিলা। ছাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন সমস্যায় তিনি অতি বিচক্ষণতার সাথে সমাধান দিতেন। উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আল্লাহভীতি, দানশীলতা, ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য প্রভৃতি গুণাবলীর জন্য তিনি ছিলেন সবার প্রিয় পাত্রী। অহি-র নির্মল আলোতে তাঁর জীবন ছিল উদ্ভাসিত। রিসালাতে মুহাম্মাদীর সংস্পর্শে এসে দ্বীন সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গকারিণী এই বিদুষী মহিলার সংক্ষিপ্ত জীবনাদর্শ আমরা এখানে আলোচনার প্রয়াস পাব।

**নাম ও বংশপরিচয় :**

তাঁর প্রকৃত নাম ছিল বাররা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন মায়মূনা।[১৩৪] তাঁর পিতার নাম হারেছ। মাতার নাম হিন্দ বিনতু আওফ। মায়মূনা (রাঃ)-এর পূর্ণ বংশধারা হচ্ছে- মায়মূনা বিনতুল হারেছ ইবনু হাযান ইবনে বুজায়র ইবনিল হাযম ইবনে রুওয়ায়বা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হেলাল ইবনে 'আমির ইবনে ছা'ছা'আহ[১৩৫] ইবনে মু'আবিয়াহ ইবনে বকর ইবনে হাওয়াযিন ইবনে মানছূর ইবনে ইতরামা ইবনে খাফসা ইবনে কায়স ইবনে আয়লান ইবনে মুযার।[১৩৬] হাকিম নাইসাপুরী বুজায়র ইবনিল হাযম-এর স্থলে বুজায়র ইবনিল হুরম (بجير ابن الهرم) উল্লেখ করেছেন।[১৩৭] মায়মূনা (রাঃ)-এর মায়ের বংশধারা হচ্ছে- হিন্দ বিনতু আওফ ইবনে যুহায়র ইবনিল হারিছ ইবনে হাতামা ইবনে জারাশ মতান্তরে জারীশ।[১৩৮] তিনি হুমায়র[১৩৯] মতান্তরে কিনানা গোত্রের মহিলা ছিলেন।[১৪০]

মায়মূনা (রাঃ) ছিলেন আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবের স্ত্রী উম্মুল ফযল লুবাবা আল-কুবরা বিনতুল হারিছ, ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরার স্ত্রী লুবাবা আছ-ছুগরা বিনতুল হারিছ ও আসমা বিনতুল হারিছের বোন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে الأخوات مؤمنات (মুমিনা বোনগণ) বলে অভিহিত করেছেন।[১৪১] তিনি প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও সাইফুল্লাহ খ্যাত খালিদ বিন ওয়ালীদের খালা ছিলেন।[১৪২]

**জন্ম ও শৈশব :**

মায়মূনা (রাঃ)-এর জন্ম ও শৈশব সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ কিছু বলেননি। ফলে তাঁর জন্ম ও শৈশব সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে ৭ম হিজরী সনে ৩৭ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।[১৪৩] সে হিসাবে তাঁর জন্ম ৫৯২ হিজরীতে হয়েছিল বলে ধরে নেয়া যায়।

**প্রথম বিবাহ :**

জাহেলী যুগে তাঁর প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল মাসঊদ ইবনু আমর ইবনে ওমাইর আছ-ছাক্বাফীর সাথে। কোন কারণে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটলে আবু রুহম ইবনু আব্দুল ওয্যা ইবনে আবী কায়েস-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি বানু মালেক ইবনে হাসাল ইবনে আমের ইবনে লুই-এর লোক ছিলেন। ৭ম হিজরীতে তিনি মারা যান।[১৪৪]

**রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহ :**

খায়বার যুদ্ধের পরে ৭ম হিজরীর শাওয়াল মতান্তরে যুলক্বাদাহ মাসে কাযা ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমনের পথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন।[১৪৫] এ সময় মায়মূনা (রাঃ)-এর বয়স হয়েছিল ২৬ বছর[১৪৬] মতান্তরে ৩৭ বছর।[১৪৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক মায়মূনা (রাঃ)-কে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। ১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাযা ওমরা আদায়ের বছর মক্কার উদ্দেশ্য রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে আওস ইবনু খাওলী ও আবু রাফে'কে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকটে পাঠান। কিন্তু তারা পথ হারিয়ে ফেলে

---

১৩৪. *হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৫ খৃঃ/১৪০৫ হিঃ), পৃঃ ২৪৩; হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪ খৃঃ/১৪১৫ হিঃ), পৃঃ ৪২৮।*

১৩৫. *মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০ খৃঃ/১৪১০ হিঃ), পৃঃ ১০৪; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮।*

১৩৬. *আবু ওমর ইবনু আব্দুল বার্র, আল-ইস্তি'আব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯১৫।*

১৩৭. *হাকিম নাইসাপুরী, আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০/১৪১১ হিঃ), পৃঃ ৩১।*

১৩৮. *আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০৪।*

১৩৯. *আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩১।*

১৪০. *আল-ইস্তি'আব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯১৫।*

১৪১. *আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৫।*

১৪২. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮; সাঈদ আইয়ূব, যাওজাতুন নবী (ছাঃ), (বৈরুত : দারুল হাদী, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭/১৯৯৭), পৃঃ ৮০।*

১৪৩. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৯; মাহমূদ শাকির, আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম ও ২য় খণ্ড (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪১১/১৯৯১), পৃঃ ৩৬১।*

১৪৪. *আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩২; আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০৪; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৯।*

১৪৫. *আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০৪-১০৫; আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩২; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৯।*

১৪৬. *ড. আয়েশা আব্দুর রহমান, তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াত (কায়রো : দারুর রাইয়ান, তা.বি.), পৃঃ ৪১৫।*

১৪৭. *আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম-২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬১।*

'রাবেগ' উপত্যকায় কয়েকদিন অবস্থান করেন। অবশেষে 'কুদাইদ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পেয়ে তাঁর কাফেলার সাথে যুক্ত হয়ে মক্কায় গমন করেন। রাসূল মক্কায় পৌঁছে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট দূত পাঠান। দূত উক্ত বিষয়টি আব্বাসের নিকটে উল্লেখ করে। অন্য বর্ণনায় আছে, মায়মূনা তার বিষয়টি রাসূলের নিকটে পেশ করে। তখন রাসূল (ছাঃ) আব্বাসের বাড়ীতে গিয়ে মায়মূনাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে আব্বাস (রাঃ) তাকে রাসূলের সাথে বিবাহ দেন।[১৪৮]

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জা'ফর ইবনু আবু তালেবের মাধ্যমে মায়মূনার নিকটে প্রস্তাব পাঠালে তিনি বিষয়টি আব্বাস (রাঃ)-এর নিকটে উপস্থাপন করেন। তখন আব্বাস (রাঃ) তাকে রাসূলের সাথে বিবাহ দেন।[১৪৯]

(৩) মায়মূনা (রাঃ) রাসূলের প্রতি তার মনের আকর্ষণের কথা স্বীয় সহোদর বোন উম্মুল ফযল-এর নিকট ব্যক্ত করেন। তখন উম্মুল ফযল তার স্বামী আব্বাস (রাঃ)-এর সাথে এ বিষয়ে আলাপ করেন। আব্বাস (রাঃ) একথা রাসূলের নিকটে পেশ করেন। এমনকি তিনি রাসূলের নিকট মায়মূনাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে মায়মূনা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন।[১৫০]

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু রাফে' ও অন্য একজন আনছার লোককে মায়মূনার নিকটে পাঠান। তারা মায়মূনাকে রাসূলের সাথে বিবাহ দেন তিনি মদীনা থেকে (মক্কার উদ্দেশ্যে) বের হওয়ার পূর্বে।[১৫১]

(৫) বাররা বিনতুল হারিছ ওরফে মায়মূনা (রাঃ) নিজেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য দান করেছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন, وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ– 'কোন মুমিনা নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য, অন্য কোন মুমিনের জন্য নয়' *(আহযাব ৫০)*।[১৫২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-কে যখন বিবাহের প্রস্তাব পাঠান তখন মায়মূনা (রাঃ) একটি উটে চড়েছিলেন। রাসূলের প্রস্তাবে তিনি খুশি হয়ে বলেন, اَلْجَمَلُ وَمَا عَلَيْهِ لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم– 'এ উট এবং এর উপর যা আছে সব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য'।[১৫৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-কে ৪০০ দিরহাম মতান্তরে ৫০০ দিরহাম মহর দিয়েছিলেন।[১৫৪] তিনি ছিলেন নবী করীম (ছাঃ)-এর সর্বশেষ বিবাহিতা স্ত্রী।[১৫৫]

**বাসর যাপন :**

৭ম হিজরীর শাওয়াল মাসে কাযা ওমরা সম্পন্নের পর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে 'তানঈম'-এর নিকটবর্তী মক্কা থেকে ১০ বা ১২ মাইল দূরে 'সারিফ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-এর সাথে বাসর যাপন করেন।[১৫৬]

নবী করীম (ছাঃ) মক্কায় তিন দিন অবস্থান করেন। তৃতীয় দিনে হুয়াইতাব ইবনু আব্দুল ওয্যা আরো কয়েক জন কুরাইশ লোক নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলে, তোমার (মক্কায় অবস্থানের) সময় শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং তুমি আমাদের এখান থেকে চলে যাও। তিনি বললেন, 'তোমাদের কি হ'ল, তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করেছ, আর আমি তোমাদের সামনে বাসরের আয়োজন করেছি এবং তোমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করেছি! ইতিমধ্যে তোমরা হাযিরও হয়েছ'। তারা বলল, তোমার খাদ্যের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তুমি আমাদের এখান থেকে চলে যাও। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-কে নিয়ে বের হ'লেন এবং 'সারিফ' নামক স্থানে এসে যাত্রা বিরতি করেন। এখানেই তিনি বাসর যাপন করেন।[১৫৭]

**রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি মুহরিম অবস্থায় মায়মূনা (রাঃ)-কে বিবাহ করেছিলেন?**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-কে হালাল অবস্থায় না মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন এ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ 'আত-তাবাক্বাতুল কুবরা' গ্রন্থে ১১টি বর্ণনা পেশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-কে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি বিভিন্ন সূত্রে ১৭টি বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন যে, তাঁদের বিবাহ মুহরিম অবস্থায় সম্পন্ন হয়েছিল।[১৫৮] অনুরূপভাবে হাকিম নাইসাপুরী (রহঃ)ও পক্ষে-বিপক্ষে কয়েকটি বর্ণনা পেশ করেছেন।[১৫৯] হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী পক্ষে-বিপক্ষে কতিপয় বর্ণনা উল্লেখ করে

*১৪৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৯; আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০৫।*
*১৪৯. তদেব; হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ জুয (কায়রো : দারুর রাইয়ান, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮/১৪০৮), পৃঃ ২৩৩; আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৩।*
*১৫০. তারাজিমু সাইয়্যেদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৪১৫।*
*১৫১. আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০৫।*
*১৫২. তারাজিমু সাইয়্যেদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৪১৫-১৬; আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১৯২; ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৩য় খণ্ড (কুয়েত : আল-ইরফান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)/১৪১৭ হিঃ), পৃঃ ৬৫৪।*
*১৫৩. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ জুয, পৃঃ ২৩৩।*
*১৫৪. তদেব; ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৬।*
*১৫৫. তদেব; আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬১; আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩২; আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০৮।*
*১৫৬. আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩২-৩৩; তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৪১৭।*
*১৫৭. আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৩।*
*১৫৮. আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০৫-১০৮।*
*১৫৯. আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৩-৩৪।*

মুহরিম অবস্থায় বিবাহ সংক্রান্ত বর্ণনাকে মুতাওয়াতির বলেছেন।[১৬০] উক্ত বর্ণনাগুলোর মধ্যে দু'একটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَتْنِيْ مَيْمُوْنَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِيْ وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ-

ইয়াযীদ ইবনুল আছাম হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, মায়মূনা বিনতুল হারিছ (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছেন। রাবী বলেন, তিনি আমার ও ইবনু আব্বাসের খালা ছিলেন।[১৬১] অন্য বর্ণনায় আছে,

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ ابْنِ أُخْتِ مَيْمُوْنَةَ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلاَلاَنِ بِسَرِفَ-

ইয়াযীদ ইবনুল আছাম (মায়মূনার ভাগ্না) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, মায়মূনা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ 'সারিফ' নামক স্থানে আমাকে বিবাহ করেন এবং আমরা হালাল অবস্থায় ছিলাম'।[১৬২]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ-

ইকরিমা ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-কে মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করেছেন।[১৬৩] আবুশ শা'ছা থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[১৬৪]

**সমন্বয় :**

উপরোক্ত দুই ধরনের বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে মনীষীগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যথা- ১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করেছেন এবং হালাল অবস্থায় বাসর যাপন করেছেন। ২. ঐ সময় পর্যন্ত মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করা হারাম হয়নি।[১৬৫] ৩. কারো মতে, তিনি তখন হারামের সীমানার মধ্যে ছিলেন। এজন্য তাকে মুহরিম বলা হয়েছে। কিন্তু মূলতঃ তিনি হালাল ছিলেন। ৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন ও বাসর যাপন করেছিলেন এবং বিবাহের কথা প্রকাশ করেছিলেন মুহরিম অবস্থায়।[১৬৬] যেরূপ ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী (রহঃ) বলেন, وَالْأَكْثَرُوْنَ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلاَلاً وَظَهَرَ أَمْرُ تَزْوِيْجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ بِسَرِفَ فِيْ طَرِيْقِ مَكَّةَ. 'অধিকাংশ বিদ্বান এ মতে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হালাল অবস্থায় তাকে (মায়মূনাকে) বিবাহ করেছেন এবং বিবাহের বিষয়টি মুহরিম অবস্থায় প্রকাশ করেছেন। আর মক্কার পথে 'সারিফ' নামক স্থানে তার সাথে বাসর যাপন করেন হালাল অবস্থায়।[১৬৭]

**বিবাহের কারণ :**

তৎকালীন আরব সমাজে বিভিন্ন গোত্রের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। এ সম্পর্কের কারণেই ছোট ছোট গোত্রগুলো বিশালাকার ধারণ করে। এই বৈবাহিক সম্পর্ক ও পরিচিতির সূত্র ধরে মরুর পথে মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে বহু দূর দূরান্ত থেকে নিজ নিজ গন্তব্যে যাতায়াত করত। এ সম্পর্কের ফলে নির্ভয়ে তারা এক শহর থেকে অন্য শহরে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সফর করত। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপ্লব সাধিত হয়। অনুরূপভাবে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে ইসলামী দাওয়াত সুদীর্ঘ কাল থেকে ব্যাপকতা লাভ করে আসছে। সেই দিক থেকে এ বিবাহ ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক মায়মূনা (রাঃ)-কে বিবাহ করার উল্লেখযোগ্য কতিপয় কারণ হচ্ছে- (১) আব্বাস (রাঃ)-এর পরিবার-পরিজনের সাথে সুসম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় করা। কেননা তারা এ বিবাহ বন্ধনকে মনে-প্রাণে কামনা করছিলেন। (২) মায়মূনা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। এতে তিনি বিভিন্ন সমস্যায় পতিত হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার মানসিক অবস্থা ঠিক করার জন্য এবং বিভিন্ন সমস্যা থেকে হেফাযত করার জন্য তাকে বিবাহ করেন। (৩) মক্কার মুশরিকদের অন্তরকে প্রভাবিত করার জন্য, বিশেষতঃ মায়মূনা (রাঃ)-এর গোত্র বনু হেলালের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য রাসূল (ছাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। কেননা আরবরা এ বৈবাহিক সম্পর্ককে মহৎ মানবিকতা, আশ্রয় দান ও সহায়তা হিসাবে গণ্য করত। এ বিবাহের ফলে দেখা যায়, ঐ গোত্রের লোক দলে দলে ইসলাম কবুল করছে।[১৬৮]

---

*১৬০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪০-৪১।*

*১৬১. ছহীহ মুসলিম হা/১৪১১ 'মুহরিমকে বিবাহ করা হারাম ও প্রস্তাব দেওয়া অপসন্দনীয়' অনুচ্ছেদ; ইবনু মাজাহ, হা/১৯৬৪।*

*১৬২. আবু দাঊদ হা/১৮৪৩; তিরমিযী হা/৮৪৫; আহমাদ ৬/৩৩৩, ৩৩৫।*

*১৬৩. মুসলিম হা/২৫২৭; আহমাদ হা/২২০০; আবু দাঊদ হা/১৮৪৩; তিরমিযী হা/৮৪৩।*

*১৬৪. বুখারী; মুসলিম হা/১৪১০; তিরমিযী হা/৮৪৪; ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৫।*

*১৬৫. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, ৪ জুয, পৃঃ ২৩৩; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪২।*

*১৬৬. মিরক্বাত, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৩।*

*১৬৭. মিশকাত, তাহক্বীক্ব : আলবানী, ২য় খণ্ড (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৫/১৪০৫ হিঃ), পৃঃ ৮২২, ২৬৮৩ নং হাদীছের আলোচনা দ্রঃ।*

*১৬৮. ছালাহুদ্দীন মকবূল আহমাদ, আল-মার'আতু বায়না হিদয়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াতুল ই'লাম, পৃঃ ২৭১।*

**চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :**

উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রাঃ) বহু দুর্লভ গুণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী ছিলেন। নিম্নে তাঁর কতিপয় উত্তম গুণাবলী উপস্থাপন করা হ'ল।-

**ক. তাকওয়া বা আল্লাহভীতি :** বিশ্ব জাহানের মালিক মহান আল্লাহকে তিনি সবচেয়ে বেশী ভয় করতেন। জীবনের প্রতিটি কাজে তা প্রতিফলিত হ'ত এবং তাঁর সাথে যারা ওঠা-বসা করতেন তারা তাঁর এ বৈশিষ্ট্যকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারতেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) মায়মূনা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তাতে তাঁর এ অনুপম গুণ প্রতিভাত হয়েছে। তিনি বলেন, أَمَا أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَتْقَانَا لِلَّهِ، وَأَوْصَلَنَا لِلرَّحِمِ، 'জেনে রেখো, নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারীণী।[১৬৯]

**খ. দানশীলতা :** মায়মূনা (রাঃ) অতীব দানশীলা মহিলা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার এগুণটি পসন্দ করতেন। মায়মূনা (রাঃ)-এর একজন দাসী ছিল। তিনি তাকে আল্লাহ্র নামে আযাদ করে দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট একথা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তুমি যদি ঐ অর্থ তোমার ভাই ইবনুল হারিছকে দিতে তবে অধিক ছওয়াব পেতে।[১৭০]

**(গ) ইবাদত-বন্দেগী :** মায়মূনা (রাঃ) অতি ইবাদতগুযার মহিলা ছিলেন। তিনি ছালাত আদায়ের সময়ে তনুত্রাণ পরিধান করে তথা আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করে ছালাত আদায় করতেন।[১৭১] তিনি হজ্জ করতে গিয়ে ইহরাম অবস্থায় মাথা কামিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায়ই তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর মাথায় তখন নতুন চুলে ভরা ছিল।[১৭২] মায়মূনা (রাঃ)-এর সম্ভবতঃ জানা ছিল না যে, হজ্জ বা ওমরায় মহিলাদের মাথা কামানো নিষেধ, বরং চুল ছোট করতে হয়। কেননা হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا-

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদের মাথা কামাতে নিষেধ করেছেন।[১৭৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ 'মহিলাদের উপর মাথা কামানো নেই, তাদের জন্য আবশ্যক চুল খাটো করা'।[১৭৪]

**(ঘ) দ্বীনের বিধানের প্রতি কঠোরতা :** আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধের প্রতি তিনি খুবই মনোযোগী ছিলেন। আল্লাহ্র হুকুমের বিপরীত কোন কাজ হ'তে দেখলে, তিনি তা বরদাশত করতেন না। একদা তাঁর এক নিকটাত্মীয় তাঁর গৃহে আসল। তখন লোকটির মুখ থেকে শরাবের গন্ধ আসছিল। তিনি বললেন, যদি তুমি মুসলমানদের নিকটে যাও, তাহ'লে তারা তোমাকে বেত্রাঘাত করবে কিংবা তোমাকে পবিত্র করে ছাড়বে। তুমি আমার নিকটে আর কখনো আসবে না।[১৭৫]

**(ঙ) বুদ্ধিমত্তা :** তাঁর বর্ণিত অনেক হাদীছ থেকে তাঁর ফিক্বহী সূক্ষ্মতার পরিচয় মেলে। উদাহরণ স্বরূপ একটি হাদীছ উল্লেখ করা হ'ল- একবার ইবনু আব্বাস (রাঃ) মলিন মুখে বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'হে বৎস! তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, উম্মু আম্মার (তাঁর স্ত্রী) আমার চুলে চিরুণী করে দিত। কিন্তু সে মাসিক স্রাবে রয়েছে। তিনি বললেন, কী চমৎকার! আমার ঐ রকম দিনে নবী করীম (ছাঃ) আমার কোলে মাথা রেখে শয়ন করতেন ও কুরআন মাজীদ পড়তেন। আমি ঐ অবস্থায় মসজিদে বিছানা (চাটাই) রেখে আসতাম। বৎস! হাতেও কি এসব হয় কখনও?[১৭৬]

**ইলমী খিদমত :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তিকালের পরও দীর্ঘ দিন মায়মূনা (রাঃ) জীবিত ছিলেন। মহানবী (ছাঃ)-এর অনেক হাদীছই উম্মুল মুমিনীনদের মাধ্যমে পরবর্তীদের কাছে সম্প্রসারিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মায়মূনা (রাঃ)-এর অবদান অনস্বীকার্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে তিনি হাদীছ শিক্ষা লাভ করেছেন এবং তা বর্ণনাও করেছেন। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, মায়মূনা (রাঃ) হ'তে ৭৬টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[১৭৭] হাফেয যাহাবী বলেন, তাঁর থেকে মোট ১৩টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে ৭টি, ইমাম

১৬৯. *আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৪; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৪, সনদ হাসান।*
১৭০. *বুখারী হা/২৪০৩; মুসলিম হা/১৬৬৬।*
১৭১. *আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১১০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৩, সনদ ছহীহ।*
১৭২. *আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৩, সনদ ছহীহ।*
১৭৩. *নাসাঈ, তিরমিযী, হা/৯১৩।*
১৭৪. *আবু দাঊদ হা/১৯৪৮, সনদ হাসান।*
১৭৫. *আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১১০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৩, সনদ ছহীহ।*
১৭৬. *মুসনাদ ইমাম আহমাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৩১।*
১৭৭. *সাইয়েদ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-জরদানী, ফাতহুল আল্লাম বিশারহি মুরশিদিল আনাম, ১ম খণ্ড (কায়রো : দারুস সালাম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১০/১৯৯০), পৃঃ ২৩৬; অবশ্য তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। 'মাতালিউল আনোয়ার' গ্রন্থে ৭৭টি এবং 'আল-কামাল ফী মা'রিফাতির রিজাল' গ্রন্থে ৪৬টি হাদীছের কথা এসেছে। দ্রঃ আসমাউছ ছাহাবা আর-রুয়াত, ৪৪নং টীকা, পৃঃ ৬৮।*

বুখারী এককভাবে ১টি এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) এককভাবে ৫টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৭৮] তবে আমাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাঁর থেকে বর্ণিত পুনরুক্তিসহ ছহীহ বুখারীতে ২১টি, ছহীহ মুসলিমে ১৮টি, জামি আত-তিরমিযীতে ৪টি, সুনান আবু দাঊদে ১৫টি, সুনান নাসাঈতে ২৬টি এবং সুনান ইবনু মাজাহতে ১১টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে।

**তাঁর থেকে যারা হাদীছ বর্ণনা করেছেন :**

তাঁর থেকে যারা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হ'লেন- ইবনু আব্বাস (মৃঃ ৮৬/৭০৫), আব্দুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ ইবনুল হাদ (মৃঃ ৮১/৭০০), আব্দুর রহমান ইবনুস সায়েব আল-হিলালী, ইয়াযীদ ইবনু আছাম, (এরা সকলেই তাঁর ভাগ্নে), তাঁর পূর্ব স্বামীর ছেলে ওবায়দুল্লাহ আল-খাওলানী, নদবা (দাসী), আতা ইবনু ইয়াসার, সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (মৃঃ ১০০/৭১৮), ইবরাহীম ইবনু আব্দুল্লাহ (মৃঃ ৪১/৬৬১), কুরায়ব (ইবনু আব্বাসের দাস) (মৃঃ ৯৮/৭১৬), ওবায়দা ইবনু সাব্বাক, ওবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা (মৃঃ ৯৪/৭১২), আলিয়া বিনতু সাবী (রাঃ) প্রমুখ।[১৭৯]

**খাদ্যশস্য দান :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বারের উৎপাদিত ফসল থেকে মায়মূনা (রাঃ)-কে ৮০ ওয়াসাক্ব খেজুর এবং ২০ ওয়াসাক্ব যব বা গম প্রদান করেন।[১৮০]

**ইন্তিকাল :**

মায়মূনা (রাঃ) ৫১হিঃ/৬৭১খৃঃ 'সারিফ' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১৮১] মুহাম্মাদ ইবনু ওমর আল-ওয়াকেদী বলেন, তিনি ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়ার খিলাফতকালে ৬১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[১৮২] হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, তিনি ৬৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[১৮৩] মায়মূনা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বশেষে ইন্তিকাল করেন।[১৮৪] অথচ ইয়াযীদ ইবনুল আছামের বর্ণনা হ'তে জানা যায় যে, আয়েশা (রাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-এর পরেও জীবিত ছিলেন। আর আয়েশা (রাঃ) সর্বসম্মতিক্রমে ৬০ হিজরীর পূর্বে ইন্তিকাল করেন। মায়মূনা (রাঃ)-এর মৃত্যু সন নিয়ে আরো কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন ৪৯ হিঃ, ৬৩ হিঃ ও ৬৬ হিঃ। তবে এ বর্ণনাগুলো সঠিক নয়। বরং প্রথম বর্ণনাটিই অধিক বিশুদ্ধ।[১৮৫] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর মতান্তরে ৮১ বছর।[১৮৬]

**জানাযা ও দাফন :**

তিনি 'সারিফে' মৃত্যুবরণ করেন। কারো মতে, তিনি মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন এবং সারিফে নীত হন।[১৮৭] যখন তাঁর লাশ কাঁধে উঠানো হয়, তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী। সুতরাং বেশী নাড়াচাড়া করো না। আদবের সাথে আস্তে নিয়ে চলো।[১৮৮] ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাঁর জানাযা পড়ান। 'সারিফ' নামক স্থানে যেখানে তাঁর বাসর উদ্‌যাপিত হয়েছিল, সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ), ইয়াযীদ ইবনুল আছাম, আব্দুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ ইবনুল হাদী এবং ওবায়দুল্লাহ আল-খাওলানী (রাঃ) তাঁকে কবরে নামান।[১৮৯] ইয়াযীদ ইবনু আছাম বলেন, যখন আমরা মায়মূনা (রাঃ)-এর মৃতদেহ কবরে রাখলাম, তখন তাঁর মাথাটা একদিকে ঝুকে গেল। তখন আমি চাদর খুলে তাঁর মাথার নীচে দিলে ইবনু আব্বাস তা উঠিয়ে ফেলেন এবং তাঁর মাথার নীচে কিছু নুড়ি পাথর দিয়ে দেন।[১৯০]

**সমাপনী :**

উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রাঃ) ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও অভিজাত পরিবারের এক বিদুষী মহিলা এবং বহু অনুপম গুণের অধিকারিণী। তিনি চরিত্র-মাধুর্যে যেমন অনুসরণীয় ছিলেন, তেমনি ইলমী খিদমতে তাঁর জীবনের অনেক সময় ব্যয় করেছেন। নবীপত্নী এই মহিয়সী ছাহাবীর জীবনী থেকে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনী থেকে ইবরাত হাছিল করতে পারলে আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন হবে সুন্দর ও সুখময়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

*১৭৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৫।*
*১৭৯. তদেব, পৃঃ ২৩৯; আসমাউছ ছাহাবা আর-রুয়াত, পৃঃ ৬৮।*
*১৮০. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১১১।*
*১৮১. আল-ইছাবা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৩; তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৪৮১।*
*১৮২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৫।*
*১৮৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ জুয, পৃঃ ২৩৪।*
*১৮৪. আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৪০।*
*১৮৫. আল-ইছাবা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৩; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৫।*
*১৮৬. আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১১১; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৫।*
*১৮৭. তদেব; আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১১১।*
*১৮৮. বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫৮।*
*১৮৯. আল-ইস্তি'আব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯১৮।*
*১৯০. আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১১১।*

# আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর

*নূরুল ইসলাম**

[৩য় কিস্তি]

**রাজনীতিতে যোগ দেয়ার কারণ :**

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ) নিছক ক্ষমতালিপ্সার বশবর্তী হয়ে রাজনীতিতে জড়াননি; বরং পাকিস্তানে ইসলামী শরী'আহ বাস্তবায়নের জন্য এটিকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের একটা ক্ষেত্র হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। তিনি রাজনীতিতে জড়িত থাকা অবস্থায় আক্বীদার ব্যাপারে কখনো আপোষকামিতাকে প্রশ্রয় দেননি এবং আহলেহাদীছ চিন্তাধারার প্রচার-প্রসারে ও নিজেকে আহলেহাদীছ বলে পরিচয় দিতে কখনো বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর উপস্থিতি সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আহলেহাদীছদেরকে পরিচিত করেছিল- এতে কোন সন্দেহ নেই।[১৯১]

২. তিনি মনে করতেন যে, ইসলাম সকল যুগ-কাল ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। রাষ্ট্রীয় অঙ্গন থেকে ধর্মকে বিদায় দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্র বলে মনে করতেন।[১৯২]

৩. রাজনীতির ময়দানে সক্রিয় থাকাকালে তিনি কখনো সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـــر) থেকে বিরত থাকেননি; বরং যখনই রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শরী'আত বিরোধী কোন কাজ সংঘটিত হতে দেখেছেন তখনই নির্ভীকভাবে দৃঢ়কণ্ঠে তাঁর প্রতিবাদ করেছেন। যেমন- ক. একবার এক স্থানে কয়েকজন মন্ত্রী একত্রিত হয়েছিলেন। পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আল্লামা যহীর সেখানে শিরক ও ব্রেলভীদের সম্পর্কে বক্তব্য দেয়া শুরু করেন। অথচ উপস্থিতির মধ্যে অধিকাংশই ব্রেলভী ছিলেন এবং অনেক মন্ত্রীও ব্রেলভীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি সেখানে বলেন, 'ব্রেলভীরা মৃত ব্যক্তিদের নিকট সাহায্য চায় এবং এতদুদ্দেশ্যে তাদের কবর যিয়ারত করে। এটা প্রকাশ্য শিরক'। তাঁর বক্তব্য শুনে অনেকে বলা শুরু করে, যদি এটাই ওহাবীদের আক্বীদা হয়, তাহলে আমরাও ওহাবী। কারণ আমাদের অনেকেই মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া এবং এজন্য তাদের কবর যিয়ারত করায় বিশ্বাস করে না। তাছাড়া ব্রেলভীদের বিরুদ্ধে 'আল-ব্রেলভিয়া আকাইদ ওয়া তারীখ' নামে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লিখেছিলেন। যদি ক্ষমতার প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে তিনি রাজনীতি করতেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের বই লিখে তাদের ক্রোধের পাত্র হতেন না। কারণ সে সময় অনেক মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সাধারণ অনেক মানুষ ব্রেলভী মতবাদে বিশ্বাসী ছিল।[১৯৩]

খ. একদিন পাঞ্জাবের জনৈক গভর্ণর (সম্ভবত গোলাম মোস্তফা খার) আলেমদেরকে ডেকে তাদেরকে গালি-গালাজ করে শাসান এবং অসম্মান করেন। সেখানে আল্লামা যহীরও উপস্থিত ছিলেন। গভর্ণর তাঁর বক্তব্য শেষ করলে নির্ভীক আল্লাম যহীর তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন এবং আলেমদেরকে অসম্মান করার পরিণতি ভাল হবে না বলে উল্টো গভর্ণরকে হুঁশিয়ার করে দেন। তাঁর এই সাহসী ভূমিকার জন্য আলেমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।[১৯৪]

গ. পাঞ্জাবের আরেকজন গভর্ণর ছূফী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ৫ম শতকের লাহোরের খ্যাতিমান ছূফী আলী হুজূরী লাহোরীর (মৃঃ ৪৬৫ হিঃ) কবরে গিয়ে বরকত হাছিল করতেন এবং গোলাপজল দিয়ে তার কবর ধুয়ে দিতেন। আল্লামা যহীর তাকে এ শিরকী ও শরী'আত বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন।[১৯৫]

৪. যুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁকে তাঁর পসন্দমত যেকোন আরব রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হওয়ার এবং জেনারেল যিয়াউল হক ধর্মমন্ত্রী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[১৯৬] এসব প্রস্তাবকে পাকিস্তানে ইসলামী শরী'আহ বাস্তবায়নের আন্দোলন এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ থেকে বিরত রাখার একটা সস্তা মূল্য ও অপকৌশল মনে করে তিনি এ দু'টি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যদি তিনি ক্ষমতাগৃধ্নু হতেন তাহলে এসব লোভনীয় প্রস্তাব কখনই ফিরিয়ে দিতেন না।

৫. জেনারেল যিয়াউল হক তাঁকে ওলামা এডভাইজারী কাউন্সিলের সদস্য করেছিলেন। তিনি পাকিস্তানে ইসলামী শরী'আহ বাস্তবায়নে আন্তরিক ভেবেই আল্লামা যহীর এই কাউন্সিলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাষায় 'যখন আমার এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, জেনারেল মুহাম্মাদ যিয়াউল হক ইসলামী শরী'আহ বাস্তবায়নে আন্তরিক নন, তখন আমি এডভাইজারী কাউন্সিলের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলাম। (১০/১২ জন আলেমের মধ্যে) আমিই একমাত্র সদস্য ছিলাম, যে নিজেই এডভাইজারী কাউন্সিলকে ত্যাগ করেছিল। আমার সাথে অন্য যে ব্যক্তিরা সেই কাউন্সিলে ছিল তাদেরকে এডভাইজারী কাউন্সিলই পরিত্যাগ করেছিল। তারা শেষবধি ওটাকে আঁকড়ে ধরেছিল'।[১৯৭]

---

* এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯১. *The life of Shaykh Ihsan Ilahi Zahir, P. 77.*

১৯২. *'আল-ইস্তিজাবা', সংখ্যা ১২, যুলহিজ্জাহ ১৪০৭ হিঃ, পৃঃ ৩৫।*

১৯৩. *ড. আলী বিন মূসা আয-যাহরানী, শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর মানহাজুহু ওয়া জুহূদুহু ফী তাকূরীরিল আক্বীদা ওয়ার রাদ্দি আলাল ফিরাকিল মুখালিফাহ (রিয়াদ : দারুল মুসলিম, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হিঃ/২০০৪ খৃঃ), পৃঃ ২২৭-২৮।*

১৯৪. *ঐ, পৃঃ ৫২-৫৩।*

১৯৫. *ঐ, পৃঃ ৫৩।*

১৯৬. *The life of Shaykh Ihsan Ilahi Zahir, p. 78.*

১৯৭. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫৭।*

এডভাইজারী কাউন্সিল ত্যাগের পর তিনি যিয়াউল হকের তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন। তিনি তাঁকে বলতেন, 'যদি আপনি কথায় নয় বাস্তবে ইসলামী শরী'আহ বাস্তবায়ন করেন, তাহলে আমি কস্মিনকালেও আপনার বিরোধিতা করব না'।[১৯৮]

মোটকথা, পাকিস্তানে ইসলামী শরী'আহ বাস্তবায়নের ঈপ্সিত লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তিনি রাজনীতিতে পদার্পণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। বরং এতে আহলেহাদীছ আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

**ধর্মতাত্ত্বিক হিসাবে যহীর :**

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরের বাল্যকাল কাটে জন্মস্থান শিয়ালকোটে। যেখানে কাদিয়ানী, বাহাইয়া, ব্রেলভী, শী'আ, দেওবন্দী, হানাফী, আহলেহাদীছ প্রভৃতি দলের লোকজন বসবাস করত। প্রত্যেক দলের লোকজন পরস্পর বাহাছ-মুনাযারায় প্রায়শই লিপ্ত হত। আল্লামা যহীরের ভাষায়, 'এই পরিবেশে জ্ঞানের চোখ উন্মীলন করে দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের জন্য শহর-নগর, দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ করা ইহসান ইলাহী যহীরের চেয়ে ধর্মতত্ত্ব আর কে ভাল বুঝতে পারে'?[১৯৯]

ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর মধ্যে এসব ফিরকা সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়। তখন তিনি বন্ধু-বান্ধবদের সাথে নিয়ে বাহাইয়া, কাদিয়ানী ও খৃষ্টানদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতেন তাদের বক্তব্য শোনার জন্য ও তাদের সাথে বাহাছ করার জন্য। শিয়ালকোটে একবার তাঁকে কাদিয়ানী মুবাল্লিগের সাথে মুনাযারার জন্য আহ্বান জানানো হলে তিনি তাদের প্রস্তাবে সম্মত হন। তবে শর্ত হ'ল- গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর বই তাঁকে পড়ার জন্য ধার দিতে হবে। কাদিয়ানীরা এ শর্তে রাজি হয়ে তাকে 'আনজামে আছেম', 'ইযালাতুল আওহাম', 'দুর্রে ছামীন', 'হাকীকাতে অহী', 'সাফীনায়ে নূহ'-এই পাঁচটি বই পড়তে দেয়। প্রথম ও তৃতীয় বইটি তিনি এক রাতে পড়ে শেষ করেন। অন্য বইগুলোও দুই/তিন দিনে পড়ে শেষ করেন। নির্ধারিত দিনে কয়েকজন বন্ধুসহ কাদিয়ানী মসজিদে যান। সেখানে বিতর্কের বিষয় নির্ধারিত হয় 'গোলাম আহমাদের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ'। কারণ সে তার ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে মিথ্যা নবুঅতের মানদণ্ড হিসাবে পেশ করেছিল। তিনি বিতর্কে বলেন যে, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, আব্দুল্লাহ আছেম ১৫ মাসের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে।[২০০] কিন্তু সে এ সময়ের মধ্যে মরেনি। কাজেই তোমাদের কথিত ভণ্ড নবীর ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক না হওয়ায় সে যে মিথ্যা নবুঅতের দাবীদার তা সপ্রমাণিত হল। কারণ নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সঠিক হয়। যহীরের এ যুক্তিতে কাদিয়ানী মুবাল্লিগের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। সে প্রত্যুত্তর দেয়ার চেষ্টা করে যহীরের অকাট্য দলীলের কাছে ব্যর্থ হয়ে নতিস্বীকার করে বলে, আমি তার্কিক নই। 'রাবওয়া' থেকে কাদিয়ানী বিতার্কিক আসলে আমি তোমাদেরকে তার সাথে বাহাছের জন্য ডাকব। এভাবে সেখান থেকে যহীর ও তার বন্ধুরা বিজয়ীবেশে ফিরে আসেন এবং কাদিয়ানীদের আরো কিছু বই পড়ার জন্য ধার নিয়ে আসেন। আল্লামা যহীর বলেন,..وهكذا بدأت أدرس هذا المذهب بدون أية واسطة 'এভাবে কোন মাধ্যম ছাড়াই আমি এই ফিরকা সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে শুরু করি'।[২০১]

এ ঘটনার পর আল্লামা যহীর ও তাঁর বন্ধুরা বাহাইয়াদের মাহফিল, খৃষ্টানদের ইনস্টিটিউটসমূহ এবং কাদিয়ানীদের কেন্দ্রসমূহে যাতায়াতের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। এমনকি তিনি কাদিয়ানীদের কেন্দ্র 'রাবওয়া'তে গিয়েও তাদের সাথে বিতর্ক করে বিজয়ী হন।[২০২] পরবর্তীতে তিনি প্রত্যেক সপ্তাহের বৃহস্পতিবার শিয়ালকোটে যেতেন এবং কাদিয়ানী সেন্টারে গিয়ে তাদের সাথে বিতর্ক করতেন ও তাদের বইপত্র সংগ্রহ করে আনতেন।[২০৩]

মাধ্যমিক স্তরে পড়াশুনা করার সময় একদিন তিনি বাহাইয়াদের একটি সভার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বক্তারা আক্বীদা সম্পর্কিত একটি বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি সেই সভায় গিয়ে তাদের বক্তব্য শুনেন। ইতিপূর্বে তাদের সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। তিনি ৮ দিন ঐ সভায় গিয়ে তাদের বক্তব্য শুনে তাদের আক্বীদা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অবগত হন এবং জনগণকে এ বিষয়ে সজাগ করেন। ফলে সেই সভা বন্ধ করে দেয়া হয়।[২০৪]

দেশে লেখাপড়া শেষ করার পর আল্লামা যহীর উচ্চশিক্ষার জন্য মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে ধর্মতত্ত্বে শিক্ষকদের জ্ঞানের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করে তিনি এ বিষয়ে লেখালেখি শুরু করেন। সেখানে অধ্যয়নকালে القاديانية عملية للاستعمار শিরোনামে আরবীতে প্রথম তাঁর একটি প্রবন্ধ দামেশকের 'হাযারাতুল ইসলাম' পত্রিকার ১৩৮৬ হিজরীর তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিদ্বানমহলে সাড়া পড়ে যায়। বন্ধু-বান্ধব ও শিক্ষকবৃন্দ তাঁকে কাদিয়ানীদের সম্পর্কে এ

১৯৮. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১।*
১৯৯. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৮।*
২০০. *১৮৯৩ সালে আব্দুল্লাহ আছেম নামে এক খৃষ্টান অমৃতসরে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। দীর্ঘ বিতর্কে তারা কেউই বিজয়ী হতে পারেনি এবং কোন ফলাফলে পৌঁছতে পারেনি। ফলে নিজের লজ্জা ঢাকবার প্রয়াসে গোলাম আহমাদ ১৮৯৩ সালের ৫ জুন ঘোষণা করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে জানানো হয়েছে যে, পনের মাস তথা ১৮৯৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আব্দুল্লাহ আছেম মারা যাবে। কিন্তু ঐদিন সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ না করার ফলে ভণ্ডনবী গোলাম আহমাদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। আব্দুল্লাহ আছেম এরপরেও অনেক দিন বেঁচেছিলেন। যহীর তাঁর বিতর্কে এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। দ্র. আল-কাদিয়ানিয়্যাহ, পৃঃ ১৬৩-১৬৭।*
২০১. *আল-কাদিয়ানিয়্যাহ, পৃঃ ৭-৮।*
২০২. *ঐ, পৃঃ ৮-৯।*
২০৩. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত পৃঃ ২১৭।*
২০৪. *'আল-আরাবিয়্যাহ', সঊদী আরব, সংখ্যা ৮৭, রবীউছ ছানী, ১৪০৫ হিঃ, পৃঃ ৯১।*

জাতীয় প্রবন্ধ লেখার জন্য উৎসাহিত করেন। ফলে তিনি আরবীতে এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা অব্যাহত রাখেন।[২০৫]

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করে দেশে ফিরে তিনি দ্বীনের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় তিনি বক্তৃতা জগতে সুদৃঢ়ভাবে পদচারণা অব্যাহত রাখেন এবং বিভিন্ন বাতিল ফিরকার ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস জনসম্মুখে তুলে ধরা তাঁর বক্তব্যের অবিচ্ছেদ্য উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য বক্তব্যের প্রয়োজনে তাঁকে এ বিষয়ে ব্যাপক পড়াশুনা করতে হয় বলে মাহবূব জাবেদকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন।[২০৬]

ধর্মতত্ত্বের উপর বক্তৃতা দেয়া ও লেখালেখির জন্য প্রচুর পড়াশুনার প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে বাতিল ফিরকাগুলোর আক্বীদা বিশ্লেষণ এবং দলীল ও যুক্তিভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সেগুলোর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্য। আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরের মধ্যে এই গুণ পুরা মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি ছাত্র জীবনেই কাদিয়ানীদের সম্পর্কে বইপত্র পড়া শুরু করেন। যেমন 'আল-কাদিয়ানিয়্যাহ' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন, فدرست هذه الحركة أثناء دراستي في المدارس الشرعية، بواسطة كتب شيخ الإسلام العلامة ثناء الله الأمرتسري، وإمام عصره الشيخ محمد إبـــراهيم السيالكوتي، وشيخنا الجليل العلامة المحدث الحافظ محمد جونـــدلوي، وغيرهـــم مـــن العلمـــاء. 'ইসলামিয়া মাদরাসাগুলোতে পড়াশুনা করার সময় শায়খুল ইসলাম আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, স্বীয় যুগের ইমাম শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহীম শিয়ালকোটী, আমাদের সম্মানিত শায়খ আল্লামা মুহাদ্দিছ হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবী ও অন্যান্য আলেমদের বইপত্রের বদৌলতে আমি এই আন্দোলন সম্পর্কে অধ্যয়ন করি'।[২০৭] তিনি গবেষণার ক্ষেত্রে পরিশ্রমকে মোটেই ভয় পেতেন না। 'আল-ব্রেলভিয়া' শীর্ষক গ্রন্থটি লেখার জন্য তিনি তিন শতাধিক বই অধ্যয়ন করেন।[২০৮]

তাঁর একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ছিল। নানাবিধ কর্মব্যস্ততার মাঝে তিনি যখনই সময় পেতেন তখনই এই লাইব্রেরীতে বসে জ্ঞানসমুদ্রের মণি-মাণিক্য আহরণে মশগুল হয়ে যেতেন। মাহবূব জাবেদকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি যখনই অবসর সময় পাই তখনই সেই সময়টুকু আমার বাড়ির লাইব্রেরীতে কাটাই। আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে বিভিন্ন ফিরকার উপর পৃথিবীর যেকোন বড় লাইব্রেরীর চেয়ে বেশী বই আছে। আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে হাযার হাযার বই মজুদ রয়েছে। এগুলো সবই আমি অধ্যয়ন করেছি। আপনি এটা জেনে আশ্চর্য হবেন যে, আমি ৩/৪ ঘণ্টা ঘুমাই। সারাজীবন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪ ঘণ্টার বেশী আমি কখনো ঘুমাইনি। যখন পৃথিবী ঘুমের সাগরে ডুবে থাকে, তখন আমি আমার লাইব্রেরীতে অবস্থান করি। আমি আমার বিবিধ কর্মব্যস্ততার মাঝেও কাগজ-কলমের সাথে যোগসূত্র বজায় রেখে আসছি'।[২০৯]

কাদিয়ানী, শী'আ, বাহাইয়া, বাবিয়া, ব্রেলভী, ইসমাঈলিয়া, ছূফী প্রভৃতি ভ্রান্ত ফিরকাগুলোর ধ্যান-ধারণা জনসম্মুখে তুলে ধরে ইসলামের নির্মল রূপ প্রকাশ করাই তাঁর ধর্মতত্ত্ব গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল। কাউকে সন্ত্রষ্ট, ক্রুদ্ধ অথবা স্রেফ গবেষণার জন্য তাঁর লেখালেখি পরিচালিত হয়নি। তিনি বলেছেন, 'আমি কঠোর পরিশ্রম করে বিভিন্ন ফিরকার উপর প্রামাণ্য বইপত্র লেখার চেষ্টা করেছি। ধর্মতত্ত্বের উপর বই লিখে আমি ইসলামের খিদমত করেছি; বিভেদ সৃষ্টি করিনি। ভ্রান্ত ফিরকাগুলোর আক্বীদা বর্ণনা করেছি মাত্র। মানুষকে রাসূল (ছাঃ) আনীত ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করার এবং ইসলামকে স্রেফ কুরআন ও সুন্নাহ্র দৃষ্টিতে দেখার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছি'।[২১০] তিনি 'আল-ইসমাঈলিয়্যাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হককে বাতিল থেকে, সঠিককে বেঠিক থেকে, হেদায়াতকে পথভ্রষ্টতা থেকে, ইসলামকে কুফরী থেকে পৃথক করা এবং মানুষকে বক্র পথ, শয়তানী আদর্শ ও মানুষের মতামত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া শ্বেত-শুভ্র-নিষ্কলঙ্ক পথের দিশা প্রদান করে ইসলামের পবিত্রতার প্রতিরক্ষা-ই বাতিল ফিরকাসমূহ সম্পর্কে কলমী জিহাদ চালানোর পিছনে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। যেমন তিনি বলেন,

فهذا هو الهدف، وهذه هي الحقيقة من البحث والكتابة في الفرق الضالة، المنحرفة، والطوائف الباغية الخارجة علـــى الإسلام ممن كتبنا عنهم حتى اليوم.

'পথভ্রষ্ট, ভ্রান্ত ও ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া বিদ্রোহী দলগুলোর যাদের সম্পর্কে অদ্যাবধি আমরা লিখেছি, তার উদ্দেশ্য ও বাস্তবতা এটিই'।[২১১]

এক্ষণে প্রশ্ন হল, তিনি তাঁর মাতৃভাষা উর্দূ বাদ দিয়ে আরবীতে কেন ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত বই লিখলেন তাঁর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাহবূব জাবেদকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমি ধর্মতত্ত্বের উপর বেশী বই লিখেছি। এই বইগুলো গোটা মুসলিম বিশ্বে পড়ানো

২০৫. *আল-কাদিয়ানিয়্যাহ, পৃঃ ৯-১০।*
২০৬. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৬-৪৭।*
২০৭. *আল-কাদিয়ানিয়্যাহ, পৃঃ ৭।*
২০৮. *ইহসান ইলাহী যহীর, আল-ব্রেলভিয়া আকাইদ ওয়া তারীখ (লাহোর : ইদারাতু তারজুমানিস সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৪ খৃঃ), পৃঃ ১১।*
২০৯. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫০।*
২১০. *ঐ, পৃঃ ৪৮।*
২১১. *ইহসান ইলাহী যহীর, আল-ইসমাঈলিয়্যাহ তারীখ ওয়া আকাইদ (লাহোর : ইদারাতু তারজুমানিস সুন্নাহ, ১৪০৬ হিঃ), পৃঃ ২৮-২৯।*

হোক সে উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য আমি আমার এই বইগুলো আরবীতে লিখেছি'।[২১২] আরবীতে বই লেখার আর একটা কারণ হল- এসব বাতিল ফিরকাগুলোর আক্বীদা-বিশ্বাসধারী বিভিন্ন ফিরকা মুসলিম দেশগুলোতে বিভিন্ন নামে বিদ্যমান আছে। 'আল-ব্রেলভিয়া' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন,

إنها جديدة من حيث النشأة والإسم، ومن فرق شبه القارة من حيث التكوين والهيئة، ولكنها قديمة من حيث الأفكار والعقائد، ومن الفرق المنتشرة الكثيرة في العالم الإسلامي بأسماء مختلفة وصور متنوعة من الخرافيين وأهل البدع، لذلك أردت أن أكتب عنهم في اللغة العربية كما كتبت عن الفئات الضالة المنحرفة الأخرى.

'নাম ও উদ্ভব এবং গঠন ও আকৃতির দিক থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের ফিরকাগুলোর মধ্যে এটা নতুন। কিন্তু চিন্তাধারা ও আক্বীদা এবং মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন নাম ও আকৃতিতে বিস্তৃত বহু বিদ'আতী ও কুসংস্কারপন্থী ফিরকার দিক থেকে এটা পুরাতন। এজন্য আমি এদের সম্পর্কে আরবীতে লিখতে মনস্থ করেছি, যেমনভাবে অন্যান্য পথভ্রষ্ট ভ্রান্ত ফিরকাগুলো সম্পর্কে লিখেছি'।[২১৩]

ধর্মতত্ত্ব গবেষণায় তাঁর মানহাজ বা পদ্ধতি ছিল ভিন্ন স্টাইলের। তিনি যেই ফিরকার উপর বই লিখতেন সেই ফিরকার লিখিত বই-পত্র থেকেই তাদের ইতিহাস ও আক্বীদা-বিশ্বাস বর্ণনা করতেন। 'আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন,

وقد التزمنا في هذا الكتاب أن لا نذكر شيئا من الشيعة إلا من كتبهم، وبعباراتهم أنفسهم، مع ذكر الكتاب، والمجلد، والصفحة، والطبعة، بحول الله وقوته.

'আমরা এই গ্রন্থে এ নীতি অবলম্বন করেছি যে, শী'আদের থেকে আমরা যা-ই উল্লেখ করব আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিতে তা তাদের বই-পুস্তক থেকেই নাম, খণ্ড, পৃষ্ঠা ও ছাপা সহ তাদের উদ্ধৃতি দিয়েই উল্লেখ করব'।[২১৪] এ পদ্ধতি কঠিন, কণ্টকাকীর্ণ ও দুর্গম হলেও এটাই ধর্মতত্ত্ব গবেষণার 'সঠিক পদ্ধতি' (الطريقة الصحيحة المستقيمة) বলে তিনি মনে করেন।[২১৫] এজন্য তিনি আল্লাহ্র কাছে প্রতিদান পাওয়ার ব্যাপারেও দৃঢ় বিশ্বাসী।[২১৬]

২. আল্লামা যহীর বাতিল ফিরকাগুলোর আক্বীদা-বিশ্বাস বর্ণনার ক্ষেত্রে পূর্ণ আমানতদারিতার পরিচয় দিয়েছেন। যে শব্দে ও বাক্যে তাদের বইগুলোতে সেগুলো উদ্ধৃত হয়েছে তিনি কোন প্রকার কমবেশী করা ছাড়াই তা হুবহু উল্লেখ করেছেন। 'আল-ইসমাঈলিয়্যাহ' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন,

إن مدار الاستشهاد والاستدلال ليست إلا على كتب القوم أنفسهم بالأمانة العلمية ونقل العبارات الكاملة بدون تحريف وتبديل وتغيير التي بها امتازت كتبنا ومؤلفاتنا بفضل من الله وتوفيقه.

'ইলমী আমানত এবং কোন প্রকার পরিবর্তন ও বিকৃতি ছাড়াই পূর্ণ বর্ণনা উদ্ধৃত করার মাধ্যমে গোষ্ঠীটির নিজেদের গ্রন্থাবলীই যুক্তি-প্রমাণের কেন্দ্রবিন্দু। আল্লাহ্র অনুকম্পায় আমাদের সকল গ্রন্থই এ বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত'।[২১৭] যেমন 'আশ-শী'আ ওয়াল কুরআন' গ্রন্থে কুরআনের বিকৃতি সাধন সম্পর্কে শী'আ মুহাদ্দিছ নেয়ামাতুল্লাহ জাযায়েরীর (জন্ম : ১০৫০ হিঃ) লিখিত 'আল-আনওয়ারুন নু'মানিয়া' (২/৩৫৭) গ্রন্থ থেকে হুবহু উদ্ধৃতি পেশ করেছেন।[২১৮]

৩. তিনি বাতিল ফিরকাগুলোর মত খণ্ডনের ক্ষেত্রে কুরআন, হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের বুঝের উপর নির্ভর করেছেন। ভ্রান্ত ফিরকা ইসমাঈলিয়ারা মনে করে যে, 'আল্লাহ্র কোন নাম ও গুণাবলী নেই'। আল্লামা যহীর তাদের এই ভ্রান্ত মত খণ্ডন করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, এটি কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে ছালেহীনের মানহাজের খেলাফ। কুরআন-সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী রয়েছে। এর প্রমাণে তিনি কুরআন মাজীদের ৩৫টি আয়াত উদ্ধৃত করেন।[২১৯] ব্রেলভীদের আক্বীদা- 'নবী, রাসূল ও অলী-আওলিয়া অদৃশ্যের খবর জানেন'-এর খণ্ডনে নামল ৬৫, ফাতির ৩৮, হুজুরাত ১৮, হূদ ১২৩, ইউনুস ২০, আন'আম ৫৯, লুকমান ৩৪ মোট ৭টি আয়াত পেশ করেছেন।[২২০] অনুরূপভাবে ঈদে মীলাদুন্নবী সম্পর্কে ব্রেলভীদের মত খণ্ডন করতে গিয়ে একে 'বিদ'আত' বলে আখ্যা দেন এবং এর প্রমাণে مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'[২২১] হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।[২২২] তাছাড়া ছূফীদের বৈবাহিক জীবনে অনীহার খণ্ডনে কুরআন ও হাদীছ থেকে দলীল উল্লেখের পর ইমাম আহমাদ বিন

২১২. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৫।*
২১৩. *আল-ব্রেলভিয়া, পৃঃ ৭।*
২১৪. *ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ (লাহোর : ইদারাতু তারজুমানিস সুন্নাহ, ২৪তম সংস্করণ, ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৪ খৃঃ), পৃঃ ১৫।*
২১৫. *ইহসান ইলাহী যহীর, আত-তাছাওউফ আল-মানশা ওয়াল মাছাদির (লাহোর : ইদারাতু তারজুমানিস সুন্নাহ, ১৪০৬ হিঃ), পৃঃ ৫০।*
২১৬. *আল-ব্রেলভিয়া, পৃঃ ১১।*
২১৭. *আল-ইসমাঈলিয়্যাহ, পৃঃ ২৭।*
২১৮. *ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শী'আ ওয়াল কুরআন (লাহোর : ইদারাতু তারজুমানিস সুন্নাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৩ খৃঃ), পৃঃ ৬৭-৬৮।*
২১৯. *দ্রঃ আল-ইসমাঈলিয়্যাহ, পৃঃ ২৭৩।*
২২০. *আল-ব্রেলভিয়া, পৃঃ ৮৫-৮৬।*
২২১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০।*
২২২. *আল-ব্রেলভিয়া, পৃঃ ১২৬-২৭।*

হাম্বল (রহঃ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। মহামতি ইমাম বলেন, ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء. 'চিরকুমার থাকা ইসলামী শরী'আতের কোন বিধানই নয়'।[২২৩]

৪. শক্তিশালী যুক্তির মাধ্যমে তিনি বাতিল ফিরকাগুলোর মতামত খণ্ডন করেছেন। শী'আ ইমাম মুহাম্মাদ বিন বাকির আল-মাজলেসী (১০৩৭-১১১১ হিঃ) তাঁর 'হায়াতুল কুলূব' গ্রন্থে (২/৬৪০) উল্লেখ করেছেন যে, 'রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর আবূ যর গিফারী, মিকদাদ বিন আসওয়াদ ও সালমান ফারেসী- এই তিনজন ব্যতীত সবাই মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল' *(নাঊযুবিল্লাহ)*। আল্লামা যহীর শক্তিশালী যুক্তির অবতারণা করে তার এ ভ্রান্ত মত খণ্ডন করে বলেন,

ولسائل أن يسأل هؤلاء الأشقياء وأين ذهب أهل بيت النبى بما فيهم عباس عم النبى، وابن عباس ابن عمه، وعقيل أخ لعلى، وحتى على نفسه، والحسنان سبطا رسول الله؟

'এই হতভাগ্যদেরকে কোন প্রশ্নকারীর জিজ্ঞেস করা উচিত, তাহলে রাসূল (ছাঃ)-এর আহলে বায়েত বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তাঁর চাচা আব্বাস, চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আলী (রাঃ)-এর ভাই আকীল এমনকি খোদ আলী এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নাতিদ্বয় হাসান ও হুসাইন তখন কোথায় গিয়েছিলেন'?[২২৪]

অনুরূপভাবে ব্রেলভীদের আক্বীদা- 'রাসূল (ছাঃ) সর্বত্র হাযির ও সবকিছু দেখেন'-এর খণ্ডনে সূরা ফাতহ-এর ১৮নং আয়াত উল্লেখ করেন, যেখানে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তো মুমিনগণের উপর সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা গাছের নিচে তোমার নিকট বায়'আত করল'। এরপর তিনি এথেকে যুক্তিসিদ্ধ দলীল সাব্যস্ত করে বলেন,

فكان هذا في الحديبية في العام السادس بعد الهجرة حيث لم يكن فى المدينة كما لم يكن في مكة و لم يكن في الحديبية موجودا قبله و لم يبقى فيها بعد رجوعه إلى المدينة.

'হিজরতের পরে ষষ্ঠ বর্ষে হুদায়বিয়াতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। তখন তিনি যেমন মদীনায় ছিলেন না, তেমনি মক্কাতেও ছিলেন না। আর ইতিপূর্বে তিনি হুদায়বিয়াতে উপস্থিত ছিলেন না এবং সেখান থেকে মদীনায় ফিরে আসার পর সেখানেও অবস্থান করেননি'।[২২৫]

৫. একটি মাসআলায় বাতিল ফিরকাগুলোর বই থেকে একাধিক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যাতে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ না থাকে। তাঁর সকল গ্রন্থেই এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন- শী'আদের ইমাম মাহদী সম্পর্কে বিশ্বাস সম্পর্কে ৬৯টি, ইসমাঈলিয়াদের আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাস সম্পর্কে ৭৬টি, ছূফীদের সন্ন্যাসব্রত সম্পর্কে ১৪৬টি, ব্রেলভীদের গায়েব সম্পর্কিত আক্বীদার ব্যাপারে ত্রিশোর্ধ এবং কাদিয়ানীদের ভণ্ড নবী গোলাম আহমাদকে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর প্রাধান্য দেয়া সম্পর্কে বিশোর্ধ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।[২২৬]

৬. কখনো কখনো বাতিল ফিরকাগুলোর মতামত ও আক্বীদা উল্লেখের ক্ষেত্রে দীর্ঘ উদ্ধৃতি (এক থেকে তিন বা তারও বেশী পৃষ্ঠা) পেশ করেছেন।[২২৭]

৭. আল্লামা যহীর বাতিল ফিরকাগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। সেজন্য যেকোন ফিরকার উপর বই লেখার পূর্বে তাদের সম্পর্কে সাধ্যানুযায়ী যতগুলো সম্ভব বইপত্র সংগ্রহ করতেন এবং এজন্য বিভিন্ন দেশ সফর করতেন এবং অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতেন। যাতে তাদের বই থেকেই তাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে সত্যকে মানুষের সামনে উদ্ভাসিত করা যায় এবং বাতিলপন্থীরা তার দলীল ও যুক্তির সামনে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়।

একবার তিনি ধর্মতত্ত্বের উপর বই সংগ্রহের জন্য রিয়াদ অতঃপর কায়রোর বইমেলায় যান। কায়রোতে গিয়ে তিনি শুনেন যে, ইসমাঈলী আলেম আল-মাগরেবী লিখিত 'আল-মাজালিস ওয়াল মুসায়ারাত' নামক তিউনেসীয় ছাপা বইটি বইমেলায় বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু মেলায় গিয়ে দেখেন, বইটির সব কপি ফুরিয়ে গেছে। ফলে সেটি সংগ্রহের জন্য তিনি তিউনিসিয়ায় গিয়ে বইটির প্রকাশকের সাথে যোগাযোগ করেন।[২২৮]

তিনি 'আশ-শী'আ ওয়াত তাশাইয়ু' গ্রন্থে ২৫৯টি, 'আশ-শী'আ ওয়া আহলুল বায়েত' গ্রন্থে ২৩০টি, 'আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ' গ্রন্থে ৮৮টি, 'আর-রাদ্দুল কাফী' গ্রন্থে ২৫৯টি, 'আশ-শী'আ ওয়াল কুরআন' গ্রন্থে ৮৪টি, 'আল-ইসমাঈলিয়্যাহ' গ্রন্থে ১৬৯টি, 'আত-তাছাওউফ আল-মানশা ওয়াল মাছাদির' গ্রন্থে ৩৫৬টি, 'দিরাসাত ফিত তাছাওউফ' গ্রন্থে ৩৫৪টি, 'আল-বাবিয়া' গ্রন্থে ১৭৪টি, 'আল-বাহাইয়া' গ্রন্থে ২১৭টি, 'আল-কাদিয়ানিয়্যাহ' গ্রন্থে ১৫০টি ও 'আল-ব্রেলভিয়া' গ্রন্থে ১৮৫টি গ্রন্থ তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন।[২২৯] মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর মানহাজুহু ওয়া জুহূদুহু ফী তাক্বরীরিল আক্বীদা ওয়ার রাদ্দি আলাল ফিরাকিল মুখালিফাহ' শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জনকারী ড. আলী বিন মূসা আয-যাহরানী বলেন, وعند جمعي لمراجع الشيخ ومصادره في جميع كتبه وجدتها بلغت ألفين وخمسمائة وخمسة وعشرين مرجعا ومصدرا. 'শায়খের সকল বইয়ের তথ্যসূত্র একত্রিত করে আমি সর্বমোট সংখ্যা পেয়েছি ২ হাযার ৫২৫টি'।[২৩০]

২২৩. *আত-তাছাওউফ, পৃঃ ৬২।*
২২৪. *ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শী'আ ওয়া আহলুল বায়েত (লাহোর : ইদারাতু তারজুমানিস সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৪ খৃঃ), পৃঃ ৪৬।*
২২৫. *আল-ব্রেলভিয়া, পৃঃ ১১০।*
২২৬. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৩-৩০৪।*
২২৭. *দ্র. আশ-শী'আ ওয়া আহলুল বায়েত, পৃঃ ১৭৭-১৮২; আশ-শী'আ ওয়াল কুরআন, পৃঃ ৫৭-৫৮।*
২২৮. *'আল-জুমদী আল-মুসলিম', সংখ্যা ৪৮, ১৪০৮ হিঃ, পৃঃ ১৮; ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২।*
২২৯. *ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০০-৩০২।*
২৩০. *ঐ, পৃঃ ৩০২।*

৮. তিনি বাতিল ফিরকাগুলোর আক্বীদা-বিশ্বাসকে অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শের আক্বীদা-বিশ্বাসের সাথে তুলনা করেছেন। যেমন শী'আদের 'বেলায়াত' সম্পর্কিত আক্বীদাকে ইহুদীদের সাথে, ছূফীদের বিভিন্ন আক্বীদাকে শী'আ, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের সাথে, ইসামাঈলিয়াদের আল্লাহ্র পিতৃত্ব সম্পর্কিত আক্বীদাকে খৃষ্টানদের সাথে এবং শী'আ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার মধ্যে (বিশেষ করে ছাহাবীদের ব্যাপারে) তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।[২৩১]

৯. ভ্রান্ত ফিরকাগুলোর মত খণ্ডনের সময় তাদের যে সকল ব্যক্তি প্রসিদ্ধ, মধ্যপন্থী ও সাধারণের কাছে বিশ্বস্ত বলে পরিচিত তাদের বক্তব্যের ভিত্তিতেই বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। এজন্য তিনি 'আত-তাছাওউফ' গন্থে চরমপন্থী ছূফী মনসূর হাল্লাজ (মৃঃ ৩০৯) ও তার অনুসারীদের কোন বর্ণনাই উদ্ধৃত করেননি।[২৩২]

১০. গালি-গালাজ না করে বাতিল ফিরকাগুলোর মুখোশ উন্মোচনের সময় বাহাছ-মুনাযারার শিষ্টাচার বজায় রেখেছেন এবং তাদেরকে বাতিল মত ও পথ ছেড়ে হকের পথে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। যেমন- 'আল-কাদিয়ানিয়্যাহ' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, وراعيت في الكتاب كله أن لا أخرج عن أسلوب البحث وآداب المناظرة. 'গোটা বইয়ে আমি বাহাছ-মুনাযারার স্টাইল ও শিষ্টাচার থেকে বহির্গত না হওয়ার প্রতি খেয়াল রেখেছি'।[২৩৩] উক্ত গ্রন্থে 'গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ' শীর্ষক আলোচনায় তার প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণী যে মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছিল তা বর্ণনা করার পর উপসংহারে এসে আল্লামা যহীর বলেন, فهذا هي الحقائق. والله نسأل أن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، وهو نعم المولى ونعم النصير... 'এগুলোই হল বাস্তবতা। আল্লাহ্র কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন তাদেরকে হককে হক হিসাবে দেখিয়ে তার অনুসরণের এবং বাতিলকে বাতিল হিসাবে দেখিয়ে তাথেকে বিরত থাকার তৌফিক দেন। তিনিই উত্তম অভিভাবক ও সাহায্যকারী'।[২৩৪]

১১. প্রতিপক্ষের পরস্পর বিপরীতমুখী বর্ণনা উল্লেখ করে তাদেরকে কুপোকাত করেছেন। যেমন শী'আ আলেম তূসী লিখিত 'কিতাবুল গায়বাহ'তে বলা হয়েছে যে, তাদের প্রতীক্ষিত মাহদী মুহাম্মাদ বিন হাসান আল-আসকারী শেষ যামানায় মক্কায় আবির্ভূত হবে এবং কা'বাঘরের নিকট জিবরীল (আঃ) তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করবেন। এরপর তিনি শী'আ বিদ্বান আরবিলীর 'কাশফুল গুম্মাহ' গ্রন্থ থেকে বর্ণনা পেশ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ)-এর অন্তিম সময়ে জিবরীল এসে তাঁকে বললেন, আজকেই আমার দুনিয়ায় অবতরণের শেষ দিন।[২৩৫] এ দু'টি বর্ণনা পরস্পর বিপরীতধর্মী। একটিতে তাদের কথিত মাহদীর নিকট জিবরীলের আগমনের কথা বলা হচ্ছে, আর অন্যটিতে তা নাকচ করা হচ্ছে। এভাবে তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার গ্যাঁড়াকলে তারা নিজেরাই আটকে পড়েছে।

১২. আল্লামা যহীর পূর্ববর্তী আলেম ও গবেষক এবং কখনও কখনও প্রাচ্যবিদদের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। যেমন ছূফীদের জ্ঞানার্জন থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে ইবনুল জাওযী (মৃঃ ৫৯৭ হিঃ)-এর মত উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন, وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل. فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات. 'ছূফীদের মধ্যে ইবলীসের সংশয় সৃষ্টির মূল বিষয় হল- তাদেরকে জ্ঞানার্জন থেকে বিরত রাখা এবং আমল করাই মুখ্য উদ্দেশ্য একথা বুঝানো। যখন সে তাদের নিকট জ্ঞানের আলো নিভিয়ে দিল, তখন তারা অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে লাগল'।[২৩৬] প্রাচ্যবিদদের মধ্যে গোল্ডযিহের, নিকলসন, ব্রকলম্যান, ডোজি, মিলার, ভন হ্যামার প্রমুখের বক্তব্য 'বাহ্যিক সাক্ষ্য' (شهادات خارجية) হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[২৩৭]

১৩. তিনি সূক্ষ্ম ও যথার্থভাবে বাতিল ফিরকাগুলোর মতামত পর্যালোচনার পর তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য মত উল্লেখ করেছেন। যেমন- শী'আদের 'আহলুল বায়েত' সম্পর্কিত আক্বীদার ভ্রান্তি নিরসনে তিনি 'আহল' ও 'বায়েত' শব্দ দু'টির অর্থ সম্পর্কে ভাষাবিদ, মুফাসসির ও গবেষকদের মতামত উল্লেখ ও পর্যালোচনার পর বলেছেন, فالحاصل أن المراد من أهل بيت النبي أصلا وحقيقة أزواجه عليه الصلاة والسلام، ويدخل في الأهل أولاده وأعمامه وأبنائهم أيضا تجاوزا. 'মোদ্দাকথা, নবী পরিবার দ্বারা মূলত ও প্রকৃতঅর্থে রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য। তাঁর সন্তান-সন্ততি, চাচারা ও তাদের সন্তানগণও বৃহত্তর অর্থে নবী পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে'।[২৩৮] উল্লেখ্য যে, শী'আরা আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (রাঃ) এবং তাদের বংশধরদেরকেই শুধুমাত্র আহলে বায়েত বা নবী পরিবার বলে গণ্য করে।[২৩৯]

*[চলবে]*

২৩১. *বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৫-৭৫।*
২৩২. *আত-তাছাওউফ, পৃঃ ৯, ১১।*
২৩৩. *আল-কাদিয়ানিয়্যাহ, পৃঃ ১২।*
২৩৪. *ঐ, পৃঃ ১৯৮।*
২৩৫. *বিস্তারিত দ্রঃ ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শী'আ ওয়াত তাশাইয়ু ফিরাক ওয়া তারীখ (লাহোর : ইদারাতু তারজুমানিস সুন্নাহ, ১০ম সংস্করণ, ১৪১৫ হিঃ), পৃঃ ৩৬১-৩৭৪।*
২৩৬. *ইহসান ইলাহী যহীর, দিরাসাত ফিত তাছাওউফ (লাহোর : ইদারাতু তারজুমানিস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হিঃ), পৃঃ ১৩১; ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস (বৈরুত : মুআস্সাসাতুত তারীখ আল-আরাবী, তাবি), পৃঃ ১৭৪।*
২৩৭. *আশ-শী'আ ওয়াত তাশাইয়ু, পৃঃ ১১৬; ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৮-১৯।*
২৩৮. *আশ-শী'আ ওয়া আহলুল বায়েত, পৃঃ ১৯।*
২৩৯. *ঐ, পৃঃ ২০।*

# কবিতা

## ঈদ এসেছে ঈদ

*মাহফূযুর রহমান আকন্দ*
*ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,*
*রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

ঈদ এসেছে চাঁদের ভেলায় তারার মেলায় শহর জুড়ে
গাঁয়ের পথে পালকী চড়ে
কিংবা কোথাও নয়ন জলে হৃদয় পুড়ে।
ঈদ এসেছে রঙিন বেশে মিষ্টি হেসে
মজার খবর মনের দেশে
খুশির জোয়ার চোখে মুখে
নতুন জামা কোর্মা পোলাও ফ্যাশন চলে ভিন্ন সুখে।
নয়ন জুড়ে স্বপ্ন আকাশ নেইকো চোখে নিদ
ঈদ এসেছে ঈদ।
ঈদ এসেছে গাঁয়ের মায়ায় বটের ছায়ায়
অশ্রুমাখা দুখির কায়ায়।
গন্ধিসাবান নেইকো জামা ফিরনী সেমাই মিষ্টি পায়েস
ঈদ সকালেও পেটের তাকীদ নেই অবসর একটু আয়েশ,
শিশুর চোখে অশ্রুনদী
ঈদের ছোঁয়া আসতো যদি
হায়রে খুশির ঈদ
নেই কপালে ঈদের পরশ দুইটি টাকার যিদ
হায় গরীবের ঈদ।
স্বপ্নসুখে সবার ঘরে আসুক ঈদের হাওয়া
টুইটুম্বুর খুশির ঝিলিক কোমল সকাল পাওয়া।

***

## ঈদের খুশী

*মুহাম্মাদ আতিয়ার রহমান*
*সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

পূর্ব গগনে উঠল তপন ঈদের খুশীর রং মেখে,
শিল্পী যে কোন নিখুঁত ছবি দূর আকাশে দেয় এঁকে!
ভোর না হ'তে উঠল মেতে দুলল খুশির হিল্লোলে
ছোট বড় নেই কোন ভেদ সবার আজি মন দোলে।
আয় সবে আয় ঐ চেয়ে দেখ মেঘের কোলে নতুন চাঁদ,
উদয় হ'ল ছিয়াম সাধকের পূর্ণ করতে স্বপ্ন সাধ।
কুঞ্জে আজি উঠল দুলে ঘুমিয়ে পড়া ফুলকলি,
হরষে মেতে চুমকুড়িতে উঠল জেগে মন দুলি।
উঠল জেগে কুঞ্জে গোলাপ স্বপ্ন ভেঙে ভোর রাতে,
বনবাদাড়ের পুষ্পকলি নাচলো নানান ভঙ্গিতে।
ঘুমিয়ে যারা ঘুম কেদারায় শয্যাতে ঘোর সুপ্তিতে,
তকবীরের ঐ দুন্দুভিতে জাগলো তারা আনমনে।
রামাযানের ঐ ছিয়াম সাধনা ঈদ জামা'আতে হয় পুরা
ইঙ্গিতে ঐ ডাক দিয়ে যায় জান্নাতেরই অপ্সরা।
জান্নাতেরই পান্নাতে আজ উঠল খুশীর ঝড়তুফান,
আজ হরষের উর্মী দোলায় উঠল জেগে সুপ্ত প্রাণ।

## একটি দিনের জন্য

*এফ.এম.নাছরুল্লাহ*
*কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।*

পুরনো পাঞ্জাবীটা যত্ন করে রেখেছি ঘরে
একটু সেলাই করে ধুয়ে লন্ড্রি করে নিলেই
ঠিক হয়ে যাবে হয়তো,
তাই নতুন একটা পাঞ্জাবী কেনার আবেদন
করতে পারিনি বাবাকে।
অভাবের সংসার ফিরনী পায়েসটুকু
জুটবে কি-না ঘরে জানি না,
দুঃখগুলোকে একটি দিনের জন্য
ছুটি দিয়েছিলাম ঈদ করব বলে,
মানুষের ভিড়ে কোন যানবাহনে
উঠতে পারেনি ওরা
কার মনের মাঝে ঢুকতেও পারেনি
শত চেষ্টায়
ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে পুনরায়
আমার কাছে
আমি কি ওদের তাড়াতে পারি?
ভাঙা ঘরে কোথায় ওদের বসতে দেই
ঘরে কিছুই নেই পানি বিহীন
কি দিব ওদের খেতে বল?
তবুও আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া জানাই
দিনটি যে অবশেষে পার হ'ল।

***

## মাহে রামাযান

*মুহাম্মাদ রহমতুল্লাহ্*
*মাধবদী, নরসিংদী।*

ছিয়ামের মাস এলো
একটি বছর পর
সেই আলোতে ভরে গেল
ছায়েমের ঐ ঘর।
এ মাসেতে শিক্ষা নেব
মহান ত্যাগের ভাই
বুকের মাঝে সত্য শপথ
দিয়েই যাবো ঠাঁই।
রামাযান এলো রাখবো ছিয়াম
করব না আর পাপ
ছিয়ামের মাসে প্রভুর কাছে
চাইবো গুনাহ মাফ।
ছিয়াম থেকে শিক্ষা নেব
ধৈর্য ধরার পথ
আর করব না গোনাহের কাজ
এই হবে শপথ।
আত্ম গঠন সমাজ গঠন
এ মাসেতে করব
দিনে-রাতে বেশী বেশী
কুরআন-হাদীছ পড়ব।

# সোনামণিদের পাতা

## গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১। বুখারী ও মুসলিম।
২। মুয়াত্ত্বা মালেক।
৩। বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।
৪। ছহীহ হাদীছ।
৫। মওযূ বা জাল।

## গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১। মুরগীর বাচ্চা ২। আনারস ৩। বন্দুক
৪। টিকটিকি ৫। পান।

## চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর পুরো নাম কি?
২। তিনি কোন হিজরী শতকের মুহাদ্দিছ ছিলেন?
৩। তিনি কত হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ও মৃত্যুবরণ করেন?
৪। হাদীছ শাস্ত্রে তিনি কি নামে পরিচিত?
৫। তিনি কত বছর বয়সে শিক্ষা জীবন শেষ করেন?

*সংগ্রহে : বযলুর রহমান*
*কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।*

## চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১। মাঠে বাড়ি পরণে লাল শাড়ী
বেড়ায় লোকের বাড়ি বাড়ি।
২। দিনের বেলায় ঘুমিয়ে থাকে রাতের বেলায় জাগে
ঘর নেই বাড়ি নেই পরের ভিক্ষা মাগে।
৩। গাছ নয় তার শুধু পাতা মুখ নেই তার বলে কথা
বুদ্ধি নেই আপন ধড়ে বুদ্ধি বিলায় সকলের তরে।
৪। দুই হাত চার পা নেই লেজ নেই মুড়া
সকলকেই কোলে করে কি বা ছোট কি বা বুড়া।
৫। একটা বস্তা পিঠ দিয়া চলে
চাঁদ নয় সূর্য নয় দিন-রাত জলে।

*সংগ্রহে : গোলাম কিবরিয়া*
*কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।*

## সোনামণি সংবাদ

**গাংজোয়ার, নওগাঁ ২৩ জুন বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ আছর গাংজোয়ার নূরানী হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয কাওছারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নওগাঁ যেলা সোনামণির সহ-পরিচালক আব্দুল মুমিন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে নাহীদুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মীযানুর রহমান।

**চৌডালা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৭ জুন সোমবার :** অদ্য বাদ মাগরিব বেনিচক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অনুষ্ঠানে সোনামণি বেনিচক শাখা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

## ছোট শিশু

*মাহমূদুল্লাহ রিয়ায*
*নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।*

ছোট শিশু ছোট শিশু,
কোথায় তুমি যাও?
মায়ের বুকে আশ্রয় নিয়ে,
বড় তুমি হও।
মা ছাড়া এই দুনিয়ায়,
কে আছে তোমার?
মায়ের মতো আদর-যত্ন,
করবে কে আর?
চাচী বল খালা বল,
সবাই হবে পর।
মা ছাড়া এই দুনিয়ায়,
সবাই তোমার পর।

***

## আল্লাহ্‌র প্রেমে

*মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম*
*বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।*

ফুল বাগানে ফুটল ফুল
উঠল গগণে চাঁদ,
জোনাকিরা জেগে থাকে
আলো ছড়ায় সারা রাত।
পাখিরা গাইছে গান
আল্লাহু আল্লাহু বলে,
দিবা-নিশি মগ্ন মুমিন
আল্লাহ তা'আলার প্রেমে।
মুমিন বান্দা শয্যা ছেড়ে
মগ্ন তাহাজ্জুদে,
পৃথিবীটা নিস্তব্ধ যেন
অচেতন গভীর ঘুমে।
দূর মসজিদে হচ্ছে আযান
ডাকছে মুয়াযযিনে,
শয্যা ছেড়ে ছুটছে মুমিন
আল্লাহ তা'আলার পানে।

***


## ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে ক্বওমী ও আলিয়া মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক সহ আহলেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই সমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সহ প্রতিদিন রাত্রি ১০-টা পর্যন্ত লাইব্রেরী খোলা থাকে।

**যোগাযোগ :** মাদরাসা মার্কেট (২য়তলা)
রাণী বাজার, রাজশাহী।
মোবাঃ ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫।

# স্বদেশ-বিদেশ

## স্বদেশ

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী

### বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল, আল্লাহ্র ওপর আস্থা ও বিশ্বাস বাদ

'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বহাল এবং 'আল্লাহ্র ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' বাদ দিয়ে গত ৩০ জুন বহুল আলোচিত 'সংবিধান (পঞ্চদশ) সংশোধন বিল-২০১১' সংসদে পাস হয়েছে। এ বিলের পক্ষে ২৯১টি এবং বিপক্ষে মাত্র একটি ভোট পড়ে। স্বতন্ত্র সাংসদ জনাব ফযলুল আযীম বিলের বিপক্ষে একমাত্র ভোটটি প্রদান করেন। বিরোধী দলের কোন এমপি সংসদে উপস্থিত না থাকায় একতরফাভাবে উক্ত বিলটি পাস হয়। সংশোধিত এ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। সাথে সাথে মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করার ধারাটিও বাদ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল, ক্ষমতাসীন সরকারের মেয়াদের শেষ নব্বই দিনে পরবর্তী সংসদ নির্বাচন এবং অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

### কারাগারে নিয়ন্ত্রণহীন শীর্ষ সন্ত্রাসীরা; মাদকের জমজমাট ব্যবসা

নিয়ন্ত্রণহীন কারাগারে আটক আন্ডারওয়ার্ল্ডের শীর্ষ সন্ত্রাসীরা। কারাগারে বসেই মোবাইল ফোনে নিজের ক্যাডার বাহিনীকে সক্রিয় রাখা, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা ও হুমকি দেয়াসহ নানা অপরাধ করছে তারা। মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে কারা কর্মকর্তা ও রক্ষীদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে এসব অপকর্মের কারণে শীর্ষ অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কারাগারে আটক আন্ডারওয়ার্ল্ডের শীর্ষ সন্ত্রাসীরা কারাগারকে এখন নিরাপদ আশ্রয়স্থল মনে করছে। চট্টগ্রাম কারাগারে বন্দী কনডেম সেলের মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে মোবাইল ফোন। সরকারের পুরস্কার ঘোষিত শীর্ষ সন্ত্রাসী আরমান গাজীপুরের কাশিমপুর-২ কারাগারে থাকা অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে ল্যাপটপ। এদিকে গত ১৫ জুন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কারারক্ষী নাদিরা আক্তার আলোকে ইয়াবা ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রির টাকাসহ গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। মাদকের বড় বড় চালান আসতো তার মাধ্যমে। কারারক্ষী হ'লেও তিনি চলতেন পাজেরো জীপে।

### দেশে দরিদ্রের সংখ্যা ৪ কোটি ৬৯ লাখ ৮৯ হাযার ৭৭২ জন

পরিকল্পনামন্ত্রী একে খন্দকার বলেছেন, দেশে মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৪ কোটি ৬৭ লাখ ৮৯ হাযার ৭৭২ জন। যা শতকরা ৩১ দশমিক ৫ ভাগ এবং অতি দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ২ কোটি ৬০ লাখ ৬৫ হাযার ১৭১ জন, যা শতকরা ১৭ দশমিক ৬ ভাগ। ১৬ জুন সংসদে তিনি এ তথ্য দেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লাখ ১৯ হাযার। তবে জাতিসংঘের মতে ১৪ কোটি ৮৭ লাখ। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৯৬৪ জন মানুষ বসবাস করছে। আদম শুমারী ২০১১ অনুযায়ী পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা যথাক্রমে ৭ কোটি ১২ লাখ ৫৫ হাযার ও ৭ কোটি ১০ লাখ ৬৪ হাযারে।

### সারাদেশে ইউপি নির্বাচনে নিহত ৪৩

সংঘর্ষ, সহিংসতা, অনিয়ম, টাকার ছড়াছড়ি, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, মৃত ব্যক্তির ভোট দেয়া, ফলাফল পরিবর্তন, পরাজিত প্রার্থীর জনগণের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেয়া, প্রার্থীর স্বামীর পক্ষে কাজ না করায় শিক্ষিকা কর্তৃক স্কুল ছাত্র প্রহৃত, ব্যালট পেপার ছিনতাই প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে গত ৭ জুলাই দ্বিতীয় পর্যায়ের ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচন শেষ হয়েছে। এক মাসের বেশী (৩১ মে-৭ জুলাই) সময় ধরে হওয়া এই নির্বাচনে ৩৯ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে সহস্রাধিক। প্রথম পর্যায়ে ২৯ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত ছয় দিনব্যাপী ইউপি নির্বাচনে ৪ জন নিহত হয়েছিল। এছাড়া নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার আগে ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপযেলার দত্তেরবাজারে চেয়ারম্যান পদপ্রত্যাশী মোফাযযল হোসেন ও ফুলবাড়িয়ায় রাঙামাটিয়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সাইফুল ইসলাম প্রতিপক্ষের হামলায় নিহত হয়।

মিরসরাই ট্র্যাজেডি

### ট্রাক ডোবায় পড়ে ৪৩ স্কুলছাত্রের মৃত্যু

ফুটবল খেলা দেখে ট্রাকে করে বাড়ি ফেরার পথে ৪৩ স্কুলছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা স্থানীয় আবু তোরাব উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র। চট্টগ্রামের মিরসরাই উপযেলার সৈদালি গ্রামে গত ১১ জুলাই সোমবার দুপুর পৌনে দু'টায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, দ্রুতগতিতে যখন ট্রাকটি দক্ষিণ সৈদালির উঁচু সেতুর উপর ওঠে, তখন চালক মোবাইলে কথা বলছিল। হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে সে। এ সময় উল্টো দিক থেকে একটি নছিমন আসছিল। চালক পাশ কেটে যাওয়ার চেষ্টা করলে অমনি উল্টে গিয়ে ডোবায় গিয়ে পড়ে ট্রাকটি। ট্রাকটি যাওয়ার সময় চালক চালালেও ফেরার পথে হেলপার মুফীয চালাচ্ছিল। এ ঘটনায় এলাকাবাসী সহ গোটাদেশ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে।

### রাজশাহীর উপর দিয়ে প্রথম ট্রানজিট ট্রেন গমন

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ট্রানজিট চুক্তির পর এই প্রথম ১৬ জুলাই চাঁপাই নবাবগঞ্জের রহনপুর রেলস্টেশন দিয়ে নেপালের উদ্দেশ্যে দু'টি মালবাহী ট্রেন ২৩শ ৮৯ মেঃটন ডিএপি সার নিয়ে নেপাল গেছে। ঐদিন সকালে যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর থেকে ২৪ ওয়াগন ভর্তি ট্রেন দু'টি প্রথমতঃ রহনপুরে পৌঁছে। তারপর সেখান থেকে ভারতের সিঙ্গাবাদ স্টেশন হয়ে নেপালের বীরগঞ্জ স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। ভারতের অংশে ভারতের ইঞ্জিন ও বাংলাদেশ অংশে বাংলাদেশের ইঞ্জিন সার বোঝাই ওয়াগনগুলো টেনে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় দু'দেশের মধ্যে ট্রানজিট চুক্তির ফলে রহনপুর-সিঙ্গাবাদ রেলরুট ব্যবহারে উভয় দেশ সম্মত হয়।

## বিদেশ

### বিশ্বশান্তি সুরক্ষায় ইরানের চেয়ে বড় হুমকি যুক্তরাষ্ট্র

জার্মানির জনগণ ইরানের চেয়ে বিশ্বশান্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে সবচেয়ে বড় হুমকি বলে মনে করে। জার্মানিতে চালানো এক মতামত জরিপের ফলাফলে এ তথ্য উঠে এসেছে। জরিপে অংশ নেয়া লোকজনের ৪৫ শতাংশ বিশ্বশান্তির প্রতি ইরানের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রকে বড় হুমকি বলে মনে করেন। এর বিপরীতে মাত্র ২৮ শতাংশ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ইরানকে হুমকি বলে মনে করে। জার্মানির সামাজিক গবেষণা এবং পরিসংখ্যান বিশ্লেষণকারী সংস্থা 'ফোরসা' এ জরিপ চালিয়েছে।

### দশ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধব্যয় ৪.৪ ট্রিলিয়ন ডলার

২০০১ সালের ৯/১১'র পর তিন দেশে (ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান) যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধব্যয় দাঁড়িয়েছে ৪.৪ ট্রিলিয়ন ডলারে। এই সাথে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে ২ লাখ ২৫ হাযার মানুষকে। আহত হয়েছেন অন্তত সাড়ে তিন লাখের বেশী মানুষ। উক্ত তিন দেশে পরিচালিত তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের চেয়ে অনেক বেশীসংখ্যক প্রাণহানি ঘটেছে বেসামরিক মানুষের, যার সিংহভাগই নিরীহ, নিরপরাধ জনতা।

### ২০১০ সালে বিশ্বে বাস্তুহারা হয়েছে ৪ কোটি ৩৭ লাখ মানুষ

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন (ইউএনএইচআরসি) জানায়, ২০১০ সালে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৪ কোটি ৩৭ লাখ মানুষ বাস্তুহারা হয়েছে। এসব শরণার্থীর প্রতি পাঁচজনের মধ্যে চারজনই যুদ্ধ বা নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য বাধ্য হয়ে বাড়িঘর ছেড়েছে। এক বছর আগে এ সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৩৩ লাখ। ইউরোপে ২০১০ সালের শেষ দিকে শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ লাখে। এশিয়ায় আছে ৪০ লাখ শরণার্থী, আফ্রিকায় ২১ লাখ, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় ৭০ লাখ এবং যুক্তরাষ্ট্রে আছে ৮ লাখ শরণার্থী।

### যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি ৪১ লাখ লোক বেকার

যুক্তরাষ্ট্রে জুন মাসে কর্মসংস্থান সংকুচিত হওয়ায় বেকারত্বের হার বেড়ে ৯.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০৮ ও ২০০৯-এর বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা অবসানের পরবর্তী দুই বছর কেটে গেলেও এখনও দেশটিতে বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ৪১ লাখ।

### ইসরাঈলের হাতে ২০০ পরমাণু বোমা; রয়েছে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র

ইসরাঈলের কাছে ২০০ পরমাণু বোমা আছে। ইসরাঈলী দৈনিক 'ইয়াদিও আহারনোত' সম্প্রতি জানিয়েছে যে, দিমুনা পরমাণু স্থাপনার পারমাণবিক নিঃসরণ ও বর্জ্যের কারণে ইসরাঈলের দক্ষিণাঞ্চলীয় বেইরাস সাবা শহরে ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা আগের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ বেড়ে গেছে। এদিকে ইসরাঈল জীবাণু অস্ত্র তৈরি করছে বলে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। রাজধানী তেলআবিবের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত জীবাণু অস্ত্র তৈরির এ কারখানাটি ইসরাঈলের অন্যতম গোপন সামরিক প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে সবচেয়ে বেশী জীবাণু অস্ত্র তৈরী হয়। এই কারখানা থেকে 'কেইদুন' নামে বিষ তৈরী হয়। যা দিয়ে ১৯৯৭ সালে ইসরাঈলের গুপ্তচর সংস্থা 'মোসাদ' ফিলিস্তীনের 'হামাস' নেতা খালেদ মিশালকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। তাছাড়া মোসাদ ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারীতে হামাসের অপর শীর্ষনেতা মাহমূদ আল-মাবহূকে যে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যা করেছিল, তাও ঐ কারখানা থেকে তৈরী করা।

### গুজরাট দাঙ্গার সব গোয়েন্দা নথি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে

তদন্ত শেষ না হ'তেই গুজরাট দাঙ্গার সব গোয়েন্দা নথি নষ্ট করে ফেলেছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। নানাবতী কমিশনকে এমনই তথ্য জানিয়েছে গুজরাটের সরকারী আইনজীবি এসভি বকিল। ২০০২ সালে গোধরায় সাবরমতি এক্সপ্রেসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ও পরবর্তী রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার গোয়েন্দা নথিসহ নষ্ট করে ফেলা হয়েছে তখনকার যাবতীয় টেলিফোন কল রেকর্ড, পুলিশ ও প্রশাসনকর্তাদের ব্যবহৃত গাড়ির লগ বুক এবং অফিসাররা তখন দাঙ্গা সামলাতে কখন কোথায় গিয়েছিলেন সে ডায়েরী।

### অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে আত্মহত্যা বেড়েছে ইউরোপে

ইউরোপজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে আত্মহত্যার হার বেড়েছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, এর কারণ অর্থনৈতিক সংকট। ১০টি দেশের ওপর তাঁরা এই গবেষণা চালান। যুক্তরাজ্যে প্রতি এক লাখ লোকের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেড়েছে ১০ শতাংশ। গবেষণায় আরো জানা গেছে, আত্মহত্যা পরিস্থিতির অবনতির পর ৬৫ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেড়েছে ৫ থেকে ১৭ শতাংশ।

### দক্ষিণ সূদানের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

গত ৯ জুলাই খৃষ্টান অধ্যুষিত সূদান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশ্বের ১৯৬তম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল দক্ষিণ সূদান। দক্ষিণ সূদানের বর্তমান নাম রিপাবলিক অব সাউথ সূদান। গত জানুয়ারী মাসে গণভোটের ভেতর দিয়ে আফ্রিকার সর্ববৃহৎ দেশ সূদান ভেঙ্গে দক্ষিণ সূদান নামে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ২০০৫ সালের ৬ জানুয়ারীর শান্তি চুক্তির অংশ হিসাবেই এই গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। যার ফলে দেশটিতে এক দশক ধরে চলা গৃহযুদ্ধের অবসান হয়, যাতে ১৫ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। দক্ষিণ সূদানে তেল ছাড়াও অন্যান্য খনিজ সম্পদ থাকায় সাম্রাজ্যবাদীদের নবীন এ দেশটিকে নিয়ে আগ্রহের শেষ নেই।

**দক্ষিণ সূদানের প্রেসিডেন্টের ছেলের ইসলাম গ্রহণ :** সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ দক্ষিণ সূদানের প্রেসিডেন্ট সিলভা কিরির ছেলে জন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং নিজের নাম পরিবর্তন করে মুহাম্মাদ রেখেছেন। তিনি সূদানের রাজধানী খার্তুমের একটি মসজিদে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, পরকালে আমি স্থায়ী সুখের স্থান জান্নাত পেতে চাই। দক্ষিণ সূদানে ফিরে গিয়ে তিনি সেখানকার অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাবেন বলে জানান।

# মুসলিম জাহান

## সোমালিয়ায় খরায় বুভুক্ষ মানুষের আর্তনাদ; দেশ ছাড়ার হিড়িক

গত ৬০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ খরা-উপদ্রুত সোমালিয়া থেকে হাযার হাযার লোক জীবন বাঁচানোর তাগিদে ইথিওপিয়ায় আশ্রয় নিচ্ছে। খাবারের অভাবে সেখানকার গবাদিপশুগুলো আগেই মারা গেছে। এখন অনাহারে মারা যাচ্ছে সেখানকার মানুষ। একটি এলাকায় এক রাতে অন্তত আটজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা বলছে, দক্ষিণ-পূর্ব ইথিওপিয়ার প্রত্যন্ত এলাকা ডোলো আডোর শিবিরগুলোতে এক লাখ ১০ হাযারেরও বেশী লোক এসে পৌঁছেছে। খরার শিকার অনেকেই এত দরিদ্র এবং দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, তাদের বাড়ি ছাড়ার শক্তিও নেই এবং তাদের বাঁচার আশা ক্ষীণ। ডোলো আডোর শরণার্থী শিবিরগুলোতে মানুষের গাদাগাদি। প্রতিদিন সেখানে নতুন করে ১৬শ' মানুষ এসে যোগ দিচ্ছেন। ক্ষুধায় তারা কাতর, অনাহারে দুর্বল এবং অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের নিয়ে টানা কয়েকদিন ধরে হেঁটে সোমালিয়া পেরিয়ে সেখানে এসে পৌঁছেছে।

## ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনে ১০ লাখ নারী বিধবা, ৪০ লাখ শিশু ইয়াতীম

ইরাকে মার্কিন বাহিনীর আগ্রাসনের ফলে ১০ লাখ নারী বিধবা এবং ৪০ লাখ শিশু ইয়াতীম হয়েছে। ইরাকের সরকারী সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ২০০৮ সালের এক গোপন সরকারী দলীল থেকে আরব টাইমস এই খবর প্রকাশ করে। ইরাকের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, মার্কিন বাহিনীর ইরাক আগ্রাসনের পর থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ২৫ লাখ মানুষ হতাহত হয়েছে। ইরাকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০০৮ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ৮ লাখ ইরাকী নিখোঁজ হয়েছে।

## পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ আল-কায়েদার চেয়ে ভারতকে বেশী হুমকি মনে করে

পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ আল-কায়েদার চেয়ে ভারতকে তাদের দেশের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি বলে মনে করে। একইভাবে ভারতীয়রাও পাকিস্তানকে তাদের বড় হুমকি বলে বিবেচনা করে। আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'পিউ রিসার্চ সেন্টারে'র এক জরিপের ফলাফলে এ তথ্য জানা গেছে। জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, পাকিস্তানীদের যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে ভারত, আল-কায়েদা ও তালেবানদের মধ্যে তাদের দেশের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি কে? এর জবাবে ৫৭ শতাংশ পাকিস্তানী ভারতের নাম উল্লেখ করেছে। একইভাবে জরিপে অংশগ্রহণকারী ৬৫ শতাংশ ভারতীয় নাগরিক প্রতিবেশী পাকিস্তানের বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছে। আর ৪৫ শতাংশ ভারতীয় পাকিস্তানকে তাদের সবচেয়ে বড় হুমকি বলে মত দিয়েছে।

# বিজ্ঞান ও বিস্ময়

## অজ্ঞান হওয়ার মুহূর্তে মস্তিষ্কের ছবি তুলে অবাক বিজ্ঞানীরা

এই প্রথম বিজ্ঞানীরা মানব মস্তিষ্কের অজ্ঞান হ'তে শুরু করার ছবি তুলতে পেরে বিস্মিত হয়েছেন। ম্যানচেস্টারের রয়্যাল ইনফার্মারির প্রফেসর ব্রায়ান পোলার্ড বলেছেন, অ্যানেস্থেসিয়া বা অজ্ঞান করার ওষুধ রোগীর শরীরে প্রবেশ করানোর পরপরই তারা মস্তিষ্কের স্ক্যান শুরু করে দিয়েছিলেন। দেখা যায়, মানুষটি অজ্ঞান হ'তে শুরু করামাত্রই তার মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ নিউরন বা রেডিও সিগন্যালের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে কথা বলা শুরু করে দিল। বর্তমানে মস্তিষ্কের স্ক্যান করা বা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের ছবি তোলার যে পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তাতে অনেক তথ্য জানা গেলেও মানুষ অজ্ঞান হওয়ার সময় সেই একই মস্তিষ্ক কিভাবে কাজ করে বা আদৌ করে কিনা, সে বিষয়ে তেমন কোন তথ্য জানতেন না বিজ্ঞানীরা। এই প্রথম বোঝা গেল, মানুষ যখন অজ্ঞান হ'তে থাকে, মস্তিষ্ক কিন্তু তখনও সচল থাকে। তার বেশ কিছু অংশ প্রয়োজনীয় কাজ করে যায়। চেষ্টা করে যেতে থাকে শরীরবৃত্তীয় কিছু কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার। নতুন এই জ্ঞান হার্টঅ্যাটাক বা সেরিব্র্যাল জাতীয় অসুখের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেশ কাজে দেবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।

## মানুষের গলায় প্রথম কৃত্রিম শ্বাসনালী স্থাপন

সুইডেনে শল্যচিকিৎসকদের একটি আন্তর্জাতিক দল ক্যান্সারে আক্রান্ত একজন রোগীর গলায় সফলভাবে কৃত্রিম শ্বাসনালী প্রতিস্থাপন করেছে। বিশ্বে এটাই প্রথম কোন মানুষের দেহে কৃত্রিম শ্বাসনালী স্থাপন বলে শল্যচিকিৎসকদের দাবী। গত ৯ জুন সুইডেনের স্টকহোমে ক্যারোলনিস্কা বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ১২ ঘণ্টাব্যাপী এ অস্ত্রোপচার চলে। মানুষের শ্বাসনালী প্রতিস্থাপনের নতুন এ প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম শ্বাসনালির কাঠামোটি এমনভাবে তৈরী করা হয় যে, সেটি রোগীর শ্বাসনালির কাঠামোর অনুরূপ। এতে এ প্রক্রিয়ায় কোন দাতার প্রয়োজন হয় না এবং সংশ্লিষ্ট অঙ্গটি পরিত্যক্ত হওয়ারও কোন সম্ভাবনা থাকে না।

## ২০ বছর পর হাযার বছরের আয়ু নিয়ে আসছে মানুষ!

বিজ্ঞানীরা বলছেন, ২০ বছর পর হাযার বছরের আয়ু নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নিবে। দীর্ঘায়ু গবেষণায় নিয়োজিত ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক এসইএনএস (স্ট্রাটেজিস ফর ইঞ্জিনিয়ার্ড নেগলিজিবল সেনেসেন্স) ফাউন্ডেশনের প্রধান বিজ্ঞানী বায়োমেডিক্যাল জেরোন্টোলজিস্ট আব্রে দ্য গ্রে ব্রিটেনের রয়্যাল একাডেমী অব সায়েন্সে প্রভাষণের পর এক সাক্ষাৎকারে এই পূর্বাভাস দেন। তিনি বলেন, আমরা এখন বয়স ধরে রাখার ৫০/৫০ সম্ভাবনার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। আগামী ২৫ বছরের মধ্যে অতি সংক্রামক রোগসমূহ জয়ের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট সাফল্য এসে যাবে। আব্রে দ্য গ্রে এমন একটি সময়ের স্বপ্ন দেখছেন যখন মানুষ দেহযন্ত্রটিকে শুধু রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই চিকিৎসকদের কাছে যাবে। চিকিৎসকরা জিন থেরাপি, ইমমিউন সিমুলেশন এবং অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দেহযন্ত্রটিকে ঠিকঠাক করে দেবেন।

# সংগঠন সংবাদ

## আন্দোলন

### 'নতুন আহলেহাদীছ' সংবর্ধনা সভা

**বংশাল, ঢাকা ২৫ জুন শনিবার :** অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে এক সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অনুষ্ঠানে আলোচনা পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আহসান। নতুন আহলেহাদীছগণের মধ্য থেকে বক্তব্য পেশ ঢাকার লালবাগ থানাধীন কামরাঙ্গীরচরের বাসিন্দা মুফতী মীযানুর রহমান, কবি হারূন আল-রশীদ ও আরও কয়েকজন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ। সভায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ২৫ জন নতুন ভাইকে সংগঠনের বিভিন্ন বই উপহার দেওয়া হয়।

### রামাযানের প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা

**নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৯ জুলাই শুক্রবার :** অদ্য বাদ মাগরিব রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া বাজারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওদাপাড়া এলাকা এবং নওদাপাড়া বাজার কমিটির যৌথ উদ্যোগে রামাযানের প্রস্তুতিমূলক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাজার কমিটির সভাপতি জনাব সাহেব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, বিশেষ অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নওদাপাড়া বাজার মসজিদের ইমাম সোহাইল রানা প্রমুখ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে পবিত্র রামাযানের সম্মানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা, ভেজাল না দেওয়া এবং অন্যান্য মাসের চেয়ে অন্তত ২% লাভ কম করার জন্য জোরালো আহ্বান জানান। এ সময়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে 'আন্দোলন'-এর রামাযানের আহ্বান শীর্ষক প্রচারপত্র বিলি করা হয়। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন নওদাপাড়া বাজারের ব্যবসায়ী ও রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘে'র প্রচার সম্পাদক আব্দুল মালেক, নওদাপাড়া বাজার শাখা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ও স্থানীয় ব্যবসায়ী সালমান ফারেসী ও বাজার কমিটির সেক্রেটারী জনাব আব্দুস সাত্তার। উল্লেখ্য যে, 'নওদাপাড়া বাজার ছাড়াও পার্শ্ববর্তী শালবাগান, বায়া ও নওহাটা বাজারে ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে রামাযানের আহ্বান শীর্ষক লিফলেট বিতরণ করা হয় এবং এই মাসে ২% লাভ কম করার আহ্বান জানানো হয়।

### এ ধরনের বক্তব্য চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ

*-মুহতারাম আমীরে জামা'আত*

সম্প্রতি নরসিংদীতে এক অনুষ্ঠানে ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী রাজিউদ্দিন রাজু মহিলাদের বোরক্বাকে ব্যঙ্গ করে প্রদত্ত বক্তব্য এবং মহানবী (ছাঃ) সম্পর্কে টুঙ্গিপাড়া জিটি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শঙ্করের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তিকে চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ আখ্যায়িত করে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, হিযাব বা পর্দা হচ্ছে নারী মর্যাদার রক্ষাকবচ। নারীর ইযযত ও সম্ভ্রম রক্ষা করা একমাত্র পর্দা ব্যবস্থা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। আর পর্দাহীনতার মাধ্যমে একদিকে যেমন সমাজে বেলেল্লাপনা বৃদ্ধি পায় তেমনি নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ ও ইভটিজিংয়ের মত জঘন্য কর্ম অহর্নিশ বৃদ্ধি পায়। ফলে সমাজদেহ কলুষিত হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, মুসলিম রমনীদের বোরক্বা পরিধানের বিধান ইসলামের শাশ্বত বিধান। এটি সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। বোরক্বাকে কটুক্তি করার অর্থ আল্লাহর বিধানকে কটুক্তি করা। যার পরিণাম ফল শুভ নয়। তিনি মন্ত্রীর উক্ত বক্তব্যের জন্য জাতির নিকটে ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানান এবং মহানবী (ছাঃ) সম্পর্কে কটুক্তিকারী শিক্ষক শঙ্করের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন।

## যুবসংঘ

### কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ

**রাজশাহী ১৪, ১৫ জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবার :** গত ১৪ জুলাই বৃহস্পতিবার বাদ ফজর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে যেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে দুইদিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ শুরু হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এস.এস.এম. আযীযুল্লাহ ও ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, অর্থ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম, তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম প্রমুখ। দুই পর্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণের প্রথম পর্বে ১৪টি যেলার দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন। বৃহস্পতিবার বাদ ফজর শুরু হয়ে শুক্রবার জুম'আর পূর্ব পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলে।

### মতবিনিময় সভা

**ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ২০ জুলাই বুধবার :** অদ্য দুপুর ১২-টায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি হাসান আল-মাহমূদ লিওন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আবু ছালেহ, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম ইসলাম, অর্থ সম্পাদক যিয়াউর রহমান, দফতর সম্পাদক সালেকুর রহমান প্রমুখ। প্রধান অতিথি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠনের সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজ-খবর নেন এবং দাওয়াতী কাজ আরও জোরদার করার পরামর্শ দেন।

### মাহে রামাযান উপলক্ষে র‍্যালী

**বগুড়া ৩০শে জুলাই শনিবার :** অদ্য বিকাল ৩-টায় 'সোনামণি' বগুড়া যেলার উদ্যোগে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে যেলা শহরে এক র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম-এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত র‍্যালীতে প্রায় ৩ শতাধিক সোনামণি অংশগ্রহণ করে। র‍্যালীটি বগুড়া শহরের আলতাফুননেসা খেলার মাঠ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সাত মাথায় এসে এক পথসভার মাধ্যমে শেষ হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, সাধারণ সম্পাদক আবু বকর ছিদ্দীক প্রমুখ। র‍্যালীতে সোনামণিরা 'মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষা করুন' 'দিনের বেলা হোটেল-রেস্তোঁরা বন্ধ রাখুন' ইত্যাদি শ্লোগান সম্বলিত ফেস্টুন বহন করে।

*[সম্পাদকীয় বাকী অংশ]*

**(২) দল ও প্রার্থী বিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করুন!**

লাগাতার ২ দিন, ৩ দিন, ৪ দিন সহ মোট ৭০ দিন হরতাল-অবরোধ ও লাগাতার ২২ দিন সহ ২৬ দিন অসহযোগ মিলে মোট ৯৬ দিনের তাণ্ডব ও তাতে সহিংসতায় নিহত শতাধিক ও আহত সহস্রাধিক মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে ১৯৯৬ সালের ২৬শে মার্চ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সম্পর্কিত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল পাস হয় এবং ৩০শে মার্চ তাতে প্রেসিডেন্টের সম্মতির পর বিলটি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিলটি পাসের পর তৎকালীন বিরোধী নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'ন্যায় ও সত্যের সংগ্রাম সবসময় জয়ী হয়'। নিঃসন্দেহে এটি অতীব সত্য কথা যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এদেশের মানুষের কাছে শান্তির রক্ষাকবচ হিসাবে গণ্য। মানুষ তাকিয়ে থাকে, কখন ঐ ৯০ দিন আসবে। যখন দলীয় হিংস্রতা ও সীমাহীন দুর্নীতির কবল থেকে তারা আপাততঃ কয়দিন হাফ ছেড়ে বাঁচবে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান বিরোধী নেত্রী তখন ছিলেন এর পুরা বিপক্ষে। কিন্তু সকল বিরোধী দলের লাগাতার সহিংসতায় অতিষ্ট হয়ে তিনি অবশেষে এতে সম্মত হন ও বিল পাস করেন। ইতিহাসের চাকা কিভাবে ঘুরে গেল যে, তখনকার বিরোধী নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর হাতেই আবার সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলের অপমৃত্যু ঘটল। পার্থক্য এই যে, এবার কেউ এ বিল বাতিলের জন্য আন্দোলন করেনি বা দাবীও তোলেনি। এমনকি তেমন কোন কারণও ঘটেনি। স্রেফ নিজেদের খেয়াল-খুশীতে ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এটা করা হয়েছে। সংবিধান নিয়ে নেতাদের এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা সংবিধানের কথিত পবিত্রতার দাবীর প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের শামিল নয় কি? যে মানুষগুলি তখনকার আন্দোলনে হতাহত হয়েছিল, কাল ক্বিয়ামতের মাঠে তাদের প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্র সামনে এখনকার সরকারী নেতারা কি জওয়াব দিবেন, ভেবে দেখেছেন কি?

প্রশ্ন হ'ল, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলের মূল স্পিরিট কি ছিল? এক কথায় যার উত্তর হ'ল 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ শাসন কায়েম' হওয়া। ঐ সময় সকল বিরোধী দল একমত ছিল যে, দলীয় সরকারের অধীনে কোনরূপ নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় এবং দলীয় সরকারের অধীনে প্রশাসন কখনোই নিরপেক্ষ থাকতে পারে না।

প্রশ্ন হ'ল, একথা যদি তখন সঠিক হয়ে থাকে, তাহ'লে এখন বেঠিক হ'ল কেন? এর মাধ্যমে নাকি 'রাজনীতিবিদগণ কলংকমুক্ত' হ'লেন। ভাল কথা- একই নেতারা তখন ছিলেন কলংকিত, আজ কেমন করে নিষ্কলংক হ'লেন? সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর আজ আছে, কাল যখন থাকবে না, তখন কেমনটি হবে? আর এটাই স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, সংখ্যা কখনোই সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড নয়।

অতএব সকল দলের নেতাদের ও সেই সাথে জনগণের কল্যাণে আমরা একটি প্রস্তাব রাখতে চাই। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখবেন। এটা মেনে নিলে এর মধ্যে আমাদের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জনগণ নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে এবং সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি নেতৃত্বে আসার সুযোগ পাবে। প্রস্তাবটি হ'ল : **দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করুন**। কেননা এতে নেতৃত্ব চেয়ে নেবার কোন সুযোগ নেই। আর সেকারণ দুর্নীতি করারও কোন প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ এটাই হ'ল শরী'আতের নির্দেশ। অতএব নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনতা দিন। তারা রাষ্ট্রের জ্ঞানী-গুণীদের কাছ থেকে বর্তমান ইভিএম পদ্ধতিতে হৌক বা অন্য কোন বিশ্বস্ত মাধ্যমে হৌক, প্রথমে একটি বিষয়ে মতামত নিন যে, তারা এদেশে ইসলামী খেলাফত চান, না নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত শাসন ব্যবস্থা চান। দ্বিতীয় মতামত নিন যে, তারা কাকে আমীর বা প্রেসিডেন্ট হিসাবে চান। এরপরে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে একইভাবে মতামত নিন। তবে জ্ঞানী-গুণীদের মতামত হবে অগ্রগণ্য। যদিও তাদের অধিকাংশ এখন দলীয় জ্বরে আক্রান্ত। কিন্তু যখন নির্দলীয় ও প্রার্থীবিহীন নির্বাচন হবে এবং তাদের উপরেই সবকিছু নির্ভর করবে এবং এটিকে পরকলীন দায়িত্বানুভূতির সাথে গ্রহণ করা হবে, তখন আশা করি তাদের কাছ থেকে সুচিন্তিত মতামত আসবে। এ নিয়মটি নিজেদের মধ্যে চালু করলে আনুগত্যহীন সংগঠন ও নিত্যনতুন দল গড়ার প্রবণতা বন্ধ হবে। এভাবে রাষ্ট্রের আমীর বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর তিনি একটি মুসলিম দেশের উপযোগী একটি ছোট্ট 'পরামর্শ পরিষদ' বা পার্লামেন্ট নিয়োগ দিবেন ও তাদের পরামর্শ মতে দেশ পরিচালনা করবেন। এম, পি, নির্বাচনের প্রচলিত প্রথা থাকবে না। সরকারী ও বিরোধী দল বলে কিছু থাকবেনা। ক্ষমতা চেয়ে নেবার বা আদায় করে নেবার মানসিকতা থাকবে না। রাজনৈতিক দলগুলি প্রকৃত অর্থে জনসেবায় ব্রতী হবে। নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল ও হিংসা-হানাহানির সুযোগ থাকবে না। বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকবে। জনগণ সুবিচার পাবে ইনশাআল্লাহ। *(বিস্তারিত দ্রঃ 'ইসলামী খেলাফত' বই ও সম্পাদকীয় : জানু'১১)*।

## বিগত সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত আরও দু'টি মিথ্যা মামলায় আমীরে জামা'আত বেকসুর খালাস

১. নওগাঁ যেলার রাণীনগর থানায় ২৮/০৫/২০০৪ তারিখে দায়েরকৃত চাঞ্চল্যকর খেজুর আলী হত্যা মামলায় বাদীনী কর্তৃক পরপর দু'বার নারাযী দেবার পর তৃতীয়বার তদন্তে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আব্দুছ ছামাদ সালাফী, অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও এ, এস, এম, আযীযুল্লাহ অব্যাহতি প্রাপ্ত হন এবং গত ০৫/০৭/২০১১ তারিখে নওগাঁ যেলা ও দায়রা জজ আদালত তাঁদেরকে বেকসুর খালাস বলে রায় দেন। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

২. বগুড়া যেলার শাহজাহানপুর থানায় ১৫/০১/২০০৫ তারিখে দায়েরকৃত লক্ষ্মীকোলা গানের প্যাণ্ডেলে বোমা হামলা মামলায় দীর্ঘ সাড়ে ৬ বছর ধরে তদন্ত ও বিচার চলার পর গত ৩১/০৭/২০১১ তারিখে বগুড়ার অতিরিক্ত যেলা ও দায়রা জজ আদালত-১-এর বিচারক মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে বেকসুর খালাস প্রদান করেন। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। উল্লেখ্য যে, এযাবত ৯টি মামলায় তিনি খালাস পেয়েছেন। আর মাত্র ১টি হত্যা মামলা বগুড়ায় বাকী রয়েছে।


## হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত নতুন বই

**শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায** প্রণীত ও **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** অনূদিত **'বিদ'আত হ'তে সাবধান'** বইটি বের হয়েছে।

**যোগাযোগ**

মাসিক **আত-তাহরীক**

নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, মোবা : ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯।

## সঊদী প্রবাসী বাংলাভাষী ভাই-বোনদের জন্য সুখবর

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রণীত (১) ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) (২) মাসায়েলে কুরবানী (৩) আশূরায়ে মুহাররম ও (৪) মীলাদ প্রসঙ্গ বইগুলি সম্প্রতি রিয়াদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

**প্রকাশক :** আস-সুলাই দা'ওয়াহ সেন্টার, রিয়াদ ১১৪৩১।

**যোগাযোগঃ** আবুল কালাম আযাদ (দাঈ), মোবাঃ ৯৬৬-৫৬-৫৬২৪৮৯।

# প্রশ্নোত্তর

*দারুল ইফতা*
*হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ*

***প্রশ্ন (১/৪০১): নারী উন্নয়নের জন্য প্রণীত নারী নীতিমালা কি শরী'আত সম্মত? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-হাসান*
*মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।*

**উত্তর :** সরকারের গত মার্চ '১১-তে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতিমালা শরী'আতের সাথে সম্পূর্ণরূপে সাংঘর্ষিক। নারী অধিকার সংরক্ষণের নামে উক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলেও এর দ্বারা নারীদেরকে আরো হুমকির মুখে ফেলা হয়েছে। বিগত চার দলীয় জোট সরকারের 'নারী নির্যাতন বিরোধী আইন' যেমন পুরুষ নির্যাতনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, বর্তমান মহাজোট সরকারের 'নারী উন্নয়ন নীতি মালা' তেমনি বুমেরাং হয়ে নারী নির্যাতনের হাতিয়ারে পরিণত হবে। এর দ্বারা নারীকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী বানানো হয়েছে। যা কখনোই নারীর মর্যাদা রক্ষায় সহায়ক হবে না। বরং আরও ক্ষতির কারণ হবে। অথচ ইসলাম নারী ও পুরুষের জন্য যে সুষম নীতিমালা দিয়েছে, তাই হ'ল বিশ্বমানবতার জন্য চিরন্তন কল্যাণময় নীতিমালা। তার বাইরে গেলে বিপর্যয় নিশ্চিত *(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : সম্পাদকীয় এপ্রিল '১১)*।

***প্রশ্ন (২/৪০২) : ঘুমানোর সময় বা অন্য সময় ক্বিবলার দিকে পা রাখা যাবে কি? অনেক আলেম এটাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-মুছত্বফা*
*সোনামণি ছাত্রাবাস, পবা, রাজশাহী।*

**উত্তর :** ক্বিবলার দিকে পা রেখে ঘুমানোতে শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কিবলাকে সামনে রেখে কিংবা পেছনে রেখে টয়লেটের বাইরে খোলা স্থানে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করা হয়েছে *(বুখারী হা/৩৯৪; মিশকাত হা/৩৩৪-৩৫)*।

***প্রশ্ন (৩/৪০৩) : দেশে প্রচলিত লম্বা জামা ও টুপি কি সুন্নাতী পোষাক? দলীলভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন?***

*-শাহেদ*
*লাকসাম, কুমিল্লা।*

**উত্তর :** সুন্নাতী পোষাক কোনটি তা নির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। কারণ সবদেশের আবহাওয়া ও পোষাক এক হওয়ার কথা নয়। তবে ইসলাম পোষাকের যে মূলনীতির কথা বলেছে লম্বা জামা ও টুপি সেই মূলনীতির মধ্যে পড়ে যায়। তাছাড়া মাথা ঢাকা বা টুপি পরা বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য *(বুখারী হা/১১৯৮ ও ৩৮৫-এর অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা; আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫৩৮, ৬/৫১ পৃঃ)*। মূলনীতিগুলো হল, (১) পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য থাকবে দেহকে আবৃত করা, যেন পোষাক পরা সত্ত্বেও লজ্জাস্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকাশ না হয়ে ওঠে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪)*। (২) ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হতে হবে। এজন্য ঢিলেঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করতে হবে। হাদীছে সাদা পোষাক পরিধানের নির্দেশ এসেছে *(আ'রাফ ২৬; মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১০৮, ৪৩৫০ ও ৪৩৩৭)*। (৩) পোষাক যেন অমুসলিমদের সাদৃশ্য না হয় *(আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। (৪) পুরুষরা রেশম কাপড়ের পোষাক পরিধান করতে পারবে না *(ছহীহ্ নাসাঈ হা/৫২৬৫; মিশকাত হা/৪৩৪১)* (৫) পোষাক যেন টাখনুর নীচে না যায় *(নাসাঈ (হা/৫৩৩১)*। (৬) পুরুষের পোষাক মহিলার পোষাকের এবং মহিলার পোষাক পুরুষের পোষাকের সাদৃশ্যপূর্ণ না হয় *(আবুদাউদ হা/৪০৯৮; মিশকাত হা/৪৪৬৯; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় সংস্করণ, ৩৬-৩৮ পৃঃ)*।

***প্রশ্ন (৪/৪০৪) : সূরা ইখলাছ একবার পড়লে পবিত্র কুরআন একবার খতম করার ছওয়াব পাওয়া যায়। উক্ত মর্মে ছহীহ হাদীছ আছে কি? সূরা ইখলাছের ফযীলত সম্পর্কে জানতে চাই।***

*-আশরাফ*
*উত্তরপুর, ঘোড়াশালা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।*

**উত্তর :** উক্ত মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে সূরা ইখলাছ একবার পড়লে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়ার সমান ছওয়াব হবে মর্মে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী হা/৫০১৩; মিশকাত হা/২১২৭)*। এছাড়া যে ব্যক্তি দশবার সূরা ইখলাছ পাঠ করবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন *(আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৮৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৭২)*। যে ব্যক্তি সূরা ইখলাছকে পসন্দ করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে *(তিরমিযী হা/১৯০১; মিশকাত হা/২১৩০)*। এর তাৎপর্য হ'ল তাওহীদকে সঠিকভাবে বুঝা ও সে অনুযায়ী আমল করা। উল্লেখ্য যে, সূরা ইখলাছ সম্পর্কে বহু বানোয়াট ও যঈফ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৫৮-৫৯)*।

***প্রশ্ন (৫/৪০৫) : বিশ্ব ইজতেমায় যোগদান করা যাবে কি?***

*-নূরে আলম, আমেরিকা।*

**উত্তর :** ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রচার করার লক্ষ্যে যেকোন মাহফিল বা ইজতেমার আয়োজন করা ও সেখানে যোগদান করা যায়। কিন্তু যদি ইসলামের নামে জাল, যঈফ ও বানোয়াট হাদীছের এবং ভিত্তিহীন ফাযায়েল ও কেচ্ছা-কাহিনী শোনার দাওয়াত দেয়া হয়, বিদ'আতী আক্বীদা ও আমল প্রচার করা হয়, তাহলে সেখানে যোগদান করা যাবে না। চাই সেটা বিশ্ব ইজতেমা হোক বা অন্য কোন ইজতেমা হোক। কারণ বিদ'আতীদের সঙ্গ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। বিদ'আতী লোকেরা ক্বিয়ামতের দিন হাউয কাওছারের পানি পান করতে পারবে না *(ছহীহ মুসলিম হা/৪২৪৩)*। উল্লেখ্য যে,

তাবলীগ জামা'আত কথিত বিশ্ব ইজতেমার আয়োজন করে থাকে। আর তাদের মধ্যে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি অধিকহারে রয়েছে। তারা ছালাত শিখলেও তা কখনোই ছহীহ হাদীছের ছালাত নয়। বিশ্ব ইজতেমায় আখেরী মুনাজাতের বিদ'আত চালু করে তারা এককভাবে দো'আ করার ছহীহ তরীকা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে নিয়েছে। মানুষ এখন ফরয ছালাত আদায়ের চাইতে আখেরী মুনাজাতে যোগদান করাকেই অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। অতএব এইসব বিদ'আতী ইজতেমা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

***প্রশ্ন (৬/৪০৬) : পবিত্র কুরআন মুখস্থ তেলাওয়াত করা ও দেখে তেলাওয়াত করার মধ্যে ছওয়াবের কোন তারতম্য আছে কি?***

*-সুরাইয়া, পাঁচদোনা, নরসিংদী।*

**উত্তর :** কোন তারতম্য নেই। কুরআন দেখে পড়া হোক বা মুখস্থ পড়া হোক প্রতি হরফে দশটি করে নেকী হবে *(তিরমিযী হা/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭)*। উল্লেখ্য, আমার উম্মতের সর্বোত্তম আমল হল কুরআন দেখে পড়া মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(যঈফুল জামে' হা/১০৪৮ ও ৩৯৮০)*।

***প্রশ্ন (৭/৪০৭) : সূরা মায়েদার ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নূর এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে। উক্ত নূর দ্বারা মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে নূরের তৈরি সে কথা বুঝানো হয়েছে। এ বক্তব্য কি সঠিক?***

*-আল-আমীন, মাদারটেক, ঢাকা।*

**উত্তর :** উক্ত ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ এখানে 'নূর' দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন শিরকের অন্ধকার হতে মানুষকে তাওহীদের আলোর পথে বের করে আনে। এখানে 'কিতাবুল মুবীন' (كِتَابٌ مُبِيْنٌ) 'নূর' (نُوْرٌ)-এর উপর عطف بيان হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, 'তোমাদের নিকট আল্লাহ্র নিকট থেকে এসেছে একটি জ্যোতি ও সমুজ্জ্বল গ্রন্থ' *(মায়েদাহ ১৫)*। দু'টির অর্থ একই। এর পরের আয়াতেই যার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে يَهْدِيْ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ 'এর দ্বারা আল্লাহ শান্তির রাস্তাসমূহ প্রদর্শন করেন ঐ ব্যক্তির জন্য, যে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে'.. *(মায়েদাহ ১৬)*। ১৫ আয়াতে বর্ণিত 'নূর' ও 'কিতাব' যদি দু'টি বস্তু হ'ত, তাহ'লে ১৬ আয়াতে يَهْدِيْ بِهِ না বলে يَهْدِيْ بِهِمَا বলা হ'ত। অর্থাৎ ঐ দু'টির মাধ্যমে। যেমন পূর্ববর্তী সূরা নিসা-র শেষদিকে ১৭৪ আয়াতে বলা হয়েছে, হে মানবজাতি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে بُرْهَان (দলীল) এসেছে এবং আমরা তোমাদের উপর নাযিল করেছি نُوْرًا مُبِيْنًا (উজ্জ্বল জ্যোতি)। এখানে 'বুরহান' ও 'নূর' যে একই বস্তু, তা পরবর্তী আয়াতেই বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন, فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ 'অতএব যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছে এবং কুরআনকে আঁকড়ে ধরেছে। সত্বর তিনি তাদেরকে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন' *(নিসা ১৭৫)*। এখানে وَاعْتَصَمُوْا بِهِ বলা হয়েছে, وَاعْتَصَمُوْا بِهِمَا বলা হয়নি। একইভাবে মায়েদা ১৫ আয়াতে 'নূর' ও 'কিতাবুম মুবীন' অর্থ কুরআন মজীদ। যার মাধ্যমে আল্লাহ ঈমানদারগণকে স্বীয় নির্দেশে অন্ধকার হ'তে বের করে আলোর দিকে পথ প্রদর্শন করেন *(মায়েদাহ ১৬)*।

কোন কোন বিদ্বান 'নূর' অর্থ রাসূল (ছাঃ) অথবা 'ইসলাম' বলেছেন। তিনটির সারমর্ম একই। অর্থাৎ যদি কুরআন ও ইসলাম নিয়ে শেষনবীর আগমন না ঘটত, তাহলে মানুষ শিরকের অন্ধকার থেকে তাওহীদের আলোর পথ খুঁজে পেত না' *(তাফসীরুল মানার)*।

উল্লেখ্য যে, اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِى 'আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর পয়দা করেন' বলে যে হাদীছ প্রচলিত আছে তা মওযূ বা জাল *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৫৮-এর আলোচনা দ্রঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নূরের তৈরী ছিলেন না। বরং আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূল! তুমি বলে দাও যে, আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ... *(কাহফ ১১০)*।

***প্রশ্ন (৮/৪০৮) : পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন্ জাতির আগমন ঘটে? শয়তানের উৎপত্তি কোথা থেকে এবং সে কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত?***

*-রায়হান*
*গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ*
*রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

**উত্তর :** মানুষ সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীতে জিন জাতির বসবাস ছিল *(হিজ্র ২৭)*। তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল *(বাক্বারাহ ৩০)*। শয়তানকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে *(আ'রাফ ১২)* এবং তারা হ'ল জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত *(কাহফ ৫০)*। আর জিন জাতি আগুন দ্বারা সৃষ্ট *(রহমান ১৫)*।

***প্রশ্নঃ (৯/৪০৯): কোন্ দুই ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর সুফারিশ ছাড়াই জান্নাতে যাবে? তারা দুনিয়াতে কী ধরনের আমল করতেন?***

*-আযীযুল হক সরকার*
*গন্ধর্ব বাড়ী, গাইবান্ধা।*

**উত্তর :** উক্ত মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং দুই শ্রেণীর মানুষ তাঁর শাফা'আত লাভ করতে সক্ষম হবে না মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। অত্যাচারী শাসক এবং খিয়ানতকারী ব্যক্তি *(ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৩৭৯৮)*।

***প্রশ্নঃ (১০/৪১০) : মোর্দাকে দাফন করার পর এক সপ্তাহের মধ্যে কবরস্থানে কুরআন খতম দেওয়া ও বখশানোর কোন দলীল আছে কি? অনুরূপভাবে কবরস্থানে সূরা ইয়াসীন, রহমান, মুল্ক ইত্যাদি পড়া যাবে কি?***

*-মসরুর আলম, বালুচরা, চট্টগ্রাম।*

**উত্তর :** মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কুলখানী, চেহলাম, কুরআন খানি, কবরস্থানে গিয়ে বিভিন্ন সূরা পাঠ করা, কুরআন বখশানো সবই কুসংস্কার ও বিদ'আত। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এধরনের কোন প্রথা প্রমাণিত নয় *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৯৪-২০২)*।

***প্রশ্ন (১১/৪১১) : মহিলারা পর্দার মধ্যে থেকে চাকুরী করতে পারবে কি? প্রয়োজনে তারা মাঠে যেতে পারবে কি?***

*-হনুফা, গৌরনগর, ঢাকা।*

**উত্তর :** বাড়ীতে অবস্থান করাই মহিলাদের কর্তব্য *(আহযাব ৩৩)*। বের হলেই শয়তান তাদের পিছু নিবে *(ছহীহ তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯)*। তবে প্রয়োজনে বের হলে নিরাপত্তার সাথে পর্দা সহ বের হবে। অর্থাৎ শর্তসাপেক্ষে বাইরে যেতে পারবে এবং চাকুরীও করতে পারবে। যেমন, (১) জীবিকার জন্য কাজ করতে বাধ্য হলে (২) বাড়ির মধ্যেই কাজ করা যায় এরূপ কোন কাজ না পাওয়া গেলে (৩) সার্বক্ষণিক পর্দার মধ্যে থাকতে হবে (৪) কাজটা যেন ইসলাম বিরোধী না হয় (৫) কাজটি মহিলাদের কাজের উপযোগী হলে (৬) স্বামী, সন্তান এবং গৃহের ব্যাপারে অবহেলা সৃষ্টি না হলে। (৭) কর্মক্ষেত্র যদি সফরের পর্যায়ে পড়ে, তাহলে মাহরাম ছাড়া না যাওয়া। (৮) কাজটি যেন পুরুষদের সাথে মিলিতভাবে না হয় অর্থাৎ কর্মস্থানটি যেন শুধু মহিলাদের হয়।

উল্লেখ্য, এসব শর্তের দ্বারা মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

***প্রশ্ন (১২/৪১২) : আমাদের এলাকায় কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি মারা গেলে দাফনের আগে গরু-খাসী যবহ করে জনসাধারণকে খাওয়ানো হয়। অতঃপর দাফন করা হয়। শরী'আতে এ ধরনের কোন বিধান আছে কি? উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করা ও সেই খানা খাওয়া যাবে কি?***

*-শামসুয যোহা, সাপাহার, নওগাঁ।*

**উত্তর :** মৃত ব্যক্তির দাফনের পূর্বে ও পরে এ ধরনের সকল অনুষ্ঠান বিদ'আত, যা অবশ্য বর্জনীয়। ইসলামের সোনালী যুগে এসবের কোন প্রমাণ নেই। বরং জাহেলী যুগে দানশীল ও নেককার ব্যক্তিদের কবরের পাশে গরু-ছাগল-মোরগ ইত্যাদি যবহ করা হ'ত। ইসলাম আসার পরে এগুলি নিষিদ্ধ করা হয় *(আবুদাউদ হা/৩২২২; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৯৪)*। বরং এ সময় সুন্নাত হ'ল মৃতের পরিবারকে খাদ্য সরবরাহ করা। কারণ জাফর বিন আবু তালিব (রাঃ) শহীদ হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা জাফর-এর পরিবারের জন্য খাদ্য প্রস্তুত কর। কারণ তারা এখন শোকাহত *(তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/১৭৩৯ 'মৃতের উপর ক্রন্দন' অনুচ্ছেদ)*।

***প্রশ্ন (১৩/৪১৩) : ইসলামী সম্মেলনে জনৈক বক্তা বলেন, কবরে নবী-রাসূল, ছাহাবায়ে কেরাম, পীর-আওলিয়াদের লাশ অক্ষত থাকে। তাঁদের লাশ মাটিতে খায় না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?***

*-মজিদুল ইসলাম*
*গণিত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

**উত্তর :** মুমিনদের মৃত্যুর পর তাদের রূহ আসমানে চলে যায় এবং শরীর মাটিতে খেয়ে নেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আদমের সকল সন্তানকে মাটিতে খেয়ে নিবে শুধু তার মেরুদণ্ডের সর্বনিম্ন হাড্ডি (عَجْبُ الـذَّنَبِ) ব্যতীত। কারণ তা থেকেই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা থেকেই তাদের দেহ পুনর্গঠন করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫২১)*।

কিন্তু নবী-রাসূলের লাশ অক্ষত থাকবে। মাটিতে খাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُـلَ أَجْـسَادَ الْأَنْبِيَـاءِ 'আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদের লাশ খাওয়া মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৯৬২; ইবনে মাজাহ হা/১০৮৫; মিশকাত হা/১৩৬১, ৬৬ 'জুম'আ' অধ্যায়)*। তাঁরা ব্যতীত অন্য কারো লাশ মাটিতে খাবে না বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হতে পারে কারো লাশ দ্রুত খাবে, কার দেরিতে। অনেকের লাশ বহুদিন পরেও স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। উল্লেখ্য যে, ফেরাঊনের লাশকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপদেশ গ্রহণের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখবেন *(ইউনুস ৯২)*।

***প্রশ্ন (১৪/৪১৪) : ছালাতে ইমাম ভুল করলে এবং মুক্তাদী লোকমা না দিলে ছালাত শেষে কি সহো সিজদা দিতে হবে? না ছালাত ফিরিয়ে পড়তে হবে?***

*-সাইফুল ইসলাম, বি-ব্লক, বগুড়া।*

**উত্তর :** ছালাতে ইমাম ভুল করলে মুক্তাদীরা লোকমা দিবে *(আবুদাউদ হা/৯০৭)*। যদি ক্বিরাআতে ভুল হয় তাহলে সহো সিজদা দেওয়া লাগবে না *(আবুদাউদ হা/৯০৮; নায়লুল আওত্বার ২/৩৭২)*। তবে রাক'আত গণনায় ভুল হলে ঐ রাক'আত পুনরায় পড়ে সহো সিজদা দিতে হবে। রাক'আতের ব্যাপারে সন্দেহ হলে কম সংখ্যাকে ধরে নিয়ে বাকী ছালাত আদায় করে সহো সিজদা দিতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৭)*। প্রথম তাশাহ্হুদে বসতে ভুলে গেলে এবং সালাম ফিরিয়ে দিলে পরে দুইটি সহো সিজদা দিবে এবং সালাম ফিরাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৮)*।

***প্রশ্ন (১৫/৪১৫) : নবী ও রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য কী? তাঁদের সংখ্যা কত? তাঁদের উপর কতখানা কিতাব নাযিল হয়েছিল?***

*-নূরুল হক*
*চককানু, মান্দা, নওগাঁ।*

**উত্তরঃ** নবী এবং রাসূলের মধ্যে পার্থক্য হ'ল, আল্লাহ তা'আলা যাকে নতুন শরী'আত দিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট পাঠান তাঁকে রাসূল বলা হয়। আর যাকে নতুন শরী'আত না দিয়ে পূর্বের রাসূলের শরী'আতই প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান তাঁকে নবী বলা হয় *(আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৬৮, ৬/১৬৭ পৃঃ)*। প্রত্যেক নবী রাসূল নন। তবে প্রত্যেক রাসূলই নবী।

নবী ও রাসূলের সংখ্যা বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আপনার নিকট ইতিপূর্বে বহু রাসূলের কথা বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূলের কথা আপনাকে বলিনি *(নিসা ১৬৪)*। তবে একটি প্রশ্নের জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, নবীগণের সংখ্যা হল, ১,২৪,০০০। তার মধ্যে ৩১৩ জন, অন্য বর্ণনায় ৩১৫ জন রাসূল *(আহমাদ, সনদ হাসান, আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৬৮; ফাৎহুলবারী ১০/১০৪; মিশকাত হা/৫৭৩৭)*। চারজন রাসূলের উপর চারটি প্রধান কিতাব নাযিল হয়েছে। মূসা (আঃ)-এর উপরে 'তাওরাত', দাঊদ (আঃ)-এর উপরে 'যাবূর', ঈসা (আঃ)-এর উপরে 'ইনজীল' এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে 'কুরআন'। কোন কোন নবী ও রাসূলের উপর ছহীফা (পুস্তিকা) আকারে কিতাব নাযিল হয়েছে *(আ'লা ১৯)*।

***প্রশ্ন (১৬/৪১৬) : সুন্নাতে খাৎনার অনুষ্ঠান করা কি শরী'আত সম্মত? অনেক আলেম ও ইসলামী ব্যক্তিত্বও এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন।***

*-নাঈম, চাঁনগাঁও, নরসিংদী।*

**উত্তরঃ** খাৎনা করা ইসলামের স্বভাবগত সুন্নাত এবং অন্যতম নিদর্শন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২০)*। ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র হুকুমে আশি বছর বয়সে নিজের খাৎনা করেছিলেন *(বুখারী হা/৩৩৫৬)*। কিন্তু খাৎনার অনুষ্ঠান করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ)-এর স্বর্ণ যুগে এর কোন প্রচলন ছিল না। হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, ওছমান ইবনুল আ'ছ (রাঃ)-কে এক খাৎনার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালে তিনি বললেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে কোন খাৎনার অনুষ্ঠানে যেতাম না, এমনকি ডাকাও হত না *(আহমাদ হা/১৭৯০৮; সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭২২-এর আলোচনা দ্রঃ, ২/২২১ পৃঃ)*।

***প্রশ্ন (১৭/৪১৭) : মোহরানা ছাড়া বিবাহ বৈধ কি? যে মোহরানা পরিশোধ করে না তার পরিণাম কী? জনৈক মুফাসসির বলেছেন, তারা হাশরের ময়দানে ব্যভিচারীদের লাইনে দাঁড়াবে। উক্ত বক্তব্যের দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-মশিউর রহমান*
*ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী কলেজ।*

**উত্তরঃ** মোহরানা ছাড়া বিবাহ বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা খুশীমনে দিয়ে দাও' *(নিসা ৪)*। রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে মোহরানা বাবদ লোহার আংটি হলেও নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। অতঃপর সেটাও না পাওয়ায় কুরআন শিক্ষা দেওয়ার শর্তে বিবাহ পড়িয়ে দেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২০২)*। অতএব মোহরানা অপরিহার্য শর্ত। বরের সাধ্য অনুযায়ী মোহরানা ধার্য করবে। সেটা প্রথমেই পরিশোধ করা কর্তব্য। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণ মোহরানা ধার্য করা এবং পরে স্ত্রীর কাছে মাফ চাওয়া ধোঁকার শামিল। এছাড়া যারা মোহরানা আদায় করে না, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের স্ত্রীদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বিবাহের সবচেয়ে বড় শর্ত হ'ল মোহর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৪৩ 'বিবাহ' অধ্যায়-১৩, অনুচ্ছেদ-৩)*। বিবাহের সময় মোহর ফাঁকি দেওয়ার নিয়ত থাকলে তো বিয়েই বৈধ হবে না। তবে প্রশ্নে বর্ণিত উক্ত মুফাসসিরের বক্তব্য ভিত্তিহীন।

***প্রশ্ন (১৮/৪১৮) : মৃত ব্যক্তি কবরে কতদিন শাস্তি ভোগ করবে? জনৈক খতীব বলেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি হতে থাকবে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?***

*-সোহেল হাযারী*
*তালতলী, মণিপুর, গাযীপুর।*

**উত্তর :** উক্ত বক্তব্য সঠিক। দুনিয়ায়ী আমলের ভাল-মন্দের ফলাফল কবর থেকেই শুরু হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় কবরবাসীকে তার জান্নাত অথবা জাহান্নামের ঠিকানা দেখানো হয়। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই রূপ হতে থাকবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/১৩১৩; মিশকাত হা/১২৭)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, বারযাখী জীবনে (কবরে) ভাল মন্দের বদলা দেওয়া ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৫৬; মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে বায ফাতাওয়া নং ৪২৬২)*।

***প্রশ্ন (১৯/৪১৯) : অনেক মসজিদে ছালাতে দাঁড়ালে সামনের গ্লাসে নিজের ছবি দেখা যায়। এমনকি সিজদায় গেলে টাইলসে মুখও দেখা যায়। এমতাবস্থায় ছালাতের ক্ষতি হবে কি?***

*-আব্দুল মজীদ, বল্লা, টাঙ্গাইল।*

**উত্তর :** মসজিদে এমন গ্লাস বা টাইলস দেওয়া উচিত নয় যাতে মুছল্লীর ছবি দেখা যায়। এমতাবস্থায় সামনে কাপড় টাঙিয়ে ও নীচে কাপড় বিছিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। কারণ যেকোন ছবি বা চিত্র ছালাতের জন্য ক্ষতিকর। যেমন প্রাণীর অংকিত চিত্র, তৈলচিত্র ও কাপড়ের চিত্র কিংবা প্রাণীর ছবি বিশিষ্ট নকশা ইত্যাদি। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রাণীর ছবিযুক্ত কোন কিছু বাড়ীতে দেখলে তা বিনষ্ট করে দিতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৯১ 'ছবিসমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

***প্রশ্ন (২০/৪২০) : রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখেছেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?***

*-রুহুল আমীন, কুয়েট, খুলনা।*

**উত্তর :** উক্ত বক্তব্য সঠিক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি আমার প্রতিপালককে স্বপ্নে সুন্দরতম আকৃতিতে দেখেছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ কি বিষয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, আপনি ভাল জানেন... *(তিরমিযী হা/৩২৩৪-৩৫; মিশকাত হা/৭২৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৬৯)*। তবে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র আকৃতির কোন ব্যাখ্যা দেননি। অনুরূপ তিনি ব্যতীত আর কেউ এমনটি দেখেছেন মর্মেও কোন প্রমাণ নেই।

***প্রশ্ন (২১/৪২১) : সুন্নাত ছালাতে সিজদায় গিয়ে কুরআনের আয়াত দ্বারা দো'আ করা যাবে কি? ছালাতের মধ্যে আমি মন খুলে কিভাবে দো'আ করব?***

*-মুহাম্মাদ শাফী, বুয়েট, ঢাকা।*

**উত্তর :** ফরয বা সুন্নাত ছালাতে সিজদায় গিয়ে কুরআনের আয়াত দ্বারা দো'আ করা যাবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩)*। সিজদায় কুরআন ব্যতীত হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ পড়া

যায়। আর শেষ বৈঠকে বসে 'আত্তাহিইয়াতু' ও 'দরূদ' পড়ার পর কুরআন এবং হাদীছ থেকে সব ধরনের দো'আ পড়া যাবে।

সিজদায় বা শেষ বৈঠকে মন খুলে পড়ার জন্য নিম্নের দো'আটি পড়তে পারেন, যা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অধিকাংশ সময় পড়তেন: **আল্লা-হুম্মা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা 'আযা-বান্না-র'** (হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে দুনিয়ায় মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও) *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৮৭ 'সারগর্ভ দো'আ' অনুচ্ছেদ-৯)*। অথবা অত্র দো'আটি পড়তে পারেন, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়েছিলেন: **আল্লা-হুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়া 'আ-ফেনী, ওয়ারযুক্বনী** (হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে রহম কর, আমাকে সঠিক পথ দেখাও, আমাকে সুস্থতা দাও এবং আমাকে রূযী দাও') *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৮৬)*।

***প্রশ্ন (২২/৪২২) : বিলকিস বেগম নামে এক লেখিকা দাবী করেছেন, আদম (আঃ)-এর পূর্বেও পৃথিবীতে মানুষ ছিল। এছাড়া তিনি আরো অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন (কালের কণ্ঠ ২০ মে ২০১১ পৃঃ ১৭)। এর সত্যতা জানতে চাই।***

*-শাহীন আলম, দুর্গাপুর, রাজশাহী।*

**উত্তর :** উক্ত দাবী সঠিক নয়। কারণ আদম সৃষ্টির ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মানুষের আগে আল্লাহ জিনকে সৃষ্টি করেছেন। আর জিনের পূর্বে ফেরেশতাকে সৃষ্টি করেছেন। আর ফেরেশতারা যা দাবী করেন তাতে আদম প্রথম মানুষ *(বাক্বারাহ ৩০)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ যখন জান্নাতে আদমের আকৃতি তৈরী করলেন এবং যতদিন ইচ্ছা এভাবেই রেখে দিলেন, তখন ইবলীস তার চারেদিকে ঘুরছিল এবং লক্ষ্য করছিল এটা আবার কি? অতঃপর যখন সে দেখল যে এর ভিতরে ফাঁকা রয়েছে তখন সে বুঝল যে এটা এমন সৃষ্টি যে নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭০২)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইবলীস আদমের মত কোন সৃষ্টিকে এর পূর্বে দেখেনি। এ কারণেই সে চতুর্দিকে ঘুরছিল এবং লক্ষ্য করছিল।

***প্রশ্ন (২৩/৪২৩) : জনৈক ইমাম বলেছেন, ওযূ না করে শুধু গোসল করার পর ছালাত আদায় করা যাবে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?***

*-সিরাজুদ্দৌলা, বিরামপুর, দিনাজপুর।*

**উত্তর :** ওযূ না করে গোসল করলে ঐ গোসলের পর ছালাত আদায় করা যাবে না। কারণ ছালাতের জন্য ওযূ শর্ত। আর ওযূর জন্য নিয়ত শর্ত। সুতরাং এজন্য গোসলের পূর্বে ওযূ করে নিতে হবে *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫)*।

***প্রশ্ন (২৪/৪২৪) : আযানের সময় যেমন উত্তর দিতে হয়, তেমনি এক্বামতের সময়ও কি একইভাবে উত্তর হবে?***

*-জাদীদা, কৃষ্ণপুর, পাবনা।*

**উত্তর :** আযান ও এক্বামতের উত্তর একই রকম হবে। কারণ হাদীছে উভয়কেই আযান বলা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৬২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তাই বল যা মুওয়াযযিন বলে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় আযানের কালেমা দু'বার করে এবং ইক্বামতের কালেমা একবার করে বলা হ'ত কেবল ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ ব্যতীত (যা দু'বার বলা হ'ত) *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৬৪৩ 'আযান' অনুচ্ছেদ)*।

***প্রশ্ন (২৫/৪২৫) : চাচা-চাচী, ভাই-ভাবী মিলে যৌথ পরিবার। এক্ষণে পর্দার বিধান কিভাবে মেনে চলতে হবে?***

*-আযাদ*

*ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।*

**উত্তর :** হাদীছে সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে বিবাহ করতে বলা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০)*। মোহরসহ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তাই সম্ভব হলে পৃথক বসবাসের ব্যবস্থা করবে। অন্যথা একই পরিবারে নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে ও স্ব স্ব পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, (ভাবীর জন্য) দেবরকে মরণ স্বরূপ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০২)*। অর্থাৎ মরণ যেমন যেকোন সময় আসতে পারে যৌথ পরিবারে তেমনি যেকোন সময়ে সমস্যা আসতে পারে *(মিরক্বাত ১০/৫১)*।

***প্রশ্ন (২৬/৪২৬) : একাকী ছালাত আদায় করার পর যদি জামা'আত শুরু হতে দেখা যায় তাহলে পুনরায় ঐ জামা'আতে শরীক হওয়া যাবে কি? এবং এর নেকী পাওয়া যাবে কি?***

*-আবুল কাসেম, শিবপুর, গাযীপুর।*

**উত্তর :** অবশ্যই শরীক হতে পারবে এবং তার পূর্ণ নেকী পাবে। পরবর্তী ছালাত তার জন্য নফল হিসাবে গণ্য হবে। আবু যার গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেন, যখন তোমাদের আমীরগণ নির্দিষ্ট সময় হতে ছালাত দেরী করে পড়বে তখন কী করবে? আমি বললাম, আমাকে যা আদেশ করবেন তাই করব। তিনি বললেন, তুমি নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় করবে। অতঃপর যদি তাদেরকে পাও, তাহ'লে তাদের সাথে পুনরায় ছালাত আদায় করবে। সেটা তোমার জন্য নফল হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬০০)*।

***প্রশ্ন (২৭/৪২৭) : জশনে জুলূস কি? ইসলামে কি এ ধরনের অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে? এ অনুষ্ঠানে যোগদান করা যাবে কি?***

*-এনামুল হক*

*তেলাপাড়া, মাধবপুর, হবিগঞ্জ।*

**উত্তর :** 'জশন' ফারসী শব্দ। এর অর্থ উৎসব, আনন্দ। আর 'জুলূস' আরবী শব্দ। অর্থ- উপবেশন, বৈঠক, অনুষ্ঠান ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালনের জন্য বাৎসরিক মীলাদ উপলক্ষে যে মিছিল বের করা হয়, তা 'জশনে জুলূস' বলে পরিচিত। ইসলামে এধরনের অনুষ্ঠানের কোন অস্তিত্ব নেই। এ সমস্ত বিদ'আতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, এতে সহযোগিতা করা ও সেখানে অংশগ্রহণ করা সবই হারাম।

***প্রশ্ন (২৮/৪২৮) : ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তিনটি জিনিসে অকল্যাণ আছে, ঘোড়ায়, নারীতে ও বাড়ীতে। (বুখারী হা/২৮৫৮)। হাদীছটির ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-ইবাদুল্লাহ, পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।*

**উত্তর :** হাদীছটির ব্যাখ্যা হল- কোনকিছুর মধ্যে অকল্যাণ নেই। যদি থাকত তবে ঘোড়া, নারী ও বাড়ীর মধ্যে অকল্যাণ থাকত *(আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৪২ ও ৯৯৩)*। মূল ঘটনা হল, জাহেলী যুগে ধারণা করা হত যে সবকিছুর মধ্যে অকল্যাণ রয়েছে। তারই জবাবে রাসূল (ছাঃ) উক্ত কথা বলেন।

***প্রশ্ন (২৯/৪২৯) : জনৈক আলেম বলেন, পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশের সাথে হিন্দুস্থানের যুদ্ধ হবে। ঐ যুদ্ধে যে মুসলিম ব্যক্তি মারা যাবে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। একথার সত্যতা জানতে চাই।***

*-খালিদ, ঘোনা, সাতক্ষীরা।*

**উত্তর :** হাদীছটি অনুরূপ নয়। ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের দু'টি দলকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তার একটি হচ্ছে যারা হিন্দুস্থানবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর একটি হচ্ছে যারা ঈসা (আঃ)-এর সাথে থাকবে *(নাসাঈ হা/৩১৭৫, সনদ ছহীহ)*। তবে যঈফ সনদে নিম্নরূপ এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের সাথে হিন্দুস্থানের যুদ্ধের ওয়াদা করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি সে যুদ্ধ পেলে আমার জান ও মাল দিয়ে যুদ্ধ করব। আর আমি মারা গেলে শহীদদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হব *(নাসাঈ হা/৩১৭৪, সনদ যঈফ)*। উক্ত হাদীছের আলোকেই খলীফা ওমর (রাঃ)-এর সময়ে সর্বপ্রথম ১৫ হিজরীতে ছাহাবীগণ হিন্দুস্থান অভিযানে আসেন এবং থানা (মাদ্রাজ), ভ্রুচ (করাচী) ও দেবল (সিন্দুর একটি বন্দর) বন্দর অধিকার করেন। অতঃপর উমাইয়া যুগে ৯৩ হিজরীতে মুহাম্মাদ বিন কাসেম সিন্ধু জয় করেন। তারও পরে আব্বাসীয় যুগে ৬০২ হিজরীতে দিল্লী ও বাংলা বিজিত হয় এবং সারা ভারত বর্ষে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে।

***প্রশ্ন (৩০/৪৩০) : ইয়াজূজ মাজূজ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে চাই। তারা কখন পৃথিবীতে আসবে এবং কি কি কাজ করবে?***

*-জসীম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

**উত্তর :** ইয়াজূজ মাজূজ সম্প্রদায় আদম (আঃ)-এর বংশধর। তারা ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে ঈসা (আঃ)-এর সময় পৃথিবীতে উত্থিত হবে। শাসক যুলক্বারনাইন তাদেরকে এখন প্রাচীর দিয়ে আটকিয়ে রেখেছেন *(কাহফ ৯৪-৯৮)*। ঐ প্রাচীর ভেঙ্গে তারা সেদিন বেরিয়ে আসবে এবং সামনে যা পাবে সব খেয়ে ফেলবে। তাদের সাথে কেউ লড়াই করতে পারবে না। এক সময় তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের এক পাহাড়ে গিয়ে বলবে, দুনিয়াতে যারা ছিল তাদের হত্যা করেছি। এখন আকাশে যারা আছে তাদের হত্যা করব। তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তাদের তীরে রক্ত মাখিয়ে ফেরত পাঠাবেন। একদা ঈসা (আঃ) তাদের জন্য বদদো'আ করবেন। এতে তারা সবাই মারা যাবে ও পচে দুর্গন্ধ হবে। আল্লাহ শকুন পাঠাবেন। লাশগুলোকে তারা নাহবাল নামক স্থানে নিক্ষেপ করবে। মুসলিমরা তাদের তীর ও ধনুকগুলো ৭ বছর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*।

***প্রশ্ন (৩১/৪৩১) : এক ব্যক্তি মসজিদে নলকূপ দেয়ার ওয়াদা করে মসজিদ কমিটি ঐ টাকা মসজিদের বারান্দায় এবং মক্তবে লাগাতে চায়। এমনটি করা যাবে কি?***

*-ইয়াকুব, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।*

**উত্তর :** নলকূপের প্রয়োজন না থাকলে মসজিদের বারান্দায় বা অন্য স্থানে কাজে লাগাতে পারবে। এই মসজিদের দরকার না হলে অন্য মসজিদের কাজে লাগানো যায়। তবে মক্তবে লাগানো যাবে না। কারণ মসজিদের সম্পদ মসজিদের কাজেই ব্যবহার করতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৪/২৯০)*।

***প্রশ্ন (৩২/৪৩২) : তাসবীহ গণনার নিয়ম কি? ডান হাতের কোন দিক থেকে তাসবীহ গণনা করতে হবে?***

*-আসাদুযযামান, দারুসা, রাজশাহী।*

**উত্তর :** আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সকল শুভ কাজ ডাক দিক দিয়ে করা পসন্দ করতেন *(মুসলিম হা/৬১৭; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৪৮)*। আর ডান হাতের ডান পাশ কড়ে আঙ্গুল দিয়েই শুরু হয়। তাছাড়া এই আঙ্গুল দিয়ে গণনা শুরু করাই সহজ ও স্বভাবজাত।

***প্রশ্ন (৩৩/৪৩৩) : সঊদী আরবের সাথে সারা দুনিয়ার মানুষ এক সঙ্গে ছিয়াম পালন করতে পারে কি?***

*-আহমাদ, মাধবকাটী, দিনাজপুর।*

**উত্তর :** পৃথিবীর সকল স্থানের চাঁদের উদয়স্থল এক নয়। কাজেই সারা দুনিয়ার ছিয়াম রাখা ও ছিয়াম ছাড়া এক সাথে হতে পারে না। আল্লাহ বলেন, তোমাদের যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন ছিয়াম পালন করে *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম শুরু কর এবং চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭০)*। এতে প্রমাণিত হয় যে, সারা দুনিয়ার মানুষ এক সাথে চাঁদ দেখতে পারে না। কারণ কোন দেশে যখন ফজরের সময় হয় অন্য দেশে তখন গভীর রাত থাকে, (যেমন মক্কার লোকেরা যখন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখে বাংলাদেশে তখন ৩ ঘণ্টা রাত হয়ে যায়) তখন কিভাবে তাদের বলা হবে যে, তোমরা চাঁদ না দেখলেও ছিয়াম রাখ? অথচ রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখতে বলেছেন *(ছালেহ আল-উছায়মীন (সাবেক কেন্দ্রীয় মুফতী, সঊদী আরব), ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, মাসআলা নং ৩৯৩)*। অতএব বাংলাদেশে ছিয়াম শুরু হবে পরদিন চাঁদ দেখার পরে। ঈদও হবে একদিন পরে। কেননা যোহরের ছালাত যেমন ফজরের সময় আদায় করা যায় না, তেমনি মক্কার সঙ্গে ঢাকা মিলাতে গিয়ে একদিন পরের ছিয়াম ও ঈদ একদিন আগে করা যায় না। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশের স্পষ্ট লংঘন।

***প্রশ্ন (৩৪/৪৩৪) : কেউ যদি এমন দেশে পৌঁছে যেখানে তার দেশের চেয়ে ইফতারের সময় কয়েক ঘণ্টা দেরীতে। তাহ'লে সে কী করবে?***

*-আব্দুল মাজেদ, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

**উত্তর :** সাধ্য থাকলে ঐ দেশের সূর্যাস্ত অনুযায়ী ইফতার করবে। অন্যথা ছিয়াম ছেড়ে দিবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৮৫)*। কারণ সফর অবস্থায় ছিয়াম তার উপর ফরয নয়। পরে ক্বাযা আদায় করে নিবে *(বাক্বারাহ ১৮৪)*। তবে কোন দেশে যদি দীর্ঘস্থায়ী দিন বা রাত হয়, তাহলে নিকটবর্তী বা নিজ দেশের সময় হিসাব করে ছিয়াম রাখবে ও ছাড়বে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*।

***প্রশ্ন (৩৫/৪৩৫) : ওলী ছাড়াই এক মেয়ের বিবাহ হয়েছে। বিবাহের এক মাস পর মেয়ের অভিভাবক মৌখিক সম্মতি প্রদান করেন। পরবর্তীতে ছেলে তিনবারে মেয়েকে তিন তালাক প্রদান করেছে। এক্ষণে প্রশ্ন হল, ওলী ব্যতীত বিবাহ বৈধ হয়েছে কি? বিবাহ শুদ্ধ করার জন্য অভিভাবকের মৌন বা মৌখিক সম্মতিই কি যথেষ্ট? নাকি পুনরায় ঈজাব-কবুল আবশ্যক? উক্ত তালাক কি কার্যকর হয়েছে? মেয়েকে পুনরায় বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করা যাবে কি?***

*-মুহাম্মাদ উমেদ সরকার*
*উদবাড়ীয়া, গুরুদাসপুর, নাটোর।*

**উত্তর :** উক্ত বিবাহ সিদ্ধ হয়নি। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে নারী অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করল তার বিয়ে বাতিল, বাতিল, বাতিল *(তিরমিযী হা/১১০২; আবুদাঊদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১)*। যেখানে বিয়েই হয়নি সেখানে মৌখিক বা লিখিত সম্মতিতে বৈধতার কোন প্রশ্নই আসে না। অতএব অভিভাবক কর্তৃক সম্মতি দানের পর পুনরায় সুন্নাতী তরীকার নতুন করে বিয়ে করাতে হ'ত। কিন্তু সেটাও করা হয়নি। তাই ছেলে কর্তৃক তালাক দেয়া অর্থহীন। কারণ তাদের বিয়েই হয়নি। তারা ব্যভিচারী। এমতাবস্থায় প্রথমতঃ তাদের কৃতকর্মের জন্য তওবা করতে হবে (যেহেতু ইসলামী শরী'আতের শাস্তির বিধান আমাদের সমাজে নেই)। দ্বিতীয়তঃ অভিভাবকের সম্মতিতে পুনরায় বিয়ে করতে পারে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক হাদীছে বলেন, শাস্তিপ্রাপ্ত যেনাকার ব্যক্তি তার মত যেনাকার মহিলার সাথেই বিয়ে করবে *(আবুদাঊদ হা/২০৫২)*। এখানে তারা উভয়েই শাস্তি প্রাপ্তদের স্থলাভিষিক্ত।

***প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬) : প্রতিবেশী ও প্রতিবেশীর অধিকার বলতে কী বুঝায়? প্রতিবেশীকে নানাভাবে কষ্ট দেওয়ার পরিণাম জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-ছাবিনা আখতার, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*

**উত্তর :** সহযোগিতা ও উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিক হকদার নিকটতম প্রতিবেশী। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তির নিকট তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি মুমিন নয় যে ব্যক্তি পেট ভরে খায়। অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৯৯১)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হল, যে অধিক ছালাত, ছিয়াম ও যাকাত আদায় করে। কিন্তু যবান দ্বারা তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে জাহান্নামী *(আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৯৯২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, আল্লাহ্র কসম! ঐ ব্যক্তি মুমিন নয় (৩ বার), যার অনিষ্টকারিতা হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬২)*।

***প্রশ্ন (৩৭/৪৩৭) : ঈদগাহ মাঠ ক্বিবলার দিকে কোনাকুনি হওয়ায় প্রথম সারি ছোট হয়। প্রথম সারি বড় করতে গিয়ে ক্বিবলা একটু পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাতে ছালাত হবে কি?***

*-হাসানুয্যামান, চুয়াডাঙ্গা।*

**উত্তর :** কাতার বড় করার উদ্দেশ্যে ক্বিবলা পরিবর্তন করা শরী'আত সম্মত নয়। ছালাত ক্বিবলামুখী হয়েই আদায় করতে হবে। কারণ ছালাত বিশুদ্ধ হওয়ার একটি শর্ত হচ্ছে ক্বিবলামুখী হওয়া *(বাক্বারাহ ১৪৪; বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯০)*। ১ম কাতার একটু ছোট হলেও দোষ নেই। কেননা প্রথম কাতার ও দ্বিতীয় কাতার সমান হওয়া শর্ত নয়।

***প্রশ্ন (৩৮/৪৩৮) : আমরা যে প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করি সেখানে অনেক বিধর্মীও চাকুরী করে। আসন্ন রামাযানে খৃষ্টান সহকর্মীরা প্রস্তাব দিয়েছে যে, তারা আমাদের ইফতারে আর্থিকভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং আমাদের সাথে ইফতার করবে। এখন প্রশ্ন হ'ল ইফতার যেহেতু একটি ইবাদত, তাই এতে কি বিধর্মীদের শরীক করা জায়েয হবে?***

*মুহাম্মাদ আলী, অরচার্ড, সিঙ্গাপুর*

**উত্তর :** ইফতার যদিও ইবাদত, তবে এমন ইবাদত যেখানে সামাজিকতার ব্যাপার রয়েছে। তাই এখানে কাফেরদেরও দাওয়াত করা যেতে পারে, যদি তাতে কাফেরদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা বা আগ্রহী করার উদ্দেশ্য থাকে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ইহুদী-নাছারাদের কাছ থেকে হাদিয়া গ্রহণ করেছেন *(বুখারী 'হেবা' অধ্যায় 'মুশরিকদের নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ বলেন, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি বা তোমাদেরকে ঘর হতে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণে কোন বাধা নেই *(মুমতাহিনা ৮)*। তবে যদি এ দাওয়াত দ্বারা দ্বীনী কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তাহ'লে এতে অযথা অর্থ খরচ না করে তা গরীব আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্র-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করা উচিৎ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি ছাড়া কারো সাথে বন্ধুত্ব করো না এবং আল্লাহ্ভীরু ব্যক্তি ছাড়া তোমার খাদ্য যেন কেউ না খায় *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫০১৮)*। তাছাড়া হাদীছে এসেছে, তোমরা বিধর্মীদের আগে সালাম দিয়ো না, কেননা এতে তাদের প্রতি সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শিত হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৫)*। আর বিধর্মীদেরকে ইফতার বা যে কোন খাবার আয়োজনে দাওয়াত করা সম্মান প্রদর্শনের শামিল। তাই বিশেষ কারণ ছাড়া তাদেরকে ইফতারে বা অন্যান্য আয়োজনে আমন্ত্রণ না করাই উত্তম।

***প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯) : জনৈক আলেম বলেন, ওহোদ যুদ্ধে দান্দান শহীদ হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরীর থেকে রক্ত বের হ'লে ছাহাবীগণ সেই রক্ত পান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে আমার রক্ত পান করবে, সে জাহান্নামে যাবে না। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।***

*-আব্দুল মজীদ, কুকুরিয়া, টাঙ্গাইল।*

**উত্তর :** ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত হাদীছকে 'মুনকার' বলেছেন *(তাহক্বীক সীরাতে ইবনে হিশাম ৩/৪১ পৃঃ)*। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে রক্তকে হারাম ঘোষণা করেছেন *(মায়েদাহ ৩)*।

***প্রশ্ন (৪০/৪৪০) : মাসিক আত-তাহরীকের প্রশ্নোত্তর বিভাগে দেখলাম, মৃত ব্যক্তির শোক সংবাদ প্রচার করা জাহেলিয়াত। আবার অন্য পৃষ্ঠায় কয়েক জনের মৃত্যু সংবাদ দেওয়া আছে। এর ব্যাখ্যা জানতে চাই।***

*-মুহসিন, বাগমারা, রাজশাহী।*

**উত্তর :** উচ্চৈঃস্বরে (সর্বত্র মাইকে) মৃত ব্যক্তির শোক সংবাদ প্রচার করা জায়েয নয় *(তিরমিযী হা/৯৯৫, ইবনু মাজাহ হা/১৪৭৬)*। তবে নিকটাত্মীয়, পরিচিত জন ও মুসলিমদের নিকটে সাধারণভাবে (ফোন ও মোবাইলের মাধ্যমে) মৃত্যু সংবাদ জানানো যাবে। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী মৃত্যু বরণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার মৃত্যু সংবাদ মুসলমানদের জানিয়ে দেন এবং জানাযার ছালাত আদায় করেন' *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ৯/১৪২; বুখারী হা/১২৪৫)*।


## হিফযুল কুরআন ও উলূমুদ্দীন বিভাগে ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

# মুহাম্মাদী মডেল মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

**অর্থ বুঝে হিফযুল কুরআন!**

হিফযুল কুরআন মাদ্‌রাসা জগতে একটি কার্যকরী নতুন ধারা!!

ফরম বিতরণ ও ভর্তি কার্যক্রম শুরু ১০ই জুলাই ২০১১ইং

**বিশেষত্বসমূহ :**

- ◈ একই সাথে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ'র উপর দক্ষতা সম্পন্ন আলেম-হাফেয হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ।
- ◈ ভবিষ্যত উচ্চডিগ্রী লাভের পথ সুগম করার লক্ষ্যে স্পেশাল কোচিং এর মাধ্যমে বাংলা, গণিত ও ইংরেজী বিষয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমবয়সী ছাত্রদের সমান যোগ্যতা অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ।
- ◈ সাত ক্বিরাআতে পি.এইচ-ডি ডিগ্রীধারী আরবদেশীয় ক্বারী থেকে সনদপ্রাপ্ত হাফেয-আলেমের সরাসরি পরিচালনায় অর্থ বুঝে কুরআন মুখস্থ করার সুবর্ণ সুযোগ।
- ◈ রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র মোহাম্মদপুরের কোলাহলমুক্ত পরিবেশে একটি দ্বিতল ভবনে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দের সুনিবিড় তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভের সুবর্ণ সুযোগ।
- ◈ সর্বাধুনিক শিক্ষা সিলেবাস ও সহজ পাঠ পদ্ধতি অবলম্বনে মাত্র এক বছরে কুরআন বুঝার মত প্রাথমিক যোগ্যতা সৃষ্টি করে হিফযুল কুরআন আরম্ভ করার সুবর্ণ সুযোগ।

**প্রধান ৩টি কর্মসূচী :**

১) অত্র বিভাগে ভর্তিকৃত নবীন শিক্ষার্থীদেরকে বাংলা, ইংরেজী, গণিত, নাহু, ছরফ ও আরবী ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা সম্পন্ন আলেম হাফেয হিসেবে গড়ে তোলা।

২) বিভিন্ন মাদ্‌রাসা থেকে আগত হাফেযে কুরআন ছাত্রদের জন্য স্পেশাল কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে নাহু, ছরফ ও আরবী ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা সৃষ্টি করা এবং বোর্ড পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনের যোগ্য করে গড়ে তোলা।

৩) বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী এবং কর্মজীবীদের জন্য দৈনিক এক ঘণ্টার স্পেশাল শিক্ষাকোর্স পরিচালনা করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাদেরকে দ্বীনিশিক্ষা ও আরবী ভাষায় বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

**সার্বিক যোগাযোগ**

আব্দুল মাতীন বিন সাফিউদ্দীন (আল-মাক্কী), মুদীর, মুহাম্মাদী মডেল মাদরাসা

**বালক শাখা**, বাড়ী নং # ৪১, ৪৩, রোড নং # ৯, **বালিকা শাখা**, বাড়ী নং # ৫২, ৫৪ রোড নং # ৯,

**হিফযুল কুরআন শাখা**, বাড়ী নং # ৫১, রোড নং # ১৩, নবীনগর হাউজিং, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

মোবাইল: ০১৭৩৪২৩১৬৫২, ০১৬৭১৩০২৮৮৪, ০১৮১৯২৩২০২৫

ই-মেইল: **mohammadimodel@gmail.com**

বিঃ দ্রঃ মাদ্‌রাসার অত্যাধুনিক সিলেবাস সমৃদ্ধ কিতাব বিভাগে (স্কুল বিভাগে) ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে।


## মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর সভাপতি মাষ্টার ইউনুসুর রহমান (৬৫) গত ১২ জুলাই রাত ৮-টায় রাজশাহী যেলার গোদাগাড়ীর পৈতৃক বাড়ীতে ইন্তিকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন।* মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন। পরদিন সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানে তাঁর প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত। এতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। জানাযায় 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং রাজশাহী যেলা, মহানগরী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী উপস্থিত ছিলেন। এরপর সকাল ১১-টায় রাজশাহীর শাহমখদুম থানাধীন ছোট বনগ্রামে তাঁর নিজ বাসভবন সংলগ্ন ময়দানে দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর শহরের গোরহাঙ্গা কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আমীরে জামা'আত ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তাঁর দাফন কালেও উপস্থিত ছিলেন।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার প্রকাশনা সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ আবদুল বারীর পিতা আলহাজ্জ সফদর আলী (৯০) নরসিংদী যেলার সদর থানাধীন চৈতাব গ্রামের নিজ বাড়ীতে গত ১৯ জুলাই সকাল সাড়ে ৯-টায় ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হি...*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৬ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন। একই দিন বিকাল ৫-টায় চৈতাব আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করে তাঁর পৌত্র হাফেয নাবীল। জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন এবং ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ সহ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে চৈতাব আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন গোরস্থানে দাফন করা হয়।

*[আমরা তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]*